বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

উপদেষ্টা

জনাব মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন
চেয়ারপার্সন
পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স ও
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রধান সম্পাদক

জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান
(যুগ্মসচিব)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), পিডিবিএফ

সম্পাদক

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
অর্থ বিভাগ

জনাব মোঃ শাহেদুর রহমান খান
অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

সহযোগী সম্পাদক

জনাব মোঃ জাকির হোসেন
ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক (জনসংযোগ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়

প্রকাশনা সহযোগী

জনাব মোঃ আনিছুল ইসলাম
উপপরিচালক
সাধারণ সেবা শাখা

প্রকাশকাল : ৩১ অক্টোবর, ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

মুদ্রণ ও অলঙ্করণ :

এ. এফ. হাসান আরিফ
উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী বাংলার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্যের উপর রচিত হয় উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের ভিত্তি।। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের পল্লী অঞ্চলের মানুষকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উন্নত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত একটি স্ব-শাসিত, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিডিবিএফ গ্রামীণ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত অসহায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারীর কর্মদক্ষতা ও আর্থিক বুনিয়াদ সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের বৈষম্য নিরসনে এক সতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্থবছরে পিডিবিএফ সফলভাবে বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রেখেছে। ক্ষুদ্র ঋণ, নারী উদ্যোক্তা ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, ক্ষুদ ও কুটির শিল্প ঋণ, কৃষি জীবিকায়ন ঋণ, বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্প, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুফলভোগীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং নারী ক্ষমতায়নের মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে পিডিবিএফ পল্লীর আর্থিক অবকাঠামো উন্নয়নের অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিশেষ করে, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের নারী উদ্যোক্তা ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, ক্ষুদ ও কুটির শিল্প ঋণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

পল্লী বাংলার ামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামোকে সুসংহত করতে হলে আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পিডিবিএফ-এর নিবেদিত কর্মী বাহিনী অত্যন্ত আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে এই মহান দায়িত্ব পালন করছে যা অত্যন্ত প্রশংসার দাবী রাখে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর পিডিবিএফ-এর 'বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪' প্রকাশিত হতে জেনে আমি আনন্দিত। যাঁরা এ প্রতিবেদনটি তৈরীতে মেধা ও শ্রম নিয়োজিত করেছেন এবং যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ প্রতিষ্ঠানটি সফলতার সাথে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, সে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, মাঠ পর্যায়ের কর্মী এবং অংশীজনদের প্রতি জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা।

আমি আশা করি, পিডিবিএফ ভবিষ্যতেও পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে তার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে এবং আর্থিক, সামাজিক ও নারী-পুরুষের সুযোগের সমতা বিধানের মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমাদের সমন্বিত প্রয়াসই পারে বাংলাদেশকে একটি বৈষম্যমুক্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে।

বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক!

এ. এফ. হাসান আরিফ

মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন
চেয়ারপার্সন, পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স
ও
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হলো পল্লী অঞ্চলের মানুষের ক্ষমতায়ন। এই লক্ষ্য অর্জনে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পল্লীর দরিদ্র অসুবিধাগ্রস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষের সুযোগের সমতা বিধানকল্পে মহান জাতীয় সংসদে ***"পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯"***-এর মাধ্যমে একটি সংবিধিবদ্ধ, স্ব-শাসিত, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ***"পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)"*** প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরু থেকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিডিবিএফ গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে বৈশিষ্ট্যসূচক অবদান রেখে আসছে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এ প্রতিষ্ঠানের সুফলভোগী সদস্যের ৯৭ শতাংশই নারী।

পিডিবিএফ-এর কৌশলগত পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হলো দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। পিডিবিএফ গ্রামীণ অর্থনীতির স্থায়ীত্ব ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হওয়ার উপযোগী নারী উদ্যোক্তা ঋণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঋণ, কৃষি জীবিকায়ন ঋণের মত বিভিন্ন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পিডিবিএফ-এর সেবাবলয়ভুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ১২,৭৪,৮১০ জন, এ অর্থবছরে ১,৩৫,১৫৮ জন দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সেবাবলয়ে নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে এ অর্থবছরে পাঁচটি ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৩৩ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান এবং ২২৯৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয় এবং আদায় হার ৯৮%। পিডিবিএফ-এর উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমে এ অর্থবছরে যে সফলতা অর্জিত হয়েছে, তা প্রশংসনীয়। এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি, পল্লী জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাবলম্বিতার আগ্রহ ও প্রচেষ্টা বেড়েছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা এবং বিভিন্ন ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী এলাকার দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই দক্ষতা এবং সহায়তা পল্লী অর্থনীতির ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে, যা সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে পিডিবিএফ-এর সকল সুফলভোগী, কর্মী, মাঠকর্মী, অংশীজন, বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সম্মানিত সদস্যবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা ব্যতীত এই সফলতা অর্জন সম্ভব হতো না। আমি আশা করি, পিডিবিএফ আগামী দিনগুলোতে আরো উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ নিয়ে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন এবং সমৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আসুন, আমরা একসাথে কাজ করি একটি সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও উন্নত বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশের পথে এগিয়ে যাই।

মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন

মোঃ মাহমুদ হাসান
(যুগ্মসচিব)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

বাণী

নতুন সহস্রাব্দের সূচনায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর অভ্যুদয় ঘটে। দেশের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসন এবং অসাম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য পিডিবিএফ কাজ করছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথপরিক্রমায় পিডিবিএফ দুই যুগ অতিবাহিত করেছে। পল্লীর অর্থায়নের সকল মাত্রায় এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি প্রাগ্রসর ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ঋণ, নারী উদ্যোক্তা ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, গ্রামীণ শিল্প ও কৃষি জীবিকায়ন ঋণ এবং বহুমাত্রিক সঞ্চয় পরিকল্প ও বীমা পরিসেবা নিয়ে পিডিবিএফ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

১৯৯৯ সনের পল্লীর বিত্তহীন ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত বিআরডিবি'র তিনটি প্রকল্পের সমন্বয়ে একটি স্ব-শাসিত নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠনকল্পে মহান জাতীয় সংসদে ***"পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, ১৯৯৯"*** (২৩ নং আইন) পাশ হয়। এ আইন বলে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) আত্মপ্রকাশ করে এবং শুরু থেকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লীর দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত অসহায় মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০০০ সালে দেশের ১৭টি জেলার ১৩৯টি উপজেলা নিয়ে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। পিডিবিএফ বর্তমানে দেশের ৮টি বিভাগের ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় ৪০৩টি কার্যালয়ে ও ১০টি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় মাধ্যমে পল্লীর বিত্তহীন জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী পরিসেবা প্রসারণ করেছে। বিগত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৭ম একনেক সভায় পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত ***"পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ"*** শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের নতুন ০৯টি জেলা ও ১৩৫টি উপজেলায়সহ সমগ্র দেশব্যাপী পিডিবিএফ-এর সেবাবলয় বিস্তৃত হবে এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে।

পিডিবিএফ বিভিন্ন ধরনের ঋণ কর্মসূচি, সঞ্চয় পরিকল্প এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়ে গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে পল্লী পরিসেবা প্রদান করছে। পিডিবিএফ শুরু থেকে এ যাবৎ ৫০,৭৮৮টি অনানুষ্ঠানিক সমিতির মাধ্যমে ৩৩.৮৩ লক্ষ সুফলভোগী পরিবারকে আর্থ-সামাজিক সেবা প্রদান করেছে, যার ৯৭ শতাংশই নারী। ফলে উপকারভোগী পরিবারের প্রায় ১.৭ কোটি মানুষের মাঝে পিডিবিএফ-এর সেবা বিস্তৃত হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক বৈষম্য নিরসন ও নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে পিডিবিএফ-এর সহকর্মীরা সর্বদা সক্রিয় রয়েছে। দেশে দারিদ্র্য জয়ের মহান ব্রত নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত কর্মী বাহিনী কঠোর শ্রম ও সাধনা যুক্ত করে সময়ের আবর্তে দীর্ঘ দুই যুগ অতিবাহিত করেছে। যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ প্রতিষ্ঠানটি বিকশিত হয়েছে তাঁদেরকে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর উপর পিডিবিএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকল সুফলভোগী সদস্য, সহকর্মী ও পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সম্মানিত সদস্যবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ মাহমুদ হাসান

সম্পাদকীয়

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রম, অর্জনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করতে পেরে আমরা গর্বিত। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা ও উদ্যোগগুলো কেবলমাত্র আর্থিক সচ্ছলতা ও সামাজিক নিরাপত্তা নয় বরং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিগত দুই যুগে পিডিবিএফ তার বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিশেষত, পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, নারী উদ্যোক্তা ঋণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঋণ, সদ্য প্রবর্তিত কৃষি জীবিকায়ন ঋণ, বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্প এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, দক্ষতা বৃদ্ধি, এবং আত্মকর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে গ্রামের প্রতিটি দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তুলতে আমাদের নিরলসভাবে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে আমাদের সরাসরি যোগাযোগের ভিত্তিতে কর্মসূচিগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি। প্রতি মাসে গণশুনানির মাধ্যমে সুফলভোগী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া ও প্রয়োজন চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী কাজের ধারাকে নতুন করে গঠন করা হচ্ছে, যা আগামীতে আমাদের আরও বেশি উদ্ভাবনী ও কার্যকর উদ্যোগ নিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। তৃণমূল পর্যায়ের এসব উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে আমাদের নিরলস সহযোগিতা প্রদানকারী সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, সহযোগী সংস্থা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পথচলায় প্রতিটি সুবিধাভোগী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন পূরণের জন্য এ প্রতিবেদনের মাধ্যমেই আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করতে চাই। আগামীতে আমরা গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের অঙ্গীকার এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মবিশ্বাস গঠনে আমাদের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখবো। এ প্রতিবেদনটি আমাদের মাঠ পর্যায়ের নিবেদিত কর্মী বাহিনীর পরিশ্রমের নির্যাস, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এবং গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের দৃষ্টান্ত। প্রতিষ্ঠানের সুফলভোগী সদস্য, সহকর্মী, অংশীজন ও পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সম্মানিত সদস্যবর্গের অসামান্য অবদানের জন্য পিডিবিএফ-এর "বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪" সমৃদ্ধ হয়েছে, সে জন্য সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারাকবাদ।

আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের কর্মোদ্দীপ্ত অভিজ্ঞ জনবল, সুফলভোগী ও অংশীজনের অংশগ্রহণ এবং সরকারের সহায়তায় আমরা দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য নিরোসনের মধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবো।

অতএব, আমাদের পাশে থাকুন এবং পিডিবিএফ-এর উন্নয়ন অভিযাত্রায় শামিল হোন।

সম্পাদক

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান
অর্থ বিভাগ

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.০	পিডিবিএফ-এর রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	
২.০	প্রতিষ্ঠান পরিচিতি	
৩.০	পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স	
৪.০	বিভাগীয় কার্যক্রম	
	৪.১ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়	
	৪.২ প্রশাসন বিভাগ	
	৪.২.১ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা	
	৪.২.২ আইন ও শৃঙ্খলা শাখা	
	৪.২.৩ সাধারণ সেবা শাখা	
	৪.২.৪ আইটি এন্ড ইনোভেশন শাখা	
	৪.৩ মাঠ পরিচালন বিভাগ	
	৪.৪ অর্থ বিভাগ	
	৪.৫ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ	
	৪.৬ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ	
	৪.৭ নিরীক্ষা শাখা	
৫.০	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GPMS-Government Performance Management System)	
	৫.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA-Annual Performance Agreement)	
	৫.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS-National Integrity Strategy)	
	৫.৩ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter)	
	৫.৪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS-Grievance Redress System)	
	৫.৫ তথ্য অধিকার আইন (RTI-Right To Information)	
	৫.৬ উদ্ভাবন (Innovation)	

৬.০ দিবস উদযাপন

৭.০ সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় পিডিবিএফ

৮.০ একনজরে পিডিবিএফ

৯.০ সুফলভোগীদের সাফল্যের আলেখ্য

১০.০ পিডিবিএফ-এর কৌশলগত পরিকল্পনা অনুশীলন (SWOT Analysis) এবং ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল

১১.১ পিডিবিএফ-এর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভবনা ও শংকা (SWOT Analysis)

১১.২ পিডিবিএফ-এর ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল

১১.০ সমাপনী হিসাব (Final Accounts)

১.০ পিডিবিএফ-এর রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vision):

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে মানব সংগঠন সৃষ্টি, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন, বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি, পুঁজি গঠন ও নবসম্পদ সৃজন, সামাজিক বৈষম্যের অবসান ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission):

- দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে নতুন মানব সংগঠন সৃজন এবং সামাজিক বিনির্মাণ (Social Reconstruction);
- নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনের সদস্যদের মানস-কাঠামোর পরিবর্তন;
- বিভিন্ন আয়-উৎসারী, বৃত্তিমূলক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের সক্ষমতার উন্নয়ন;
- প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রমে নারীর প্রতি অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইতিবাচক কার্যক্রম (Affirmative Action) গ্রহণ;
- সংগঠিত দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে উপজীবিকা আহরণে ঋণ সহায়তা প্রদান;
- উদ্যোক্তা উদ্দীপনের লক্ষ্যে 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা' ও 'নারী উদ্যোক্তা' ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প প্রসারণে 'কোভিড প্রণোদনা ঋণ' কর্মসূচি পরিচালনা;
- পল্লী বিপণী সৃজনের মাধ্যমে গ্রামীণ পণ্যের বিপণন কেন্দ্র স্থাপন ও বিপণন সংযোগ বিস্তৃতকরণ;
- কৃষিতে নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রবর্তন, নতুন কৃষি পণ্যের প্রসার, উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে অভিঘাত-সহনশীল প্রয়াস গ্রহণের জন্য 'কৃষি জীবিকায়ন ঋণ' কর্মসূচি পরিচালনা;
- অভিঘাত-সহনশীল নিরাপদ আবাসনের জন্য সহজ শর্তে আবাসন ঋণ পরিকল্প প্রবর্তন;
- বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পের মাধ্যমে সুফলভোগীদের সাপ্তাহিক ও মাসভিত্তিক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা (Thrift Development), পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ, সঞ্চয়ের পরিবৃদ্ধি এবং নিজস্ব সম্পদ সৃজন;
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বহুমাত্রিক পল্লী উন্নয়ন প্রয়াস গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- পল্লীর বিপন্ন মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ; এবং
- নতুন প্রজন্মের ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয় প্রয়াসের অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রামীণ দরিদ্রের জন্য কর্ম সৃজন, শিক্ষার সুযোগ প্রসারণ, স্বাস্থ্য সুবিধা ব্যাপকতর করা, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর মাধ্যমে পল্লী জনপদ আলোকিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিসর বিস্তৃতকরণ।

২.০ প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

- পল্লীর জনগণের দারিদ্র্য মোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আইডিএ, ওডিএ, কানাডীয় সিডা ও ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ১৯৮৪ সালে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (আরপিপি/আরডি-২) গ্রহণ করে।

- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (আরডি-২/আরপিপি)-এর সফল বাস্তবায়নের পর জুলাই ১৯৮৮ হতে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ৫ বছরের জন্য দেশের ১৭টি জেলার ১৩৯টি উপজেলায় কানাডিয়ান সিডার একক সহায়তায় আরডি-১২ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি-ইউবিসিসিএ নামে দুই স্তর বিশিষ্ট কুমিল্লা পদ্ধতির সমিতির আঙ্গিকে এ কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করে।

- ১৯৯৩ সালে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আরও ৩ বছর, অর্থাৎ ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

- ১৯৯৬ সালে বর্ধিত মেয়াদ শেষে কানাডিয়ান সিডা উক্ত প্রকল্পকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সরকার পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচি বা আরবিপি নামে ০৩(তিন) বছরের জন্য, ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে।

- ১৯৯৯ সালের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সিডা অনুদান প্রদানের জন্য প্রকল্পটিকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার শর্ত আরোপ করে। এ প্রেক্ষিতে বিআরডিবি-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আরডি-১২ প্রকল্প, পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচি (আরবিপি) এবং পল্লী বিত্তহীন ইনস্টিটিউশন প্রোগ্রাম (আরবিআইপি)-এর যাবতীয় সম্পদ ও দায়-দেনা নিয়ে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান সৃজনের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

- বর্ণিত প্রেক্ষাপটে ১৯৯৯ সালের ০৭ নভেম্বর মহান জাতীয় সংসদের ***"পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯"*** (২৩ নং আইন)-এর মাধ্যমে একটি সংবিধিবদ্ধ স্ব-শাসিত সংস্থা হিসেবে ***"পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)*** প্রতিষ্ঠিত হয়।

- শুরু থেকে পিডিবিএফ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত একটি স্ব-শাসিত ও অমুনাফা-প্রত্যাশী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত অসহায় মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য নিরসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে পিডিবিএফ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

- লক্ষ্যণীয় যে, পিডিবিএফ আইন, ১৯৯৯ প্রবর্তনের মাধ্যমে এ ফাউন্ডেশন দুই স্তর সমবায়ের কর্মকাঠামো এবং নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা থেকে অবমুক্ত হয়।

৩.০ পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স

৩.১ পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স গঠন প্রণালী:

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন ১৯৯৯ এর ৬ ধারা অনুযায়ী (১) ফাউন্ডেশনের বিষয়াদির ও কার্যসমূহের সাধারণ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধান এমন একটি বোর্ড অব গভর্নর্স-এর উপর ন্যস্ত হইবে যাহা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্পাদনীয় সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড ফাউন্ডেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে উহাকে একটি সামাজিকভাবে সুদৃঢ় এবং আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল সত্তা হিসাবে বিবেচনার নীতি অনুসরণ করিবে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন ১৯৯৯ এর ৭ (১) ধারা অনুযায়ী
পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর গঠন প্রণালী

ধারা-৭। বোর্ড।- (১) বোর্ড অব গভর্নর্স নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

ক) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় যিনি পদাধিকারবলে উহার সভাপতিও হইবেন;

খ) মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যিনি পদাধিকারবলে উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

গ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন উহার এমন একজন প্রতিনিধি;

ঘ) ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক যিনি পদাধিকারবলে উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

ঙ) তিনজন প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধি যাহারা উপধারা (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন;

চ) চারজন সুবিধাভোগী প্রতিনিধি যাহারা উপধারা (৫) ও (৬) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন।

(২) বোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন্য তিনজন হইবেন মহিলা।

(৩) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান স্টীয়ারিং কমিটির প্রাইভেট সেক্টর সদস্যগণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং বোর্ড তাহাদের মনোনয়নের প্রত্যেক তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে অবর্তনক্রমে বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য লটারীর মাধ্যমে তাহাদের স্থলে বদলী সদস্য নেওয়া হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩)-এ উল্লিখিত সদস্যদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বোর্ডের সভায় প্রাইভেট সেক্টরের উপযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত ব্যক্তিগণ এবং উপ-ধারা (৩)-এ উল্লিখিত কোন সদস্যের স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি, এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, সদস্য হিসাবে তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন।

(৫) ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান স্টীয়ারিং কমিটির সুবিধাভোগী সদস্যগণ, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং বোর্ডে তাহাদের মনোনয়নের প্রত্যেক তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে আবর্তনক্রমে বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য লটারীর মাধ্যমে তাহাদের স্থলে বদলী সদস্য নেওয়া হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫)-এ উল্লিখিত সদস্যদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বোর্ডের সভায় খেলাপী ঋণগ্রস্থ নহেন এমন সুবিধাভোগীদের মধ্য হইতে মনোনীত ব্যক্তিগণ এবং উপ-ধারা (৫)-এ উল্লিখিত কোন সদস্যের স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, সদস্য হিসাবে তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য সদস্যপদে বহাল থাকিবেন।

৩.২ পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সম্মানিত সদস্যবর্গ:

সভাপতি : **জনাব মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন**
সচিব, পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহ-সভাপতি : **জনাব আঃ গাফ্‌ফার খান**
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

সদস্য : **অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি**
জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী, *এনডিসি*
অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধি
জনাব উম্মুল হাছনা
সচিব (অব:), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

জনাব ফউজুল আজিম
অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ

সুফলভোগী সদস্য

জনাব মাকসুদা আক্তার
আদাবর মজুমদারবাড়ী মহিলা সমিতি, মোহম্মদপুর কার্যালয়, পিডিবিএফ, ঢাকা অঞ্চল

জনাব মোছাঃ সাবিনা ইয়াছমিন
দক্ষিণ গড়িডমারী আদর্শপাড়া মস, হাতিবান্ধা কার্যালয়, পিডিবিএফ, লালমনিরহাট অঞ্চল

জনাব মোছাঃ হোসনেয়ারা আরজু
বাগানপাড়া মহিলা সমিতি, পাবনা সদর কার্যালয়, পিডিবিএফ, পাবনা অঞ্চল

জনাব কবিতা রানী দাশ
মজলিশপুর মহিলা সমিতি, ওসমানী নগর কার্যালয়, পিডিবিএফ, সিলেট অঞ্চল

সদস্য সচিব : **জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), পিডিবিএফ ও
যুগ্মসচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর নবনিযুক্ত মান্যবর চেয়ারপার্সন-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর নবনিযুক্ত মান্যবর চেয়ারপার্সন ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স সম্মানিত সদস্যবর্গ

পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সভা

বিগত ২৪ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর ৯৮তম সভায় সভাপতিত্ব করছেন মান্যবর চেয়ারপার্সন ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন। উপস্থিত রয়েছেন পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্যান্য সম্মান বোর্ড সদস্য

পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন

জনাব মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন-এর জীবন আলেখ্য

জনাব মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন গত ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদে যোগদান করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ত্রয়োদশ (১৩শ) ব্যাচের একজন কর্মকর্তা।

মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন ১৯৬৭ সালের ১৪ অক্টোবর যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যশোর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে, নর্দান ইউনিভার্সিটি থেকে 'পাবলিক পলিসি ও ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে ২য় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন ১৯৯৪ সালের ২৫ এপ্রিল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝিনাইদহে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট পদে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি সহকারী পরিচালক হিসেবে 'আদর্শ গ্রাম প্রকল্প', সহকারী সচিব হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গবেষণা কর্মকর্তা এবং সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, উপপরিচালক হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং উপসচিব ও যুগ্মসচিব হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি দীর্ঘ ১৩ বছর সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব ও যুগ্মসচিব পদে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এপিডি অনুবিভাগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুবিভাগে সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এসকল পদে কাজ করার মাধ্যমে তিনি সরকারের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন এবং জনপ্রশাসনের স্মার্ট মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সর্বশেষ তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে অতিরিক্ত সচিব পদে দায়িত্ব পালনকালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সক্ষমতা ও সেবার মান বৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রাখেন।

মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যে 'Medical and Humanitarian Emergencies', 'Institutional Capacity Development for Establishing E-government', 'Seminar on Micro-economic Development for Developing Countries', 'Effective Governance for Sustainable Development' এবং 'Governance, Public Policy, Leadership and Change Management' বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ সরকারিভাবে ভ্রমণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও এক পুত্র সন্তানের জননী। তাঁর স্বামী অধ্যাপক ড. এস এম মান্নান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা' বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণের পর বর্তমানে 'অনারারি প্রফেসর' হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর পুত্র জনাব আসিফ ইমতিয়াজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস' বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত। বর্তমানে তিনি পিএম ফেলোশিপ নিয়ে যুক্তরাজ্যের লন্ডন স্কুল অফ ইকনোমিকস (LSE) এ পিএইচডি'তে অধ্যয়নরত। তাঁর পুত্রবধু জনাব নুসরাত নওশীন ৪০তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। বর্তমানে তিনি সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকাতে কর্মরত আছেন।

৪.০ বিভাগীয় কার্যক্রম

৪.১ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কর্মচারী চাকরী প্রবিধানমালা-৫/২০২৩ এ পিডিবিএফ-এর সংগঠন ও সরঞ্জাম পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ; পরিচালক, মাঠ পরিচালন বিভাগ; পরিচালক, অর্থ বিভাগ; পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ; পরিচালক, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ; এবং যুগ্মপরিচালক, অডিট শাখা সরাসরি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়ের কার্যাবলী:

- ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করা;
- ফাউন্ডেশনের আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সংরক্ষণের প্রতি সুদৃঢ় দৃষ্টি রেখে চলমান বাজার শক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ একটি সুশৃঙ্খল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা;
- ঊর্ধ্বতন বিভাগীয় প্রধানদের নিয়োগ করা এবং ফাউন্ডেশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ তত্ত্বাবধান করা;
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর নীতিমালা বাস্তবায়ন করা এবং নীতিগত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা;
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর দলিলাদি প্রস্তুত করা;
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে বোর্ড সভা আয়োজন করা;
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং ঋণের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের তহবিল গঠন করা;
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় এবং উক্ত আর্থিক বছরের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হতে পারে তা উল্লেখ করে বাজেট প্রস্তুত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা;
- ফাউন্ডেশনের বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষার জন্য পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স কর্তৃক কর্তৃক নিযুক্ত একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগপূর্বক নিরীক্ষা সম্পাদন করা;
- সরকার সময় সময় যেরূপ নির্দেশ করে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেইরূপ রিটার্ন, প্রতিবেদন ও বিবরণীসমূহ সরবরাহ করা;
- প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষ হওয়ার পর সারা বৎসরব্যাপী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর অনুমোদন সাপেক্ষে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগ করা;
- পিডিবিএফ-এর সকল প্রশাসনিক নথির চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়;
- মাঠ পর্যায়ের ঋণ আদায় ও বিতরণ মনিটরিং করা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করা; এবং
- আন্তঃবিভাগীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন ও প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা।

৪.২ প্রশাসন বিভাগ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-৫/২০২৩-এ পিডিবিএফ-এর সংগঠন ও সরঞ্জাম সন্নিবেশিত হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত সংগঠন ও সরঞ্জাম অনুযায়ী পরিচালক, প্রশাসন-এর তত্ত্বাবধানে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা; আইন ও শৃঙ্খলা শাখা; সাধারণ সেবা শাখা এবং আইটি ও ইনোভেশন শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রত্যেক শাখায় একজন যুগ্মপরিচালক শাখা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

পিডিবিএফ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনার করছে। প্রতিষ্ঠানটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি দমনে "শুদ্ধতায় পথ চলার" অনুশীলন অব্যাহত রেখেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে "শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি" অনুসরণ এবং শুদ্ধতার বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠানটির নীতিগত অবস্থান প্রশংসিত হয়েছে। দুর্নীতির তাৎপর্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনুধাবন করে পিডিবিএফ-এর কর্ম পরিসরে অসদাচরণ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অর্থ/তহবিল/সম্পদ আত্মসাৎ, অর্থপাচার (Money Laundering), জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ আহরণ, অভ্যাসগত দুর্নীতি পরায়ণতা, উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা, জালিয়াতি, যৌন হয়রানি, অসামাজিক কার্যকলাপ ও বিভিন্ন প্রকরণের নৈতিক স্খলন, ক্ষমতার অপব্যবহার, কর্তব্যে অবহেলা, ইন্টারনেটের অপব্যবহার (Internet Misuse) ও সাইবার অপরাধ (Cyber Crime), এমনকি প্রতিষ্ঠানের সুনাম হানির মত ব্যত্যয়সূচক আচরণ ও তৎপরতা প্রতিরোধ ও এ সকল অপরাধে যথাযথ শাস্তি বিধানের জন্য কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের বিঘোষিত নীতির আলোকে প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচারের সংস্কৃতি লালনের বিষয়ে সম্প্রতি পিডিবিএফ সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কর্মচারী চাকরী প্রবিধানমালা-৫/২০২৩ এ প্রশাসন বিভাগের আওতায় মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা, আইন ও শৃঙ্খলা শাখা, সাধারণ সেবা শাখা ও আইটি এন্ড ইনোভেশন শাখাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রশাসন বিভাগের পরিচালকের নেতৃত্বে প্রতিটি শাখায় একজন যুগ্মপরিচালক শাখা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.১ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা:

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা পিডিবিএফ জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী, জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, পিডিবিএফ কর্মী ও সুফলভোগী সদস্যদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি প্রস্তুত ও সংরক্ষণসহ প্রতিষ্ঠানটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি দমনে "শুদ্ধতায় পথ চলার" অনুশীলন অব্যাহত রেখেছে।

এ শাখার উদ্দেশ্যসমূহ:

- মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার;
- একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং আকর্ষণীয় কাজের পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা প্রদান;
- ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেখানে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাদের সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন;
- ব্যবস্থাপনা এবং কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বিকাশ সাধন; এবং
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মনোবল বৃদ্ধিকরণ।

এ শাখার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীসমূহ:

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে এ শাখাকে সক্রিয় রেখেছে।

০১) **ইস্তফা/অবসর সংক্রান্ত:** ১৫৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর ইস্তফা/অবসর গ্রহণ করায় তাদের চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

০২) **শৃঙ্খলা সংক্রান্ত:** পিডিবিএফ এ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা, অদক্ষতা, শৃঙ্খলা ও অসাদাচারণ, তহবিল তসরূপ, নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, ফাউন্ডেশনের সুনামের পরিপন্থি কাজে লিপ্ত ও মনিটরিং দূর্বলতার কারণে মামলা রুজু করা হয়;

০৩) **মামলা সংক্রান্ত:** ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৪৯টি অভ্যন্তরীণ মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, ৬৬টি মামলা রুজু করা হয়েছে, ৭১টি মামলা চলমান রয়েছে এবং আদালতে ০৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, ০৯টি মামলা রুজু করা হয়েছে ও ৬৩টি মামলা চলমান রয়েছে;

০৪) **বার্ষিক বর্ধিত বেতন সংক্রান্ত:** পিডিবিএফ-এর স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বার্ষিক বর্ধিত বেতন প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ঠ ৭৬ জনকে মামলাজনিত এবং ৬০ নিম্নমান কর্মী হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় বার্ষিক বর্ধিত বেতন প্রদান করা হয়নি; তাছাড়া অস্থায়ী ৩৬০ জন কর্মীর ৫% বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে;

০৫) **ছুটি সংক্রান্ত:** কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাহিত অর্জিত ছুটি দ্রুত সময়ে মঞ্জুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

০৬) **বদলী সংক্রান্ত:** প্রশাসনিক প্রয়োজনের ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বদলী সম্পাদন করা হয়েছে;

০৭) **চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত:** ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দ্রুততম সময়ে চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

০৮) **এইচআরআইএস সংক্রান্ত:** সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর এইচআরআইএস সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে;

০৯) **গ্রুপ জীবন/স্বাস্থ্য বীমা:** বর্ণিত সময়ে ১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুজনিত কারণে ০৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৪৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা গোষ্ঠী বীমার চেক বীমা কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরিশোধ করা হয়েছে। অন্যান্যদের চেক প্রাপ্তির কাজ চলমান আছে;

১০) **শিক্ষা সহায়ক ভাতা সংক্রান্ত:** কর্মীদের নতুন করে আবেদনের প্রেক্ষিতে ২১৮ জনকে শিক্ষা সহায়কভাতার আওতায় আনা হয়েছে। সন্তানের বয়স ২৩ বছর পূর্ণ হওয়া, সন্তানের বিবাহজনিত কারণ, কর্মীর অবসর, ইস্তফা ও মৃত্যুসহ অন্যান্য কারণে ১১৯ জনের শিক্ষা সহায়ক ভাতা বন্ধ করা হয়েছে;

১১) **কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত:** কল্যাণ তহবিল নীতিমালা হালনাগাদকরণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধনপূর্বক অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে ২১৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর অনুকূলে কল্যাণ তহবিল হতে ১,২৬,১৯০০০ টাকা অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে;

১২) **তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ:** পিডিবিএফ-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনিয়মে বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের নিমিত্ত তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

১৩) **অডিট প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা:** অডিট প্রতিবেদনের আলোকে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনিয়ম উৎঘাটিত হলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে;

১৪) **অবসর/ইস্তফা কার্যকর:** কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকরি হতে অবসর/ইস্তফা প্রদান করলে তাদের আবেদন কার্যকরপূর্বক পত্রের মাধ্যেমে জানিয়ে দেয়া হয়;

১৫) **NOC (অনাপত্তি সনদ) প্রদান:** কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট করার জন্য (NOC) প্রদান হয়ে থাকে;

১৬) **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা:** অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার আলোকে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে;

১৭) **আইনজীবীর মতামত গ্রহণ:** প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে বিভিন্ন আইনি জটিলতার কারণে প্রয়োজনে আইনজীবীর মতামত গ্রহণ করা হয় এবং মতামতের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;

১৮) **দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ:** দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি যথাসময়ে বই আকারে প্রস্তুতপূর্বক তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে;

১৯) **মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ:** মন্ত্রণাণলয়ে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষন্মাষিক রিপোর্ট যথাসময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

৩০ জুন ২০২৪ তারিখে পিডিবিএফ-এ কর্মরত গ্রেডভিত্তিক জনবল:

ক্রম	গ্রেড	অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা		কর্মরত মোট জনবলের সংখ্যা
			স্থায়ী জনবল	অস্থায়ী জনবল	
১	১ম-৯ম	৭৫২	৪১৫	০১	৪১৬
২	১০ম	৫৬২	৩৫৬		৩৫৬
৩	১১তম-১৪তম	৫৫০৩	২২৫৫		২২৫৫
৪	১৫তম-২০তম	৭২০	১০৮		১১০৮
৫	চুক্তি ভিত্তিক			৩৭৭	৩৭৭
৬	দৈনিক ভিত্তিক			২৭৩	২৭৩
৭	সোলার			১০৮	১০৮
মোট		৭৫৩৭	৩১৩৪	৭৫৯	৩৮৯৩

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবসর, ইস্তফা, বরখাস্ত ও মৃত্যসহ বিভিন্ন কারণে চাকরির অবসান এবং চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রম	*বিষয়*	*সংখ্যা*	*চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ*
০১	স্বাভাবিক অবসর	৯৭	১০৫
০২	ইস্তফাজনিত অবসর	৫৯	
০৩	অব্যাহতিজনিত অবসর	০৪	-
০৪	বাধ্যতামূলক অবসর	০৪	-
০৫	মৃত্যু ও অন্যান্য	১১	৬
	মোট	১৭৪	১১৪

৪.২.২ আইন ও শৃঙ্খলা শাখা:

পিডিবিএফ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতি দমনে "শুদ্ধতায় পথ চলার" অনুশীলন অব্যাহত রেখেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে "শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি" অনুসরণ এবং শুদ্ধতার বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠানটির নীতিগত অবস্থান প্রশংসিত হয়েছে। দুর্নীতির তাৎপর্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনুধাবন করে পিডিবিএফ-এর কর্ম পরিসরে অসদাচরণ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অর্থ/ তহবিল/সম্পদ আত্মসাৎ, অর্থপাচার, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ আহরণ, অভ্যাসগত দুর্নীতি পরায়ণতা, উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা, জালিয়াতি, যৌন হয়রানি, অসামাজিক কার্যকলাপ ও বিভিন্ন প্রকরণের নৈতিক স্খলন, ক্ষমতার অপব্যবহার, কর্তব্যে অবহেলা, ইন্টারনেটের অপব্যবহার ও সাইবার অপরাধ, এমনকি প্রতিষ্ঠানের সুনাম হানির মত ব্যত্যয়সূচক আচরণ ও তৎপরতা প্রতিরোধ ও এ সকল অপরাধে যথাযথ শাস্তি বিধানের জন্য কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের বিঘোষিত নীতির আলোকে প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচারের সংস্কৃতি লালনের বিষয়ে সম্প্রতি পিডিবিএফ সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে।

এ শাখার উদ্দেশ্যসমূহ:

দুর্নীতির তাৎপর্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনুধাবন করে পিডিবিএফ-এর কর্ম পরিসরে অসদাচরণ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অর্থ/ তহবিল/সম্পদ আত্মসাৎ, অর্থপাচার, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ আহরণ, অভ্যাসগত দুর্নীতি পরায়ণতা, উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা, জালিয়াতি, যৌন হয়রানি, অসামাজিক কার্যকলাপ ও বিভিন্ন প্রকরণের নৈতিক স্খলন, ক্ষমতার অপব্যবহার, কর্তব্যে অবহেলা, ইন্টারনেটের অপব্যবহার ও সাইবার অপরাধ, এমনকি প্রতিষ্ঠানের সুনাম হানির মত ব্যত্যয়সূচক আচরণ ও তৎপরতা প্রতিরোধ।

এ শাখার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীসমূহ:

আইন ও শৃঙ্খলা শাখা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে এ শাখাকে সক্রিয় রেখেছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আদালতে চলমান মামলার তথ্য:

মামলার ধরন	৩০ জুন ২০২৩ তারিখে মোট মামলার সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৪ তারিখে মামলার স্থিতি
কনটেম্পট	০৩			০৩
রীট পিটিশন	৩০	০২	০৩	৩১
সিভিল রিভিশন	০৩		০৩	০৬
ক্রিমিনাল রিভিশন	০৩		০১	০৪
ফৌজদারী আপীল (অর্থ)	০৪			০৪
ফৌজদারী মিস কেস	০১			০১
আপীল (সিপিএলএ/সিএমপি)	০৪	০১	০২	০৫
ফৌজদারী মামলা (সি.আর)	০২	০২		-

মামলার ধরন	৩০ জুন ২০২৩ তারিখে মোট মামলার সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৪ তারিখে মামলার স্থিতি
শ্রম আদালত (১ম, ২য়, ৩য়)	০৩			০৩
শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল	০১	০১		-
জজ কোর্ট (মানিস্যুট)	০৬			০৬
ভূমি আপীল বোর্ড	০১	০১		-
সর্বমোট	৬১	০৭	০৯	৬৩

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পিডিবিএফ-এর অভ্যন্তরীণ মামলার তথ্য:

মামলার ধরন	৩০ জুন ২০২৩ তারিখে মোট মামলার সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থবছরের নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৪ তারিখে মামলার স্থিতি
অভ্যন্তরীণ/বিভাগীয় মামলা	৫৪	৪৯	৬৬	৭১

৪.২.৩ সাধারণ সেবা শাখা:

সাধারণ সেবা শাখা পিডিবিএফ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ শাখার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়সহ সহায়ক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের সার্বক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে গতিশীলতা বজায় রাখা এ অনুশাখার অন্যতম কাজ।

এ শাখার উদ্দেশ্যসমূহ:

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের সেবা কার্যক্রম পরিচারনার জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী সম্পদ ও মালামাল ক্রয়, প্রস্তুত, সরবরাহ ও সংরক্ষণ করা।

ক্রয় ও সহায়ক সেবা শাখার কার্যক্রম:

সাধারণ সেবা শাখা ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত বাস্তবায়ন করছে:

- ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরী;
- মাঠ পর্যায়ের স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য মুলধনী বাজেটের প্রশাসনিক অনুমোদন;
- প্রধান কার্যালয়ের ভবন রক্ষণাবেক্ষণ ও সুসজ্জিতকরণ;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অফিস ভাড়া অনুমোদন;
- বিভিন্ন প্রকার সাইন বোর্ড, নোটিশ বোর্ড ও ব্যানার তৈরী;
- ডকুমেন্টারী তৈরী ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান;
- প্রদান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রণ সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ করা; যেমন: ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম, পাশ বই, হিসাব সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম, ক্যাশ বই, দৈনন্দিন আদায়-বিতরণ রেজিষ্টার, ডায়েরী, নোট বুক, ইত্যাদি;
- সকল প্রকার বিল পরিশোধ করা; যেমন: বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, মোবাইল, পত্রিকা, ইন্টারনেট, গাড়ী অপারেটিং ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মেরামত, সিকিউরিটি, ইত্যাদি;
- কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, এসি ও অন্যান্য মেরামত;
- টেলিফোন, পিএবিএক্স ও ইন্টারনেট সংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত;

- প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে চিঠিপত্র, ডকুমেন্ট আন্তঃআদান প্রদান করা;
- টেলিফোন অপারেটর ও সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ প্রদান;
- ষ্টোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মালামাল সরবরাহ করা; এবং
- ভবন পরিস্কার-পরিছন্ন রাখার জন্য ঝাড়ুদার/সুইপার এর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা।

এ শাখার কার্যক্রমের অগ্রগতি:

- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), প্রধান কার্যালয়ের বর্তমান ভবনটি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদ পর্যন্ত পূর্বতন ভাড়া অপেক্ষা কম ভাড়ায় চূক্তি চলমান;
- ঢাকা উপপরিচালকের কার্যালয় প্রধান কার্যালয়ের নীচ তলায় স্থানান্তর;
- জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের উচ্চ ভাড়া হ্রাস করে যৌক্তি পর্যায়ে ভাড়া নির্ধারণপূর্বক অফিস ভাড়া বরাদ্দ প্রদান;
- উপজেলা কার্যালয়গুলো পর্যায়ক্রমে সরকারি স্থাপনায় স্থানান্তর, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি নবায়ন ও অফিস স্থানান্তর বিষয়ে পরিপত্র জারি করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ;
- অকেজো ও বিনষ্ট মালামাল বিক্রয়ের মাধ্যমে ভবন পরিস্কার-পরিছন্ন করা;
- মাঠ পর্যায়ে আসবাবপত্রসহ অন্যান্য ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান;
- ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী কমিটি গঠন;
- গাড়ীচালকগণের বসার/বিশ্রামের জন্য কক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৩য় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য সাজ পোষাক প্রদান;
- মহিলা সহকর্মীদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- জ্বালানী ব্যয় সাশ্রয়ী নীতি অনুসরণ করা হয়েছে;
- অফিসের জীপ গাড়ি/যানবাহন যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে;
- শাখা কার্যালয় ও অঞ্চল পর্যায়ে মুদ্রণ সামগ্রী সরবরাহ করা;
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা;
- পিডিবিএফ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-৫/২০২৩ মুদ্রণ ও সরবরাহ করা; এবং
- প্রধান কার্যালয় ও অঞ্চল পর্যায়ের গাড়ি মেরামত করা।

৪.২.৪ আইটি ও ইনোভেশন শাখা:

পিডিবিএফ আইটি শাখা ২৭ টি অঞ্চলে মাঠ/অঞ্চল/প্রধান কার্যালয়ে বর্তমান সফটওয়্যার ব্যবহারকারীদের রির্পোট প্রদানসহ পিডিবিএফ-এর বিভিন্ন ঋণ/সঞ্চয়-এর তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও তথ্য সংরক্ষণের কাজ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে প্রতি মাসে প্রতিটি সমিতি/সদস্যের হালনাগাদ তথ্যসহ ঋণ ও সঞ্চয় স্থিতি সমেত কম্পিউটার প্রিন্টেড আদায়সীট মাঠ সংগঠকদের হাতে পৌঁছে দেয়া। পাশাপাশি বর্তমান সফটওয়্যার ব্যবহারকারীদের চাহিদার ভিত্তিতে পূর্নবিন্যাস করা সহ মাঠ/অঞ্চল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা। বর্তমান সফটওয়্যার ব্যবহারকারীদের চাহিদার ভিত্তিতে পূনর্বিন্যাসকৃত সফটওয়্যার এর উপর অঞ্চল ও ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিভিন্ন সময়ে আওতাধান সকল অঞ্চল, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে পিডিবিএফ-এর সভা কক্ষে থেকেই জুম মিটিং এ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ কারণে পিডিবিএফ, প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা পরিচালনা কিংবা অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে সভাকক্ষে আধুনিক সরঞ্জাম সম ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

সরকারের নির্দেশনার আলোকে বিভিন্ন দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ই-সেবা, ডি-নথি, ই-মেইল, ডিজিটাল ফাইল শেয়ারিং, জুম মিটিং প্লাটফর্ম ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অনলাইন সেবাসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আধুনিক, যুগপোযোগী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার, ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সংখ্যা বিবেচনায় ১০০ mbps ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে।

পিডিবিএফ তথ্য প্রযুক্তি শাখা চলতি অর্থবছরে মাঠের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি নানাবিধ কার্য সম্পাদন করেছে। ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম স্থাপনের পর এ শাখা বিগত অর্থবছরের শেষ তিন মাসে জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ২৫টি মিটিং/কর্মশালা আয়োজন করেছে। এছাড়াও, ডি-নথির কার্যক্রম বেগবান করার জন্য কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। একটি আধুনিক ও ডিজিটাল পিডিবিএফ বিনির্মাণে তথ্য প্রযুক্তি শাখা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক অটোমেশনের জন্য নির্মাণাধীন Integrated Digital Service Delivery Platform-এ Online based software (ERP) প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করছে। সফটওয়্যারটি বাস্তবায়িত হলে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা যায়।

আইটি শাখার বর্তমান কার্যাবলী:

১। **সফটওয়্যার পরিচালনা:** পিডিবিএফ-এর নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে নির্মিত ফক্সপ্রো ভিত্তিক অফলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে ঋণ, সঞ্চয় ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা, উক্ত সফটওয়্যারের রক্ষণাবেক্ষণ ও ডাটা প্রসেসিং;

২। **পে-রোল সিস্টেম পরিচালনা:** ডট নেট সফটওয়্যারের মাধ্যমে কর্মীদের বেতন-ভাতা ও চূড়ান্ত পাওনা সংক্রান্ত হিসাব ব্যবস্থাপনা;

৩। **বায়োমেট্রিক হাজিরা:** প্রধান কার্যালয়ের ফেইস রিকগনিশন বেজ্ড বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থাপনা;

৪। **সিসি টিভি:** প্রধান কার্যালয়ের ক্লোজ্ড সার্কিট ক্যামেরা সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ;

৫। **ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট:** প্রধান কার্যালয়ের ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা;

৬। **আইটি সাপোর্ট:** প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের আইটি যন্ত্রাংশের রক্ষণাবেক্ষণ ও ট্রাবলস্যুটিং;

৭। **ডি-নথি ব্যবস্থাপনা:** ই-নথি সিস্টেম-এর ব্যবস্থাপনা;

৮। **ভিডিও কনফারেন্স:** অন্যান্য দপ্তরের সাথে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন ও পরিচালনা;

৯। **ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা:** পিডিবিএফ-এর ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা; এবং

১০। **সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনা:** পিডিবিএফ এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ নিয়মিত হালনাগাদকরণ।

বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহ:

২০০৪ সাল থেকে অফলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে পিডিবিএফ-এর নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে;

১। জেনারেল লেজার (GL), ২। ক্ষুদ্র ঋণ (PMIS), ৩। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ (SELP), ৪। নারী উদ্যোক্তা ঋণ (WEL), ৫। সাধারণ সঞ্চয় (GS), ৬। সোনালী সঞ্চয় (SSS), ৭। লাখপতি সঞ্চয় (LSS), ৮। নবজাতক সঞ্চয় (NBS), ৯। বেতনভাতা বেনিফিট ও সিপিএফ/মোটরসাইকেল ঋণ। বর্তমানে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে online/on time প্রতিটি আর্থিক Transaction Authentication/Movement tracking সহ mobile messaging এর মত সুযোগ রয়েছে। আগামীতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে তথ্য প্রযুক্তির সমন্বিত পরিকাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি ঋণ ও সঞ্চয়ের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে পিডিবিএফ উদ্ভাবনশীল উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম হবে।

ভবিষ্যৎ করণীয়:

তথ্য ব্যবস্থাপনাকে সুদূরপ্রসারী অর্জনযোগ্য পরিকল্পনা নিয়ে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিডিবিএফ নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করতে পারে:

- ব্যাংকিং সফটওয়ার তৈরী করেছে এমন কোন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোম্পানীর সাথে চুক্তি অনুযায়ী পিডিবিএফ সোর্স কোডসহ Exclusive customize software ক্রয় করতে পারে, যাতে পিডিবিএফ-এর প্রোগ্রামারগণ কোম্পানীর Software development team-এর সাথে Software design and development-এর কাজে অংশ গ্রহণ করবে। পিডিবিএফ-এর বর্তমান সফটওয়ারের সুবিধা সম্বলিত উন্নত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে সমন্বয় করে তৈরীকৃত সফটওয়ার একাধিক কার্যালয়ে pilot হিসাবে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালিত হবে। এর সফলতার উপর ভিত্তি করে পিডিবিএফ চুক্তি অনুযায়ী সোর্স কোডসহ সফটওয়ার বুঝে নিবে;
- মন্ত্রণালয় কতৃক গৃহীত উদ্যোগে তৈরীকৃত সফটওয়ার পিডিবিএফ-এর চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হলে তা পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়নপূর্বক-এর সফলতার উপর ভিত্তি করে সকল উপজেলায় চালুকরণ;
- পিডিবিএফ-এর বর্তমানে ব্যবহৃত সফটওয়ারের সাথে ব্যাংকিং আদলে পরিচালিত সফটওয়ারের সমন্বয়পূর্বক customize করে ক্রয় করতে পারে; এবং
- পিডিবিএফ-এর যে সকল কার্যক্রম বর্তমান সফটওয়ারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তা একত্রে পাওয়া না গেলে আলাদা আলাদা ভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ চাহিদা অনুযায়ী ক্রয় করে ব্যবহার করতে পারে।

উদ্ভাবন (Innovation)

কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন সংহতকরণে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। পল্লীর দরিদ্র্য মানুষের মাঝে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিডিবিএফ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন চর্চা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

পিডিবিএফ কর্তৃক উদ্ভাবনকৃত সেবাসমূহ:

বিগত অর্থবছরে পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম সমূহ নিম্নরূপ:

- গুগল সীট ব্যবহার করে সারা দেশের প্রতিটি উপজেলা ও জেলা কার্যালয়ের প্রতিদিনের ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং তাৎক্ষণিক তথ্য সমন্বিতকরণ ও বিশ্লেষণপূর্বক দিকনির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে;
- গুগল শীট ব্যবহার করে ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত মাঠ কর্মী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের কার্যক্রম তদারকী করা সম্ভব হচ্ছে; এবং
- Anydesk App ব্যবহার করে প্রধান কার্যালয় হতে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ব্যবহৃত কম্পিউটারের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে।

উদ্ভাবন কার্যক্রম সংক্রান্ত ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

- দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভবনা সমূহের ব্যবহার সম্পর্কিত কর্মকৌশল প্রণয়নে সমীক্ষা পরিচালনা;
- পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ;

- পল্লী অঞ্চলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী আয়-উৎসারী (IGA) কার্যক্রম বাছাইকরণ এবং সংশ্লিষ্ট আইজিএ ভিত্তিক ঋণ বিতরণ;
- Data সংরক্ষণ ও Data Driven Public Policy/Decision এর চর্চা সূচনাকরণ;
- উপযুক্ত কর্মকর্তাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের Frontier Technology সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- উপযুক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে 4IR ও Data Science Team গঠন।

৪.৩ মাঠ পরিচালন বিভাগ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা-৫/২০২৩-এ পিডিবিএফ-এর সংগঠন ও সরঞ্জাম সন্নিবেশিত হয়েছে। নতুন প্রবর্তিত সংগঠন ও সরঞ্জাম অনুযায়ী পরিচালক, মাঠ পরিচালন-এর তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র ঋণ ও কৃষি ঋণ এবং সঞ্চয় কর্মসূচি; ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তা ঋণ এবং সঞ্চয় কর্মসূচি; কোভিড ঋণ ও সঞ্চয় কর্মসূচি এবং পিডিবিএফ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রত্যেক কর্মসূচির জন্য একজন যুগ্মপরিচালক কর্মসূচি প্রধান হিসেবে এবং প্রতিটি অঞ্চলে একজন উপপরিচালক আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

পিডিবিএফ পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন ও সক্ষম করে তোলা, উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সুফলভোগীদের বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পের আঙ্গিকে পুঁজি গঠন এবং ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সুবিধা বলয়ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমতা বিধানে এ প্রতিষ্ঠানের নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। পিডিবিএফ ২০০০ সালে ১৭ জেলার ১৩৯ উপজেলায় ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ২.৯৩ লক্ষ সুফলভোগী সদস্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে দেশব্যাপী ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় ৪০৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ৩৩.৮৩ লক্ষ সুফলভোগীকে পরিসেবা প্রদান করে। পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণের ৯৭ শতাংশই নারী। সারা দেশে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে *"পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ-২য় পর্যায়"* প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ১৩৫টি উপজেলায় পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম বিস্তৃত করা হবে। ফলে পিডিবিএফ দেশের ৬৪ জেলার ৪৯২টি উপজেলায় দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

পিডিবিএফ-এর মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের ঋণ সহায়তা, বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্প বাস্তবায়ন, ঋণ আদায় ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ মূলত মাঠ পরিচালন বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই বিভাগ তৃণমূল পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

মাঠ পরিচালন বিভাগের লক্ষ্য ও কর্ম কৌশল:

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য পল্লী এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং নারী-পুরুষের সমতা বিকাশ সাধন করা। এ লক্ষ্যকে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার জন্য মাঠ পরিচালন বিভাগ নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

- পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা;
- সাপ্তাহিক ও মাসভিত্তিক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নব সম্পদ সৃজনে সহায়তা করা;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- সংগঠিত জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়ে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;
- সুফলভোগীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করা;
- আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করা;
- উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা ও নারী-উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা; এবং
- ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সদস্যদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

মাঠ পরিচালন বিভাগের কর্যক্রম:

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম গ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর করার জন্য দেশের ৫৫টি জেলার ৩৫৭ উপজেলায় ৪০৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই বিভাগের সুনির্দিষ্ট কার্যসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- সংহতি দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিনির্মাণ;
- নতুন নতুন ধারণার ভিত্তিতে গৃহীত সঞ্চয় পরিকল্পসমূহ বাস্তবায়ন;
- আর্থিক সক্ষমতা ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সপ্তাহভিত্তিতে পরিশোধযোগ্য ক্ষুদ্র ঋণ পরিসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ক্ষুদ্র ঋণের বিকশিত নারী উদ্যোক্তাদের অপেক্ষাকৃত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান;
- স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের চলতি মূলধন আকারে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন; এবং
- কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

এই বিভাগের মূল কার্যক্রম:

- সঞ্চয়ের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যদের পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে গৃহীত সঞ্চয় পরিকল্পসমূহ:

  ১) সাধারণ সঞ্চয় স্কীম ২) সোনালী সঞ্চয় স্কীম ৩) মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম
  ৪) লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম ৫) নবজাতক সঞ্চয় স্কীম ৬) নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম
  ৭) কোভিড সাধারণ সঞ্চয় স্কীম ৮) নবসম্পদ সঞ্চয় স্কীম ৯) সুরক্ষা সঞ্চয় স্কীম

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারণ ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন:

  ১) ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ২) নারী উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি
  ৩) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি ৪) কোভিড প্রণোদন ঋণ কর্মসূচি এবং
  ৫) কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচি

সংহতি দল ও সমিতি ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিনির্মাণ:

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দল ও সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা প্রদান করছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় এ যাবৎ ৫০,৭৮৮টি সমিতির মাধ্যমে ৩১,২৬,২২৪ জন সুফলভোগী পরিবারের ১ কোটি ৫০ লক্ষাধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী পিডিবিএফ-এর পরিসেবা গ্রহণ করেছে।

পিডিবিএফ এর সমিতি গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সঞ্চয় পরিকল্প বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমসহ সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় এ প্রতিষ্ঠানের 'ঋণ পরিচালন নীতিমালা'র ভিত্তিতে। দল ও সমিতির মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নীতিমালার উল্লেখযোগ্য দিক নিম্নরূপ-

সদস্য বাছাই ও অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া: পিডিবিএফ-এর কর্ম এলাকার পল্লী অঞ্চলের সর্বোচ্চ ১ একর জমির মালিক ও মাসিক সর্বোচ্চ ৬,০০০/- টাকা আয় এমন ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সী কর্মক্ষম নারী বা পুরুষ পিডিবিএফ-এর আলাদা আলাদা সমিতির সদস্য হতে পারেন। পিডিবিএফ-এর মাঠ কর্মী অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর বাড়িতে গিয়ে নির্দিষ্ট জরিপ ছক পূরণ করে সদস্য সংগ্রহ করেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্যক্রমের আওতায় ১,০১,০৬১ জন নতুন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এ পরিসেবায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুরু থেকে এ যাবৎ ৩১,২৬,২২৪ জন সুফলভোগীকে এ পরিসেবায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার ৯৭ শতাংই নারী।

পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় সমিতির মাধ্যমে উপকারভোগীকে সংগঠিত করে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতি বছর নতুন নতুন সমিতির মাধ্যমে নতুন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দল গঠন প্রক্রিয়া: প্রতি ৫ জন সদস্য মিলে একটি সংহতি দল গঠিত হয়। দলের একজন নেতা থাকেন। দলের নেতা দলীয় সদস্যদের শৃঙ্খলাসহ যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয় করেন। দলনেতা সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে দলনেতা পরিবর্তিত হয়। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে পিডিবিএফ দল সংখ্যা ২,৩৪,৬৭৩ টি।

সমিতি গঠন প্রক্রিয়া: ৩-৮টি সংহতি দল নিয়ে একটি সমিতি গঠিত হয়। প্রতিটি সমিতির একজন করে সভাপতি থাকেন। সভাপতি সংহতি দলের নেতাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক বছর সভাপতি পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত হন। সভাপতি সমিতির নেতা। তিনি সমিতির সংহতি দলগুলোর সমন্বয় সাধন করেন এবং সমিতির পক্ষে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণের সমিতির সংখ্যা ৩১,৯০০ টি এবং ক্রমপুঞ্জিত সমিতি গঠন সংখ্যা ৫০,৭৮৮টি।

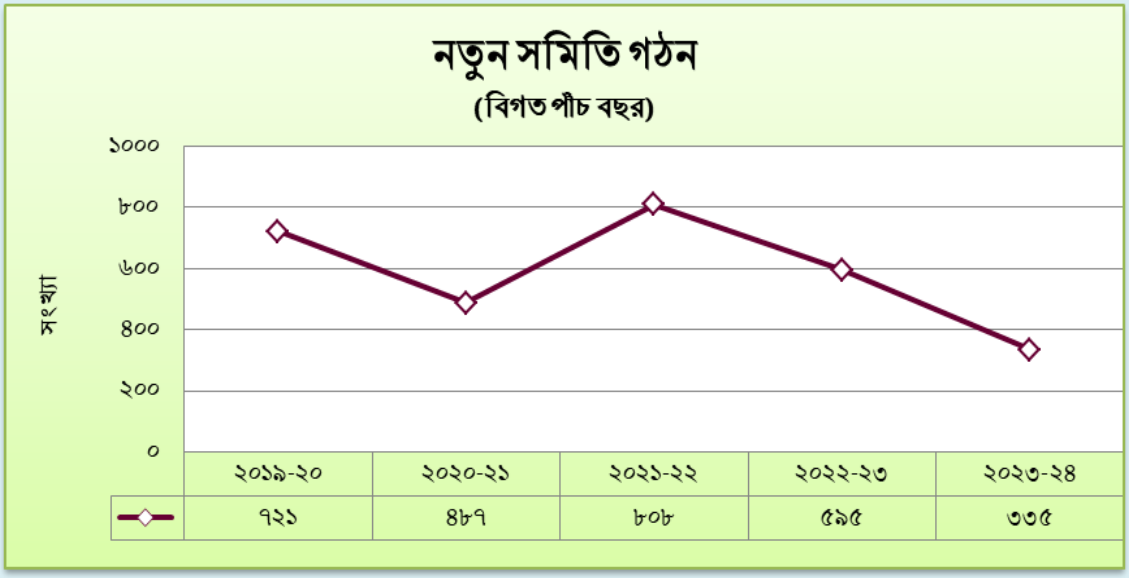

সমিতির সাপ্তাহিক সভা: সকল সমিতিতে প্রতি সপ্তাহে এক দিন সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সাপ্তাহিক সভা সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট বারে, স্থানে ও সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন। সাপ্তাহিক সভায় একটি গুরত্বপূর্ণ দিক হলো প্রতি সভায় একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনাকে প্রশিক্ষণ ফোরাম বলা হয়। এই প্রশিক্ষণ ফোরামের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিক্ষা, পুষ্টি, জেন্ডার, নারী উন্নয়ন, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি। সাপ্তাহিক সভার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজগুলো মধ্যে ঋণের চাহিদা গ্রহণ, ঋণের কিস্তি আদায়, সঞ্চয় আদায় ইত্যাদি।

সমিতির সাপ্তাহিক সভা

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর সমিতির সাপ্তাহিক সভা

নবসম্পদ সৃজনের লক্ষ্যে গৃহীত সঞ্চয় পরিকল্পসমূহ বাস্তবায়ন:

সুফলভোগীদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা, পুঁজি গঠনের জন্য পিডিবিএফ-এর কয়েক ধরনের সঞ্চয় কার্যক্রম চালু রয়েছে। যেমন- সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয় স্কীম (এসএসএস), মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম (এফডিএস), লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম (এলএসএস), নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম (এনএসএস), নবজাতক সঞ্চয় স্কীম (এনবিএসএস), নবসম্পদ সৃজন ও সদস্য সুরক্ষা সঞ্চয়। সুফলভোগী সদস্যরা এই সকল সঞ্চয় জমার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ পুঁজি গঠন করে ঘরবাড়ি নির্মাণ, ছেলে মেয়ের বিবাহ, লেখাপড়ার খরচ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি করে থাকে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত পিডিবিএফ এ সুফলভোগীদের সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৩২৩ কোটি টাকা ।

সাধারণ সঞ্চয়: সাধারণ সঞ্চয় স্কীম-এর আওতায় সমিতির সুফলভোগী সদস্যরা সমিতির সাপ্তাহিক সভায় ঋণের কিস্তির সাথে বা কিস্তি বাদে এই সঞ্চয় জমা করে থাকেন। ঋণ গ্রহণ করতে হলে সাধারণ সঞ্চয় বা সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করা আবশ্যক । নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমার ফলে সুফলভোগীদের পুঁজি গঠন সহজতর হয়।

সোনালী সঞ্চয় স্কীম: সোনালী সঞ্চয় স্কীম-এর আওতায় পিডিবিএফ-এর সুফলভোগী সদস্য ও স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী মাসিক কিস্তি ১০০, ২০০, ৩০০, ৪০০, ৫০০ এই ভাবে ১০০এর গুণিতক হারে যত খুশি ৩, ৫, ৮, ১০ বছর মেয়াদী একাধিক হিসাব খুলতে পারবেন। এই স্কীমের অধীন ৩-বছরে ৫.৫০%, ৫-বছরে ৬.১০%, ৮ বছরের জন্য ৬.৪০% ও ১০ বছরে ৬.৭০% হারে মুনাফা প্রযোজ্য হবে। নিয়মিতভাবে মাসিক ১০০ টাকা সঞ্চয় জমা করলে শেষ কিস্তি জমা দেওয়ার একমাস পর আসল ও মুনাফাসহ প্রদেয় টাকার অংক নীচের ছকে দেখানো হলো।

মাসিক কিস্তির পরিমাণ	৩-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়	৫-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়	৮-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়	১০-বছর মেয়াদে মোট প্রদেয়
১০০/-	৩,৯০০/-	৭,০০০/-	১২,৫০০/-	১৭,০০০/-

মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম: মেয়াদী সঞ্চয় স্কীম-এর আওতায় পিডিবিএফ-এর সুফলভোগী সদস্য ও স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী এককালীন সর্বনিম্ন ৩০০০/- এবং সর্বোচ্চ ১০০০-এর গুণিতক অংকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১-বছর থেকে ১০-বছর মেয়াদী একাধিক হিসাব খুলতে পারবেন। তবে, ৫.০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার বেশী অংকের হিসাব খোলার জন্য পরিচালক, মাঠ পরিচালন-এর অনুমোদন নিতে হবে। এই স্কীমের অধীনে ১ বছর মেয়াদে ৫.০০%, ২ বছর মেয়াদে ৫.২৫%, ৩ বছর মেয়াদে ৫.৫০%, ৪ বছর মেয়াদে ৫.৭৫%, ৫ বছর মেয়াদে ৬.০০%, ৬ বছর মেয়াদে ৬.২৫%, ৭ বছর মেয়াদে ৬.৫০% এবং ১০ বছর মেয়াদে ৭.৫% হারে মুনাফা প্রযোজ্য হবে। আমানতের পরিমাণ ১০০০ টাকা ধরে মেয়াদ পূর্তিতে আসল ও মুনাফাসহ প্রদেয় টাকার অংক নীচের ছকে দেখানো হলো।

আমানতের পরিমাণ	বিবরণ	মেয়াদ							
		১-বছর	২-বছর	৩-বছর	৪-বছর	৫-বছর	৬-বছর	৭-বছর	১০-বছর
১,০০০	আসল	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০	১,০০০
	মুনাফা	৫০	১০৫	১৬৫	২৩০	৩০০	৩৭৫	৪৫৫	৭৫০
	মোট প্রদেয়	১,০৫০	১,১০৫	১,১৬৫	১,২৩০	১,৩০০	১,৩৭৫	১,৪৫৫	১,৭৫০

*আমানতের পরিমাণ ১,০০০ টাকার আনুপাতিক হারে প্রদেয় টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম: লক্ষ টাকা সঞ্চয় স্কীম-এর আওতায় একজন আমানতকারী ৩-বছর থেকে ১০-বছর মেয়াদে বিভিন্ন হারে কিস্তি প্রদানের মাধ্যমে ১,০০,০০০ টাকা প্রাপ্য হবেন। একজন আমানতকারী বিভিন্ন মেয়াদে একাধিক হিসাব খুলতে পারবেন। নিয়মিত মাসিক সঞ্চয় জমা করলে শেষ কিস্তি জমা দেওয়ার পরবর্তী মাসের শেষ তারিখে আসল ও মুনাফাসহ প্রদেয় টাকার অংক নীচের ছকে দেখানো হলো।

মেয়াদ (বছর)	মাসিক কিস্তির পরিমাণ	মোট প্রদেয়		মেয়াদ (বছর)	মাসিক কিস্তির পরিমাণ	মোট প্রদেয়
৩	২,৬০০	১,০০,০০০		৭	১০০০	১,০০,০০০
৪	১,৯০০	১,০০,০০০		৮	৮৫০	১,০০,০০০
৫	১,৪৭৫	১,০০,০০০		৯	৭০০	১,০০,০০০
৬	১,২০০	১,০০,০০০		১০	৬০০	১,০০,০০০

নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম: সদস্যদের অধিকতর সঞ্চয়মুখী করে গড়ে তোলার জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন-১৯৯৯ সনের ২৩নং এর ১৫(২)(খ) ধারার আলোকে সপ্তাহ মাস ভিত্তিতে সঞ্চয় জমা করে মুনাফা প্রদানের পাশাপাশি সঞ্চয়কালীন মৃত্যুঝুঁকি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে "নিরাপত্তা সঞ্চয় স্কীম (এনএসএস)" নামে একটি নতুন কর্মসূচি রয়েছে। হিসাবের মেয়াদ ৫-বছর। অনুর্ধ্ব ৫০ বছরের সদস্য/উদ্যোক্তা/কর্মী এই হিসাব খুলতে পারবেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি এই হিসাব খুলতে পারবেন না। সপ্তাহে সর্বনিম্ন ২৫ টাকা অথবা মাসে ২০০ টাকা বা এর গুণিতক হারে সঞ্চয় জমা করতে পারবেন। নিয়মিতভাবে স্কীমের ৫-বছর মেয়াদকালে (৬০-মাস/২৪০-সপ্তাহ) সঞ্চয় জমা করলে জমাকৃত আসল এবং ৫% হারে মুনাফা প্রাপ্য হবেন। **মেয়াদ পূর্তির পূর্বে কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে মৃতের উত্তরাধিকারী জমাকৃত আসল টাকার ৩-গুণ পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হবেন।**

নবজাতক সঞ্চয় স্কীম: এই স্কীমের আওতায় পিডিবিএফ-এর সুফলভোগী সদস্যের নবজাতক সন্তানদের জন্য ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে এই হিসাব খুলতে পারবেন। হিসাবের মেয়াদ হবে ১২-বছর। শিশুর জন্মের প্রথম দিন থেকে ৫ বছরের মধ্যে এই হিসাব খোলা যাবে। প্রতিটি স্কীমের জন্য মাসে ২০০/- টাকা হতে ১,০০০/- টাকা পর্যন্ত জমা করতে পারেন। মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে যে কোন সময়/দিন/সাপ্তাহিক সভায় এই সঞ্চয় জমা করা যাবে। একজন শিশুর নামে সর্বোচ্চ ১ (এক)টি হিসাব খোলা যাবে এবং একটি পরিবারে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) জন শিশুর জন্য নবজাতক সঞ্চয় স্কীম হিসাব খোলা যাবে। যে মাসে হিসাব খোলা হবে মেয়াদান্তে সেই মাসের শেষ তারিখে পিডিবিএফ-এর অংশসহ জমাকৃত অর্থ ফেরতযোগ্য হবে। সঞ্চয়কারীকে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের জন্য আবেদন করতে হবে। সঞ্চয়কারী ইচ্ছা করলে যে কোন সময় আবেদন করে হিসাব বন্ধ করতে পারবেন। ৩ বছরের পূর্বে কোন হিসাব বন্ধ করা হলে কোন লভ্যাংশ প্রাপ্য হবেন না। নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে ২০০/- টাকা হারে সঞ্চয় জমা করা হলে মেয়াদান্তে ১২-বছর আসল ২৮,৮০০/- এবং পিডিবিএফ কর্তৃক প্রদেয় ২৮,৮০০/- টাকা সর্বমোট ৫৭,৬০০/- টাকা প্রাপ্য হবেন। তিন বছর পর ও মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করা হলে এবং অনিয়মিত হিসাবের ক্ষেত্রে মাসে ২০০/- টাকা জমার বিপরীতে ৫% হারে মুনাফা এবং জমাকৃত আসল প্রাপ্য হবেন। ৪র্থ বছর থেকে প্রাপ্য মুনাফার পরিমাণ-

৪র্থ বছর	৫ম বছর	৬ষ্ঠ বছর	৭ম বছর	৮ম বছর	৯ম বছর	১০ম বছর	১১তম বছর	১২তম বছর		অনিয়মিত মেয়াদপূর্তিতে
৫৪০	৯৬০	১,৫০০	২,১৬০	২,৯৪০	৩,৮৪০	৪,৮৬০	৬,০০০	৭,২৬০		৮,৬৪০

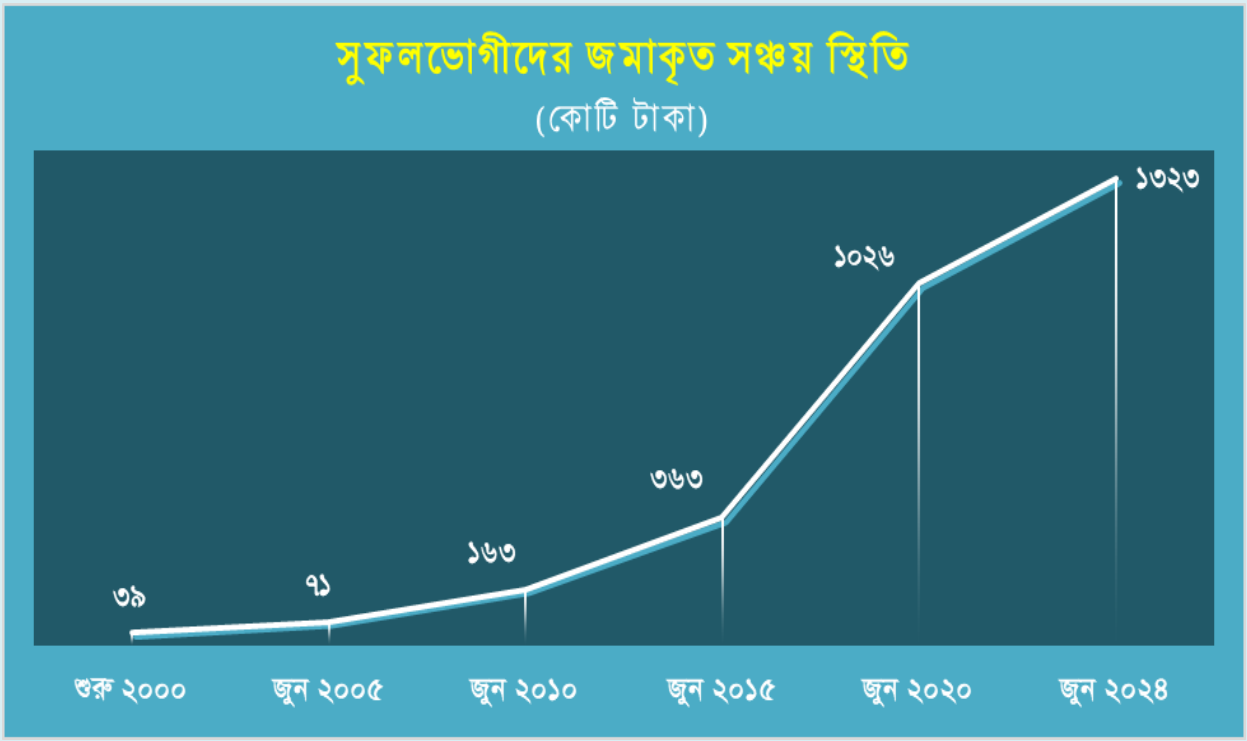

ঋণ পরিসেবাসমূহ:

নবজীবিকা অন্বেষণে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান:

পিডিবিএফ পল্লীর দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নবজীবিকা সৃজনের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ঋণ পরিসেবা দিয়ে থাকে। সুফলভোগী সদস্যের ঋণের প্রয়োজন হলে তিনি সমিতির সাপ্তাহিক সভায় নির্দিষ্ট 'ঋণের আবেদন' ফরমে ঋণের চাহিদা পেশ করেন। সমিতির সভানেত্রীর মাধ্যমে সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ ঋণের আবেদনের যৌক্তিকতা যাচাইপূর্বক পিডিবিএফ দায়িত্বপ্রাপ্ত সমিতির সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মীর নিকট ঋণের জন্য সুপারিশ করলে মাঠ কর্মী ঋণের আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ অনুশাখা কার্যালয়ের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার নিকট ঋণ অনুমোদনের সুপারিশসহ উপস্থাপন করেন। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা ঋণের আবেদন যাচাইপূর্বক ঋণ অনুমোদন ও বিতরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় সুফলভোগী সদস্যদের কার্যক্রম

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রতিষ্ঠান পল্লীর দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড ও ক্ষুদ্র ঋণ পরিসেবা অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৯৫১.৪৭ কোটি টাকা। পিডিবিএফ শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তার পরিমাণ ১৬,১৮৭.২৩ কোটি টাকা, যার ক্রমপুঞ্জিত আদায় হার ৯৮% ।

উল্লেখ্য, **পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পরিসেবা গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ নারী**। এই সেবা কার্যক্রমের ফলে পিডিবিএফ-এর কর্মএলাকায় পল্লীর দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নবজীবিকা সৃজনের ব্যাপক পরিবর্তন দৃশ্যমান। নবকর্ম সৃজনে ঋণ গ্রহীতা নিজে, তার স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যাসহ নিকটজনের উদ্দীপ্ত ভূমিকা পালন করছে।

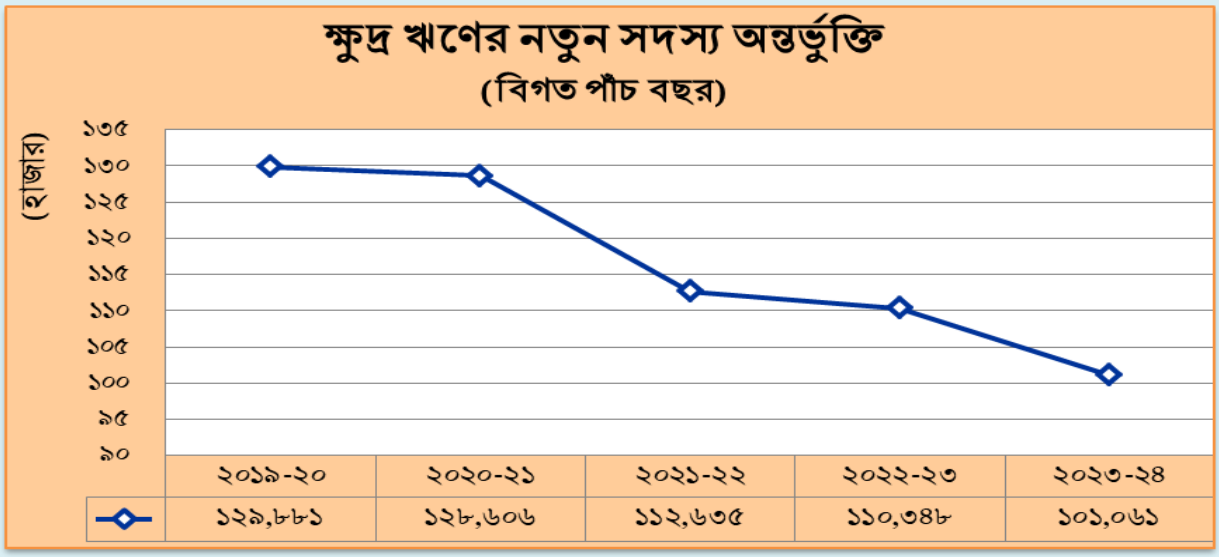

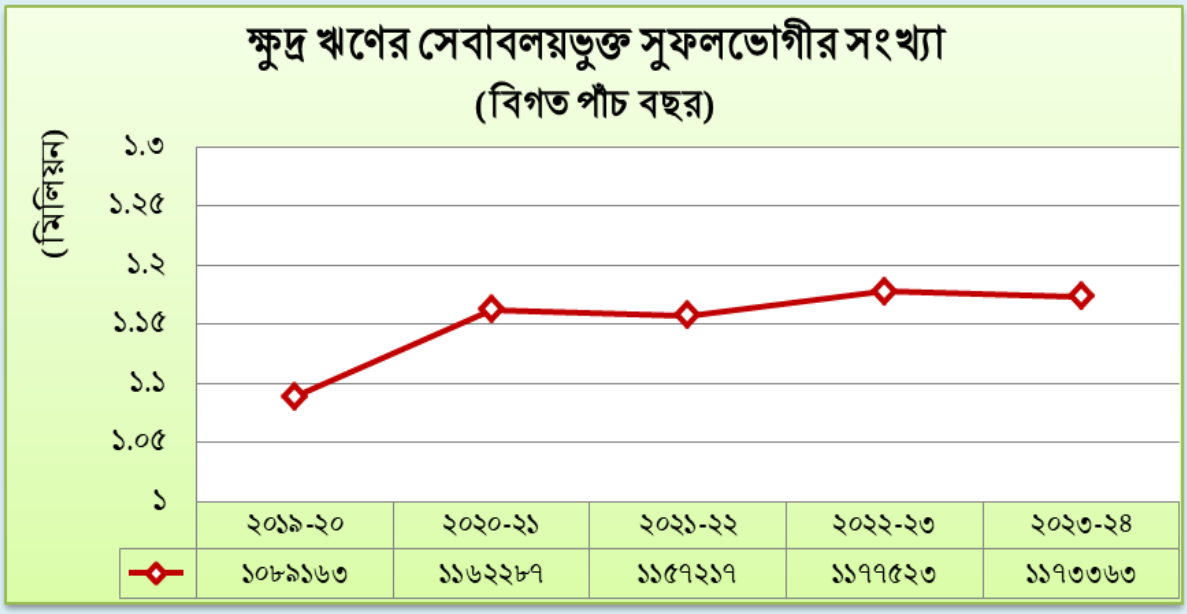
ক্ষুদ্র ঋণের সেবাবলয়ভুক্ত সুফলভোগীর সংখ্যা
(বিগত পাঁচ বছর)
(মিলিয়ন)
১.৩
১.২৫
১.২
১.১৫
১.১
১.০৫
১
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪
১০৮৯১৬৩ ১১৬২২৮৭ ১১৫৭২১৭ ১১৭৭৫২৩ ১১৭৩৩৬৩

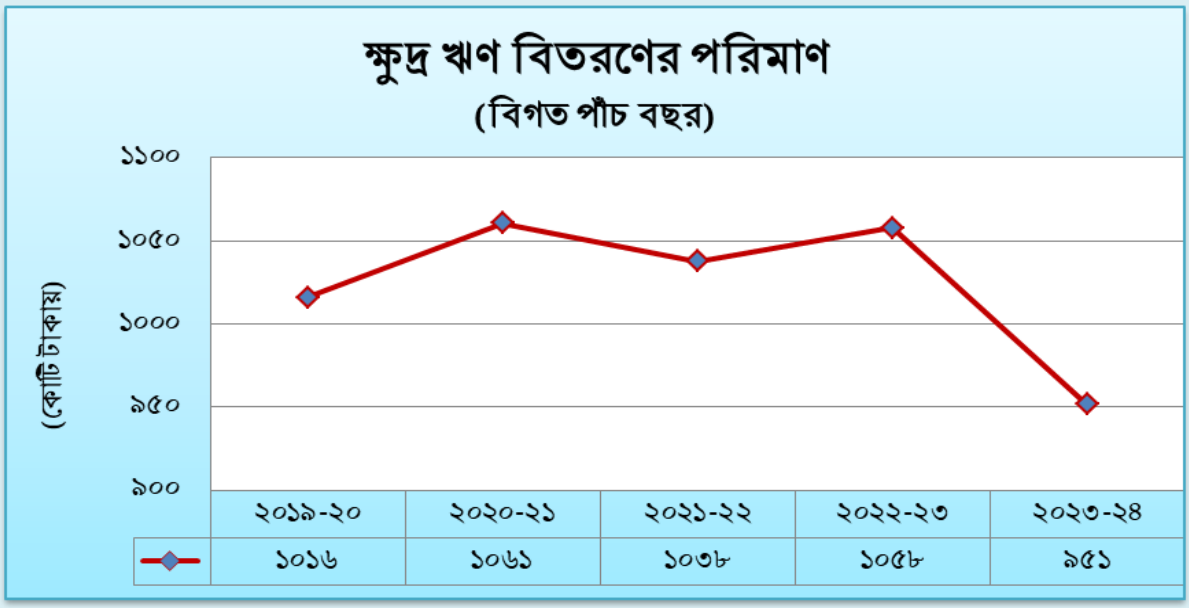
ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ
(বিগত পাঁচ বছর)
(কোটি টাকায়)
১১০০
১০৫০
১০০০
৯৫০
৯০০
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪
১০১৬ ১০৬১ ১০৩৮ ১০৫৮ ৯৫১

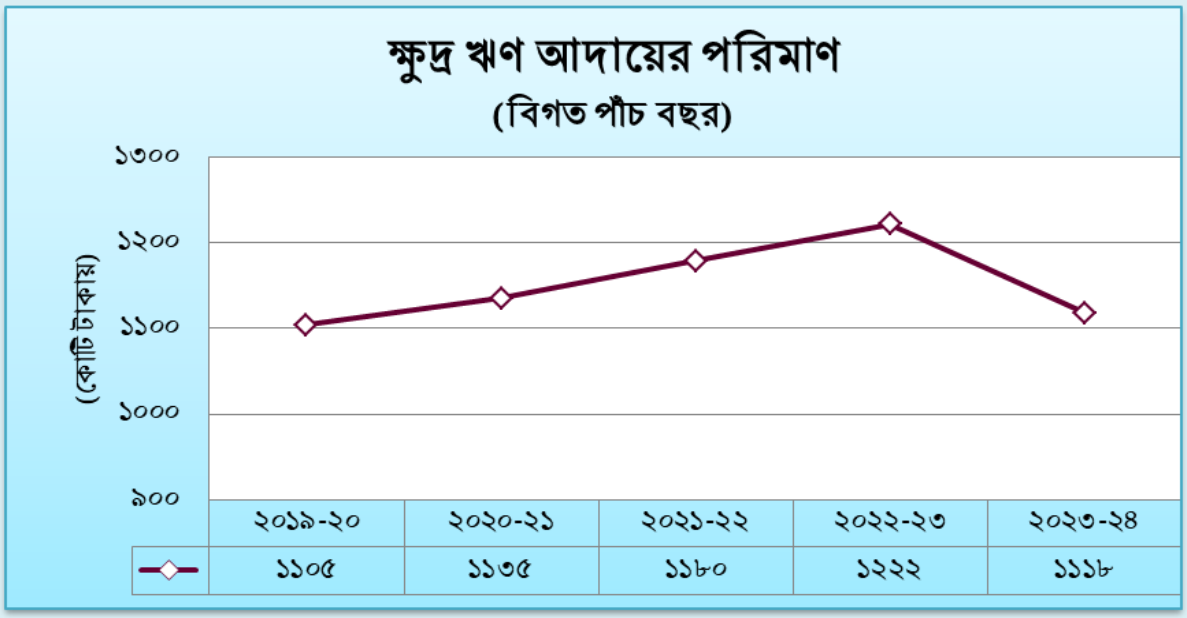
ক্ষুদ্র ঋণ আদায়ের পরিমাণ
(বিগত পাঁচ বছর)
(কোটি টাকায়)
১৩০০
১২০০
১১০০
১০০০
৯০০
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪
১১০৫ ১১৩৫ ১১৮০ ১২২২ ১১১৮

নারী উদ্যোক্তা ঋণ পরিসেবা প্রদানঃ

নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা বিধান পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত পিডিবিএফ নারী সুফলভোগী সদস্যদের বহুমাত্রিক আয় উৎসারী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নবজীবিকা সৃজনে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণের বিকশিত নারী উদ্যোক্তাদেরকে "নারী উদ্যোক্তা ঋণ" পরিসেবা প্রদান করে থাকে। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে এই পরিসেবা বলয়ভুক্ত নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা ৪৭,৮৯৪ জন এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৩১৭.৫৮ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, পিডিবিএফ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নারী উদ্যোক্তা ঋণের পরিসেবা শুরু করে এ যাবৎ ১০৪,৩২৩ জন নারী উদ্যোক্তাকে পিডিবিএফ-এর পরিসেবার আওতায় এনেছে এবং ক্রমপুঞ্জিত ১,৫৪৮.৩৩ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে।

পিডিবিএফ পাবনা অঞ্চলাধীন পাবনা সদর কার্যালয়ের নারী উদ্যোক্তা জনাব মোছাঃ হোসনেয়ারা আরজু

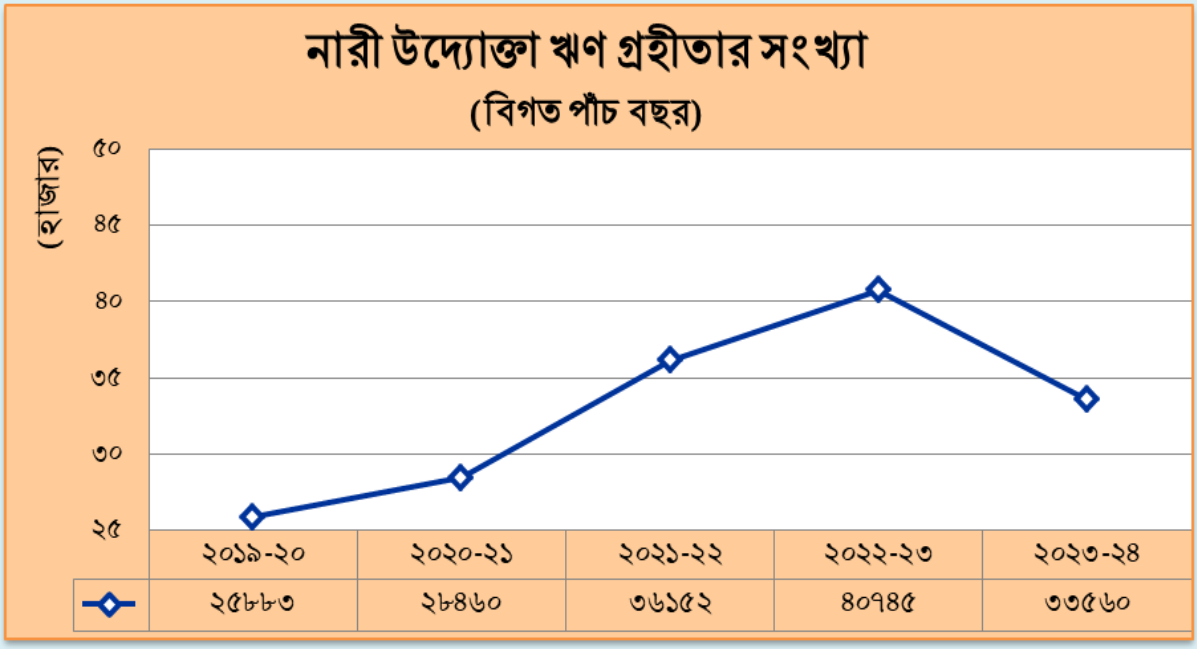

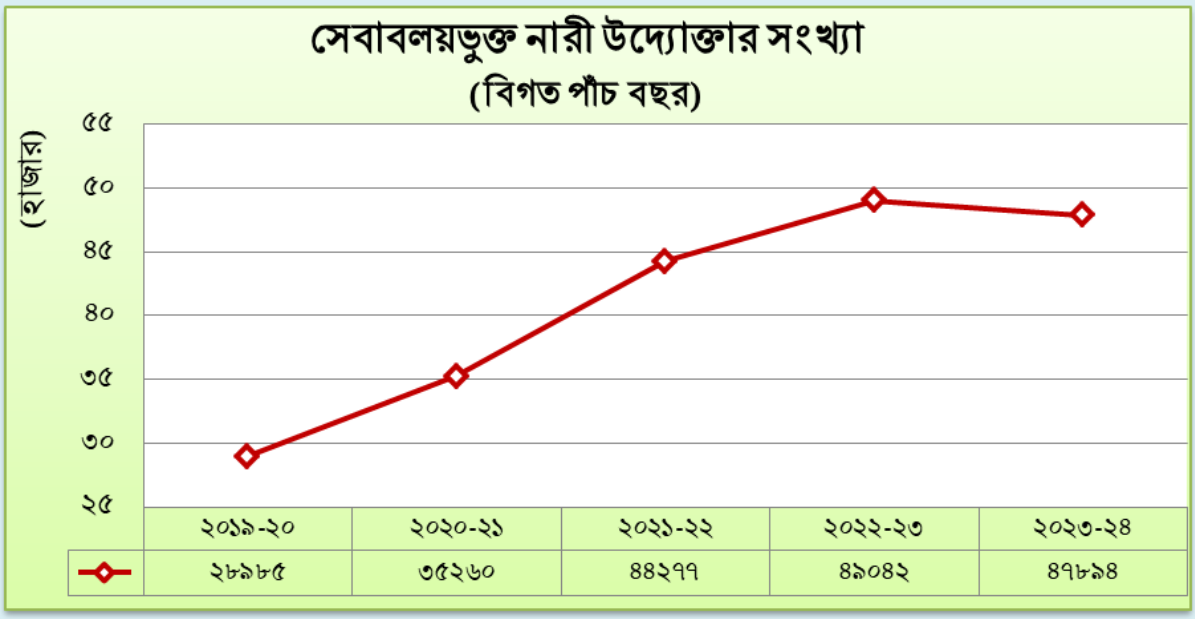
সেবাবলয়ভুক্ত নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা
(বিগত পাঁচ বছর)
(হাজার)
৫৫
৫০
৪৫
৪০
৩৫
৩০
২৫
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪
২৮৯৮৫ ৩৫২৬০ ৪৪২৭৭ ৪৯০৪২ ৪৭৮৯৪

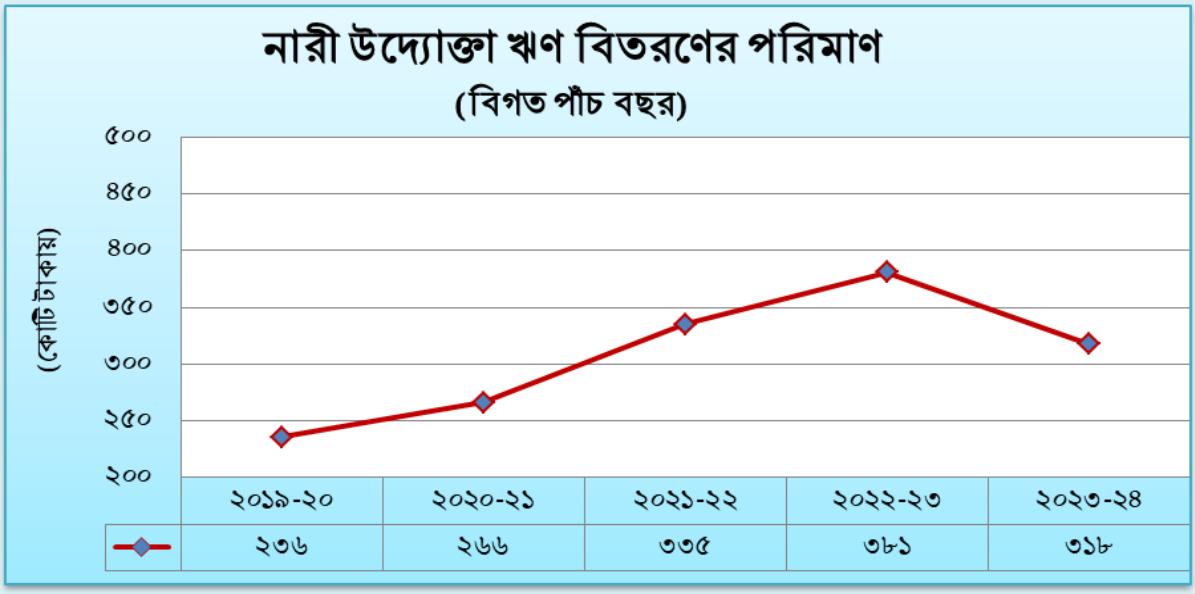
নারী উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণের পরিমাণ
(বিগত পাঁচ বছর)
(কোটি টাকায়)
৫০০
৪৫০
৪০০
৩৫০
৩০০
২৫০
২০০
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪
২৩৬ ২৬৬ ৩৩৫ ৩৮১ ৩১৮

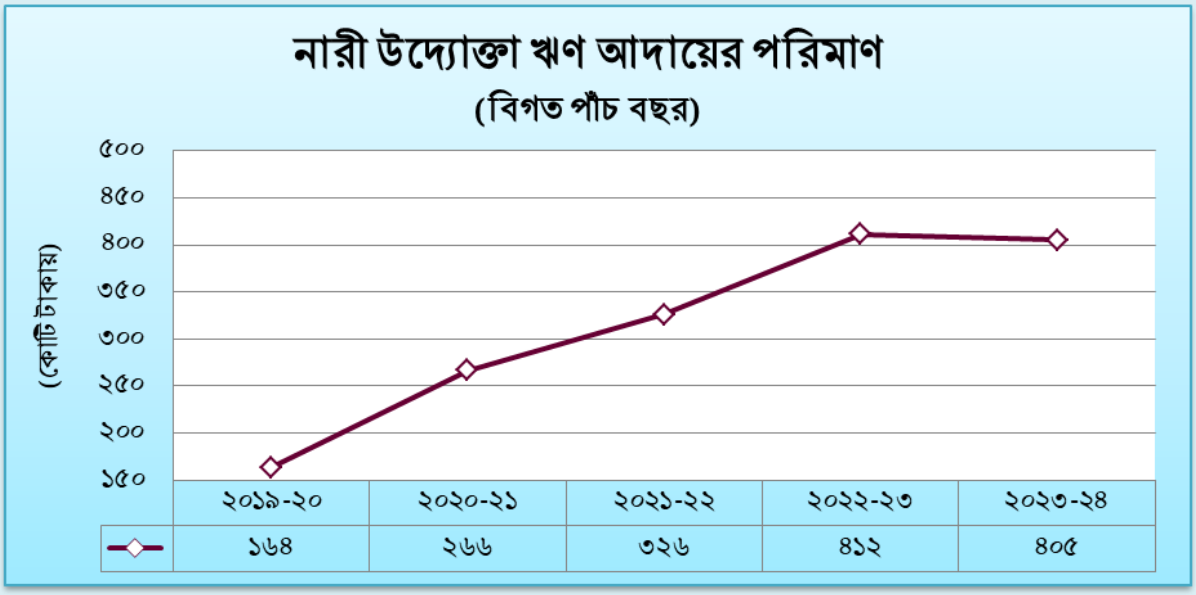
নারী উদ্যোক্তা ঋণ আদায়ের পরিমাণ
(বিগত পাঁচ বছর)
(কোটি টাকায়)
৫০০
৪৫০
৪০০
৩৫০
৩০০
২৫০
২০০
১৫০
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪
১৬৪ ২৬৬ ৩২৬ ৪১২ ৪০৫

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ পরিসেবা:

স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করতে পারছেন না, তাদেরকে চলতি মূলধন আকারে এই ঋণ পরিসেবা প্রদান করা হয়। এই ঋণ ৫০,০০০/- টাকা থেকে ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এই ঋণের বার্ষিক সার্ভিস চার্জ ১২.৫%। মাসিক কিস্তিতে এক থেকে দুই বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে এই পরিসেবাভুক্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সংখ্যা ৪৩,৫৪৫ জন এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৪৮৪.০৬ কোটি টাকা। শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ১,২৭,৯৩৫ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ৬,২৫০.৯৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পিডিবিএফ পটুয়াখালী অঞ্চলাধীন বরগুনা সদর কার্যালয়ের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা জনাব মোঃ আনিচ

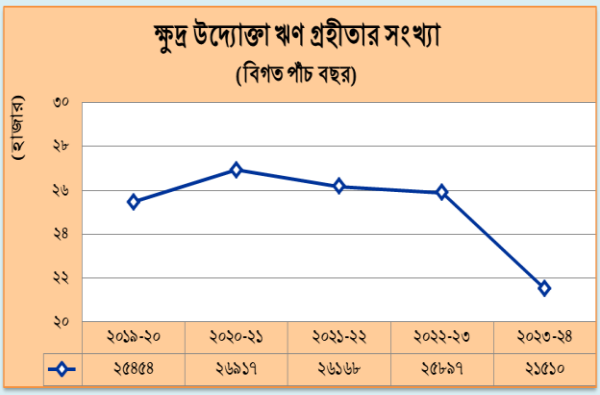

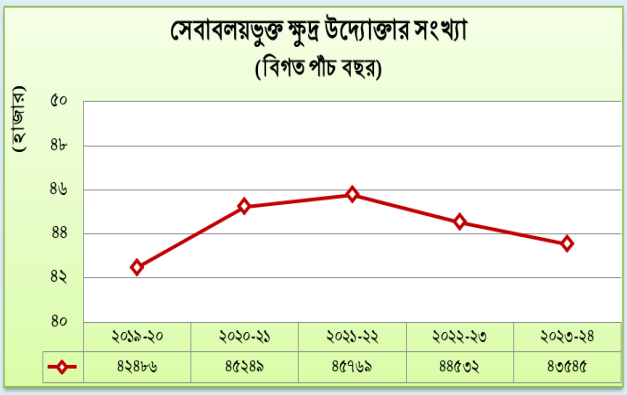

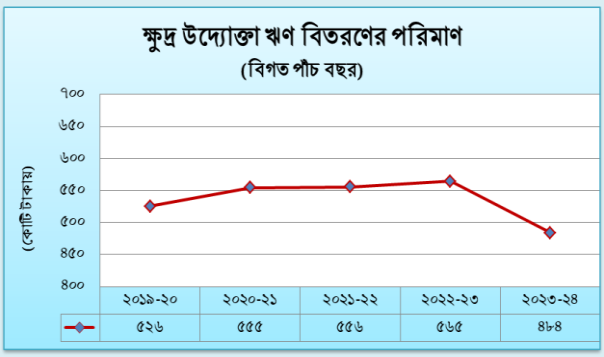

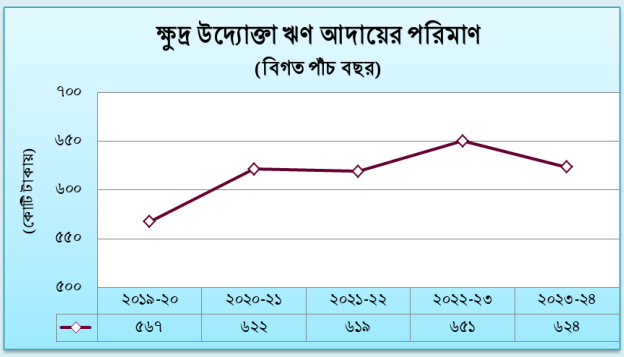

কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি-২য় পর্যায় বাস্তবায়ন:

বর্তমানে গ্রামীণ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পকে প্রসারণের লক্ষ্যে কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি-১ম পর্যায়ের আদায়কৃত কিস্তির সমুদয় অর্থ (সেবামূল্য ও আসল), সুফলভোগী সদস্যদের জমাকৃত সকল প্রকার সঞ্চয়ের অর্থ এবং এই কর্মসূচির হিসাবে রক্ষিত বিনিয়োগ হতে অর্জিত লভ্যাংশ পুনঃবিতরণকল্পে ***"কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়"*** শীর্ষক ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে এই পরিসেবাভুক্ত উদ্যোক্তার সংখ্যা ৭,৫৫০ জন এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৬১.৬২ কোটি টাকা। শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ২৩,৭২৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৪৯৫.৬৫ কোটি টাকা কোভিড প্রণোদনা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

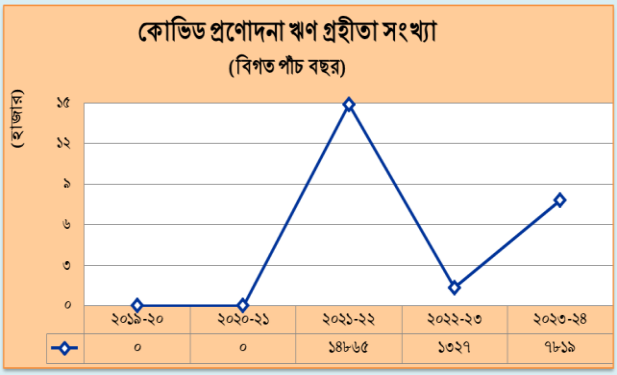

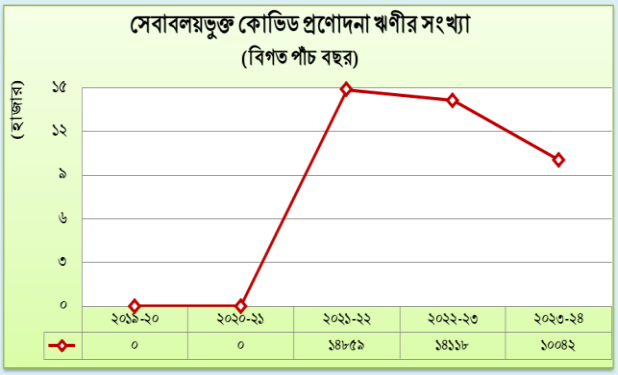

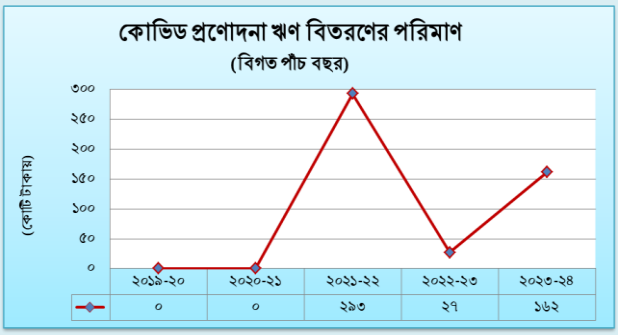

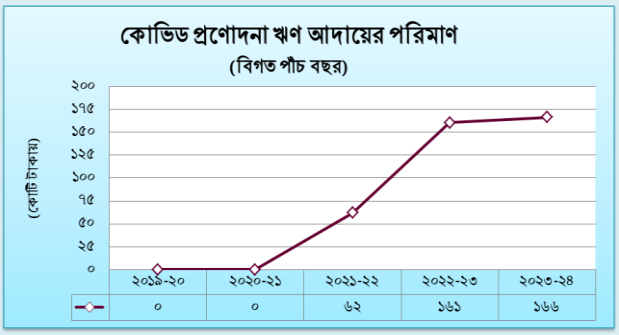

কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন:

পিডিবিএফ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য ও পরিকল্পনার অনুবর্তনে চলমান টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আঙ্গিকে দেশের কৃষি অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং কৃষিজীবী গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন চক্রে অর্থ প্রবাহের সুবিধা বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পিডিবিএফ ***"কৃষি জীবিকায়ন ঋণ কর্মসূচি"*** প্রবর্তন করেছে। পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর ৯০তম সভায় এই ঋণ কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এই ঋণ কার্যক্রম দুর্যোগ মোকাবিলা ও অভিঘাতসহনশীল আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন পরিবেশ বান্ধব কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে এই পরিসেবাভুক্ত সুফলভোগীর সংখ্যা ৬৫৫ জন এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের উদ্যোক্তাদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৯.৫০ কোটি টাকা। শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৬৮৪ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ১০.২৮ কোটি টাকা কৃষি জীবিকায়ন ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

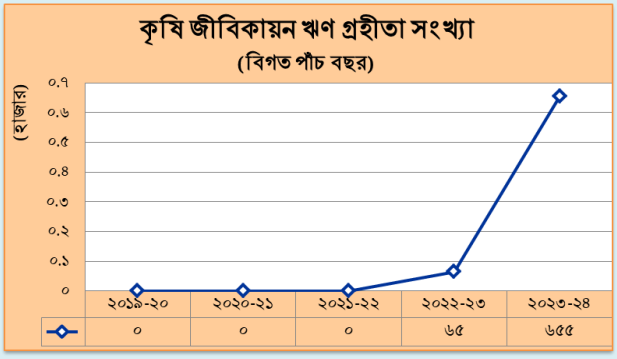

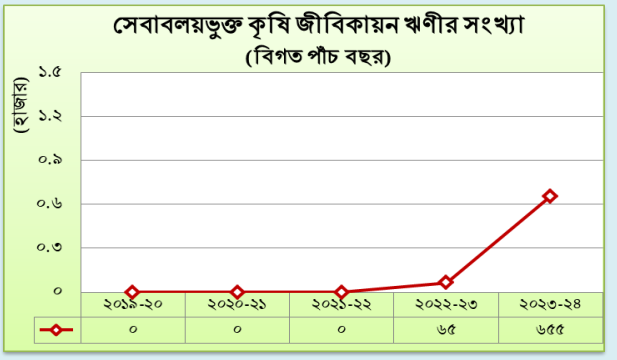

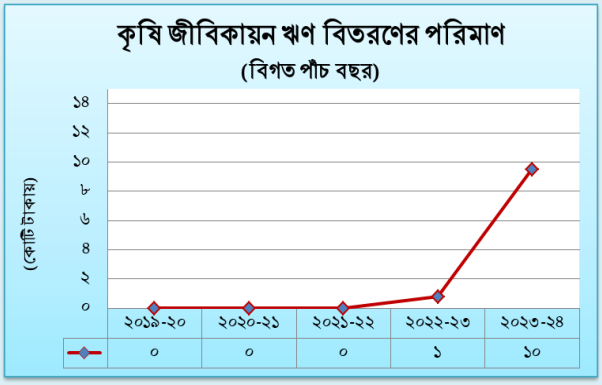

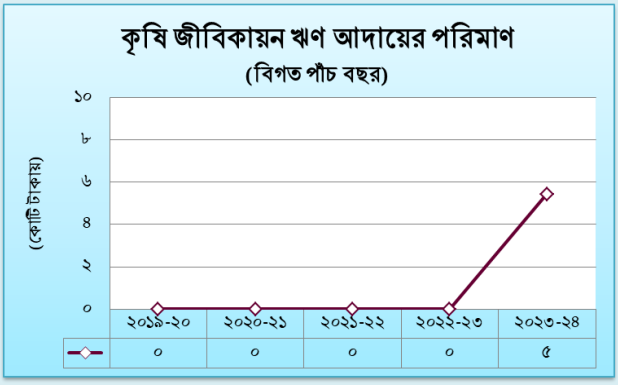

সকল ঋণের সম্মিলিত গ্রাফিক চিত্র:

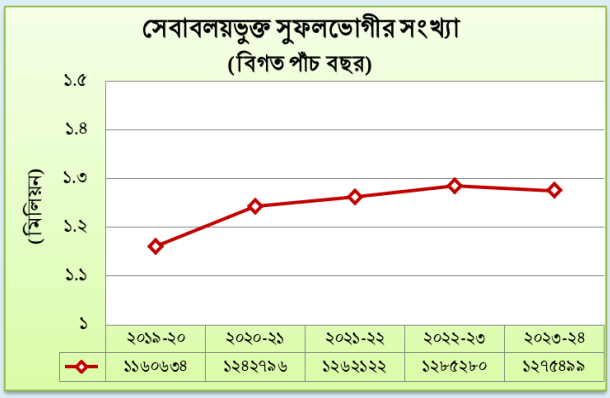

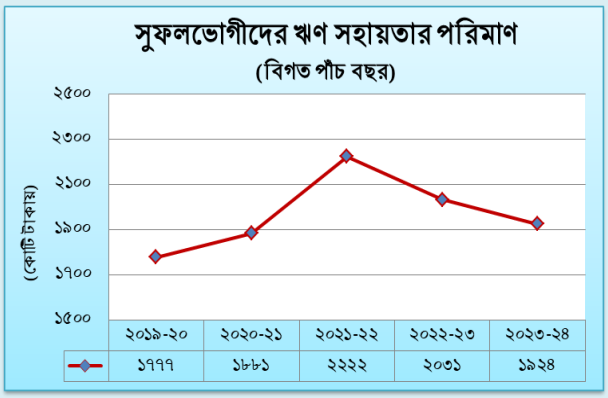

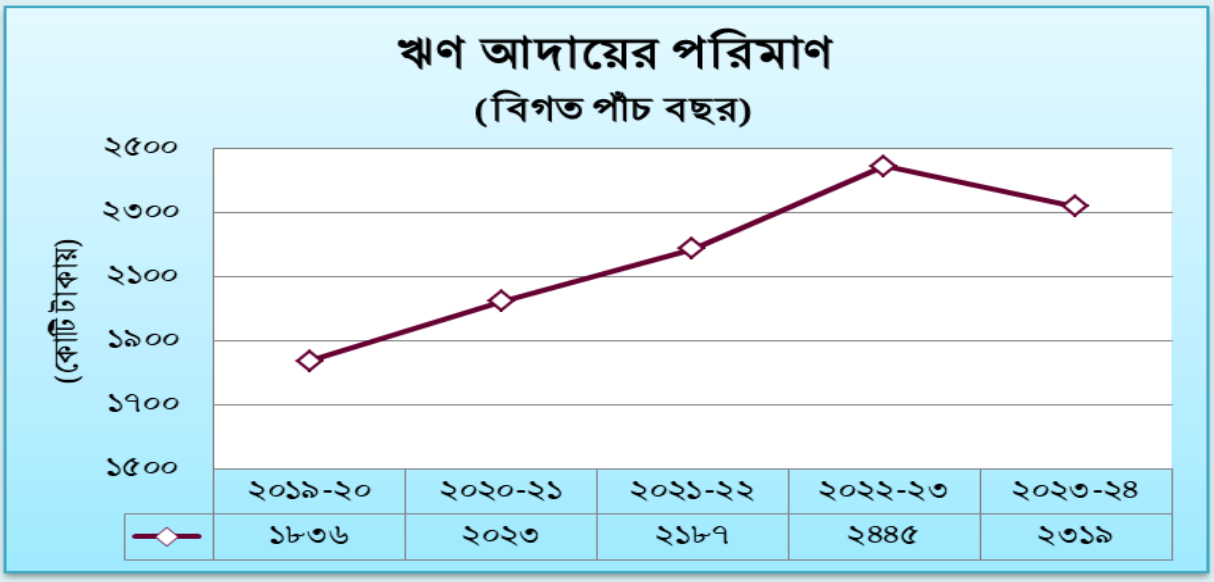

পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ:

পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সারা দেশে বিস্তৃত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে লক্ষ্যে ***"পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ"*** শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। বিগত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৭ম ও বর্তমান সরকারের চলতি মেয়াদের ১ম একনেক সভায় পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত ***"পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ"*** শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের নতুন ০৯টি জেলা ও ১৩৫টি উপজেলায় পিডিবিএফ-এর গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। ফলে এ সকল এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের সুযোগ প্রসারিত হবে। জুলাই, ২০২৪ হতে এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হবে।

অনুমোদিত প্রকল্পের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

প্রকল্পের নাম : **"পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প**

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০২৪ থেকে জুন, ২০২৭

প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় : মোট ৫২৯.৬১ কোটি (পাঁচশত উনত্রিশ কোটি একষট্টি লক্ষ)

[জিওবি ৩৯৭.২০৭৫ কোটি এবং নিজস্ব অর্থায়ন ১৩২.৪০২৫ কোটি]

প্রকল্প এলাকা : দেশের ০৭টি বিভাগের ২৫টি জেলার ১৩৫টি উপজেলা।

পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তাবিত ১৩৫টি উপজেলা কার্যালয়ের মধ্যে ১১০টি উপজেলা কার্যালয় নতুন ১০টি অঞ্চলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে এবং অবশিষ্ট (১৩৫ - ১১০) = ২৫টি উপজেলা কার্যালয় পিডিবিএফ-এর পুরাতন ০৯টি অঞ্চলে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে ইতপূর্বে পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স হতে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রম	প্রকল্পভুক্ত উপজেলার নাম	প্রশাসনিক জেলা	পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম চলমান এমন উপজেলা	প্রস্তাবিত নতুন অঞ্চলের উপজেলার সংখ্যা	প্রস্তাবিত নতুন অঞ্চল
০১	বাগমারা	**রাজশাহী** (উপজেলা = ০৯টি)	পবা, পুঠিয়া, দুর্গাপুর, বাঘা, চারঘাট	**রাজশাহী জেলার উপজেলা = ০৯টি** **চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার উপজেলা = ০৫টি** --- **মোট উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা = ১৪টি**	১ **রাজশাহী অঞ্চল** (১৪টি উপজেলা কার্যালয় নিয়ে গঠিত)
০২	তানোর				
০৩	মোহনপুর				
০৪	গোদাগাড়ী				
০৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	**চাঁপাইনবাবগঞ্জ** (উপজেলা = ৫টি)	-		
০৬	ভোলাহাট				
০৭	গোমস্তাপুর				
০৮	নাচোল				
০৯	শিবগঞ্জ				
১০	পত্নীতলা	**নওগাঁ** (উপজেলা = ১১টি)	-	**নওগাঁ জেলার উপজেলা = ১১টি** --- **মোট উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা = ১১টি**	২ **নওগাঁ অঞ্চল** (১১টি উপজেলা কার্যালয় নিয়ে গঠিত)
১১	ধামইরহাট				
১২	মহাদেবপুর				
১৩	পোরশা				
১৪	সাপাহার				
১৫	বদলগাছী				
১৬	মান্দা				
১৭	নিয়ামতপুর				
১৮	আত্রাই				
১৯	রানীনগর				
২০	নওগাঁ সদর				
২১	উখিয়া	**কক্সবাজার** (উপজেলা = ০৮টি)	-	**কক্সবাজার জেলার উপজেলা = ০৮টি** **বান্দরবন জেলার উপজেলা = ০৭টি** --- **মোট উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা = ১৫টি**	৩ **কক্সবাজার অঞ্চল** (১৫টি উপজেলা কার্যালয় নিয়ে গঠিত)
২২	কক্সবাজার সদর				
২৩	কুতুবদিয়া				
২৪	চকরিয়া				
২৫	টেকনাফ				
২৬	মহেশখালী				
২৭	রামু				
২৮	পেকুয়া				
২৯	বান্দরবন সদর	**বান্দরবন** (উপজেলা = ০৭টি)	-		
৩০	রোয়াংছড়ি				
৩১	আলী কদম				

ক্রম	প্রকল্পভুক্ত উপজেলার নাম	প্রশাসনিক জেলা	পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম চলমান এমন উপজেলা	প্রস্তাবিত নতুন অঞ্চলের উপজেলার সংখ্যা	প্রস্তাবিত নতুন অঞ্চল
৩২	লামা				
৩৩	থানচি				
৩৪	রুমা				
৩৫	নাইক্ষ্যংছড়ি				
৩৬	আনোয়ারা	**চট্টগ্রাম** (উপজেলা = ১৫টি)	-	**চট্টগ্রাম জেলার উপজেলা = ১৫টি** --- **মোট উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা = ১৫টি**	৪ **চট্টগ্রাম অঞ্চল** (১৫টি উপজেলা কার্যালয় নিয়ে গঠিত)
৩৭	বাঁশখালী				
৩৮	বোয়ালখালী				
৩৯	চন্দনাইশ				
৪০	হাটহাজারী				
৪১	লোহাগাড়া				
৪২	মীরসরাই				
৪৩	পটিয়া				
৪৪	রাউজান				
৪৫	সাতকানিয়া				
৪৬	সীতাকুন্ড				
৪৭	সর্নদ্বীপ				
৪৮	ফটিকছড়ি				
৪৯	রাগুনিয়া				
৫০	কর্ণফুলি				
৫১	রাঙ্গামাটি সদর	**রাঙ্গামাটি** (উপজেলা = ১০টি)	-	**রাঙ্গামাটি জেলার উপজেলা = ১০টি** **খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলা = ০৯টি** --- **মোট উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা = ১৯টি**	৫ **রাঙ্গামাটি অঞ্চল** (১৯টি উপজেলা কার্যালয় নিয়ে গঠিত)
৫২	কাউখালি				
৫৩	কাপ্তাই				
৫৪	বাঘাইছড়ি				
৫৫	বরকল				
৫৬	বিলাইছড়ি				
৫৭	জুরাছড়ি				
৫৮	লংগদু				
৫৯	নানিয়ারচর				
৬০	রাজস্থলী				
৬১	খাগড়াছড়ি সদর	**খাগড়াছড়ি** (উপজেলা = ০৯টি)	-		
৬২	মাটিরাঙ্গা				
৬৩	দীঘিনালা				
৬৪	পানছড়ি				
৬৫	মহালছড়ি				
৬৬	মানিকছড়ি				
৬৭	লক্ষ্মীছড়ি				
৬৮	রামগড়				
৬৯	গুইমারা				
৭০	চাঁদপুর সদর	**চাঁদপুর** (উপজেলা = ০৮টি)	শাহরাস্তি	**চাঁদপুর জেলায় উপজেলা = ০৮টি** --- **মোট উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা = ০৮টি**	৬ **চাঁদপুর অঞ্চল** (০৮টি উপজেলা কার্যালয় নিয়ে গঠিত)
৭১	ফরিদগঞ্জ				
৭২	হাইমচর				
৭৩	হাজীগঞ্জ				
৭৪	কচুয়া				
৭৫	মতলব দক্ষিণ				
৭৬	মতলব উত্তর				

ক্রম	প্রকল্পভুক্ত উপজেলার নাম	প্রশাসনিক জেলা	পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম চলমান এমন উপজেলা	প্রস্তাবিত নতুন অঞ্চলের উপজেলার সংখ্যা	প্রস্তাবিত নতুন অঞ্চল
৭৭	নোয়াখালী সদর	**নোয়াখালী** (উপজেলা = ০৯টি)	সোনাইমুড়ি	**নোয়াখালী জেলার উপজেলা = ০৯টি** **ফেনী জেলার উপজেলা = ০৬টি** --- **মোট উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা = ১৫টি**	৭ **নোয়াখালী অঞ্চল** (১৫টি উপজেলা কার্যালয় নিয়ে গঠিত)
৭৮	বেগমগঞ্জ				
৭৯	চাটখিল				
৮০	কোম্পানীগঞ্জ				
৮১	হাতিয়া				
৮২	সেনবাগ				
৮৩	সুবর্ণচর				
৮৪	কবিরহাট				
৮৫	দাগনভূঁঞা	**ফেনী** (উপজেলা = ০৬টি)	ফেনী সদর		
৮৬	সোনাগাজী				
৮৭	ছাগলনাইয়া				
৮৮	পরশুরাম				
৮৯	ফুলগাজী				
৯০	নাসিরনগর	**ব্রাহ্মণবাড়িয়া** (উপজেলা = ০৯টি)	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, বিজয়নগর, আখাউড়া, সরাইল, কসবা ও আশুগঞ্জ	**ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার উপজেলা = ০৯টি** --- **মোট উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা = ০৯টি**	৮ **ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল** (০৯টি উপজেলা কার্যালয় নিয়ে গঠিত)
৯১	নবীনগর				
৯২	বাঞ্ছারামপুর				
৯৩	সুনামগঞ্জ সদর	**সুনামগঞ্জ** (উপজেলা = ১১টি)	জামালগঞ্জ ও ধর্মপাশা	**সুনামগঞ্জ জেলার উপজেলা = ১১টি** --- **মোট উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা = ১১টি**	৯ **সুনামগঞ্জ অঞ্চল** (১১টি উপজেলা কার্যালয় নিয়ে গঠিত)
৯৪	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ (শান্তিগঞ্জ)				
৯৫	বিশ্বম্ভরপুর				
৯৬	ছাতক				
৯৭	জগন্নাথপুর				
৯৮	শাল্লা				
৯৯	দিরাই				
১০০	তাহিরপুর				
১০১	দোয়ারাবাজার				
১০২	আজমিরীগঞ্জ	**হবিগঞ্জ** (উপজেলা = ০৯টি)	-	**হবিগঞ্জ জেলার উপজেলা = ০৯টি** --- **মোট উপজেলা কার্যালয়ের সংখ্যা = ০৯টি**	১০ **হবিগঞ্জ অঞ্চল** (০৯টি উপজেলা কার্যালয় নিয়ে গঠিত)
১০৩	চুনারুঘাট				
১০৪	নবীগঞ্জ				
১০৫	বানিয়াচং				
১০৬	বাহুবল				
১০৭	মাধবপুর				
১০৮	লাখাই				
১০৯	হবিগঞ্জ সদর				
১১০	শায়েস্তাগঞ্জ				

প্রস্তাবিত উপজেলা যা পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে এমন পুরাতন অঞ্চলভুক্ত হবে

প্রস্তাবিত উপজেলা		প্রশাসনিক জেলা	কার্যক্রম চলমান এমন উপজেলার সংখ্যা	যে পুরাতন অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হবে	মন্তব্য
১১১	কালুখালী	রাজবাড়ী	০৪ টি	ফরিদপুর অঞ্চল	সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তাবিত ১১টি
১১২	নলডাঙ্গা	নাটোর	০৬ টি	নাটোর অঞ্চল	
১১৩	ফরিদপুর	পাবনা	০৭ টি	পাবনা অঞ্চল	

ক্রম	প্রকল্পভুক্ত উপজেলার নাম	প্রশাসনিক জেলা	পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম চলমান এমন উপজেলা	প্রস্তাবিত নতুন অঞ্চলের উপজেলার সংখ্যা	প্রস্তাবিত নতুন অঞ্চল
১১৪	সুজানগর				জেলার ২৫টি উপজেলা যা, পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে এমন পাশ্ববর্তী পুরাতন অঞ্চলে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
১১৫	বেলকুচি	সিরাজগঞ্জ	০৬ টি		
১১৬	চৌহালী				
১১৭	উল্লাপাড়া				
১১৮	সাঘাটা	গাইবান্ধা	০৫ টি	রংপুর অঞ্চল	
১১৯	সুন্দরগঞ্জ				
১২০	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম	০৩ টি	লালমনিরহাট অঞ্চল	
১২১	রৌমারী				
১২২	উলিপুর				
১২৩	কুড়িগ্রাম সদর				
১২৪	ফুলবাড়ী				
১২৫	নাগেশ্বরী				
১২৬	রাঙ্গাবালী	পটুয়াখালী	০৭ টি	পটুয়াখালী অঞ্চল	
১২৭	তালতলী	বরগুনা	০৫ টি		
১২৮	আলমডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা	-	কুষ্টিয়া অঞ্চল	
১২৯	চুয়াডাঙ্গা সদর				
১৩০	জীবননগর				
১৩১	দামুড়হুদা				
১৩২	লালমাই	কুমিল্লা	১৬ টি	কুমিল্লা অঞ্চল	
১৩৩	রাজনগর	মৌলভীবাজার	০৪ টি	সিলেট অঞ্চল	
১৩৪	জুড়ি				
১৩৫	বড়লেখা				

মূল উদ্দেশ্য:

২০২৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ০৭টি বিভাগের ২৫টি জেলার ১৩৫টি উপজেলার ১,৭৯,৫৫০ জন গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. ১৩৫টি উপজেলা অফিস ও ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন;
২. ১,৭৯,৫৫০ জন সুফলভোগী সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ;
৩. ২০,৭০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে চাহিদা ভিত্তিক আয় উৎসারী কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়নপ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
৪. ৮,১০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা পালন;
৫. ৯২৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মদক্ষতা উন্নয়নকল্পে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
৬. নিয়মিতভাবে ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে ৩৮.১৭ কোটি টাকা সঞ্চয় তহবিল গঠনের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যদের সম্পদ সৃজনে সহায়তাকরণ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নিম্নরূপ ফলাফল পাওয়া যাবে:

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করবে।
- ২০,৭০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে চাহিদা ভিত্তিক আয় উৎসারী কর্মকান্ডে 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' প্রদান করা সম্ভব হবে;
- ৮১০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে 'নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' প্রদান করা সম্ভব হবে;
- ৯২৭জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' প্রদান করা সম্ভব হবে;
- ১,৬২,০০০ জন সুফলভোগী সদস্য 'ক্ষুদ্র ঋণ' সুবিধা প্রাপ্য হবেন;
- 'উদ্যোক্তা ঋণ' প্রসারণের মাধ্যমে ১৭,৫৫০ জন নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে;

- ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে প্রায় ৩৮.১৭ কোটি টাকার নিজস্ব মূলধন সৃজন করা সম্ভব হবে;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৭.১৮ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে যার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সর্বপরি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লীর হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন, সংহতি দল গঠনের মাধ্যমে সামাজিক বিনির্মাণ, নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান, ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানর মাধ্যমে সক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় আহরণ ও নবসম্পদ সৃজনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করবে।

প্রকল্পের আওতায় ইতঃমধ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক সমন্বয় অনুবিভাগের একনেক শাখা-১ হতে ইতঃমধ্যে সরকারি আদেশ (GO) জারি হয়েছে;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি সম্পন্ন হয়েছে;
- প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পে "অর্থনৈতিক/প্রকল্প কোড" প্রদান করা হয়েছে;
- ১৩৫টি উপজেলার কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু এবং প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নকল্পে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ২/৩ কক্ষ বিশিষ্ট অফিস কক্ষ বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের পত্র দেয়া হয়েছে;
- উপজেলা চত্বরে অফিস বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে পিডিবিএফ-এর সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক ও উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তাগণ যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে;
- ১৩৫টি উপজেলার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের জন্য পিডিবিএফ-এর প্রশাসন বিভাগে কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রকল্প পরিচালক ও উপপ্রকল্প পরিচালক প্রেষণে নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ কমিটির সমন্বয়ে ইতঃমধ্যে মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে দ্রুত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হবে। প্রকল্প পরিচালক ও উপপ্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হলে প্রকল্পের নতুন অফিস চালুকরণ, প্রকল্প কার্যক্রম শুরু, অর্থছাড়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নসহ প্রকল্পের অন্যান্য অন্যান্য সকল কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করা হবে।

আঞ্চলিক কার্যালয়:

বর্তমানে পিডিবিএফ দেশের ৫৫টি প্রশাসনিক জেলায় ২৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে অঞ্চলাধীন উপজেলা ও শাখা কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশব্যাপী পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় ৪০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় পিডিবিএফ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

মাঠ পরিচালন বিভাগের আওতায় আঞ্চলিক পর্যায়ে উপপরিচালক-এর কার্যালয়ে একজন উপপরিচালক-এর অধীন সিনিয়র সহকারী পরিচালকসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অঞ্চলাধীন কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম মনিটরিংসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। উপজেলা কার্যালয়ের হিসাব সংক্রান্ত ভাউচার পোষ্টিং, ঋণ ও সঞ্চয় আদায় পোষ্টিং, নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রস্তাবিত ঋণ অনুমোদন, বিভিন্ন কার্যালয়ের তহবিল চাহিদা নিরূপণ ও তা সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

প্রধান কার্যালয় হতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে ও নির্দেশনা মোতাবেক আঞ্চলিক কার্যালয় পরিচালিত হয়। মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম গতিধারা স্বাভাবিক রাখতে আঞ্চলিক কার্যালয়ে চাহিদা মোতাবেক প্রধান কার্যালয় বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার চাহিদা মোতাবেক আঞ্চলিক কার্যালয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে

উপজেলা ও শাখা কার্যালয়:

পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে দল ও সমিতির মাধ্যমে সংগঠিতকরণ, সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম এবং নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী নেতৃত্ব ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন, সুফলভোগীদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদ সৃজন, সুফলভোগীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ পরিসেবা প্রদানসহ পল্লীর জনপদ ও জনগণকে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উপজেলা ও শাখা কার্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে এবং এই উপজেলা ও শাখা কার্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মূল উৎস হিসেবে কাজ করে।

৪.৪ অর্থ বিভাগ

অর্থ বিভাগ অর্থ ও হিসাব দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় সকল কার্যালয়ের হিসাব একীভূত ও মনিটরিং, বাজেট প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা, প্রধান কার্যালয়ের প্রাপ্তি-প্রদান ও আয়-ব্যয় হিসাব এবং কর্মীদের ভবিষ্য ও আনুতোষিক তহবিল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে থাকে। একই সাথে বহিঃনিরীক্ষা ও সরকারি নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় করে থাকে। এ বিভাগ প্রতি বছর Bottom-up পদ্ধতিতে বাজেট ও খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। তহবিলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রধান কার্যালয় হতে উপজেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাথে তহবিল আদান-প্রদান এবং হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সহজীকরণের জন্য সকল কার্যালয়ের বেতন-ভাতার প্রাথমিক বিবরণী প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়।

আর্থিক নীতিমালার আলোকে হিসাব নির্দেশিকা প্রণয়ন, সকল কার্যালয়ের হিসাবের ভুলত্রুটি উদঘাটন, নিরসন ও হিসাবসমূহ একত্রীকরণ, ও বহিঃনিরীক্ষা সমন্বয় ও অডিট প্রতিবেদনের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হিসাব কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা। উল্লেখ্য, পিডিবিএফ আইটি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জিএল প্যাকেজ হিসাব কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্যেক মাসে ব্যাংক বিবরণী ও ক্যাশবুক রিকন্সিলিয়েশন করে হিসাব কাজের সঠিকতা নিশ্চিত করা হয়।

পিডিবিএফ কর্তৃক সম্পাদিত মূলধনী ও রাজস্ব ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সরকারি বিধিবিধানের আলোকে উৎসে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা হয়। স্থায়ী পদে নিয়োজিত সকল কর্মীর ভবিষ্য আনুতোষিক খাতে প্রতিমাসের কর্তনকৃত টাকা তহবিল আকারে সংরক্ষণ, নিরাপদ বিনিয়োগ, ব্যক্তির বাৎসরিক হিসাব চূড়ান্তকরণ ও হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক অডিটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া, কর্মীদের মটরসাইকেল ও কল্যাণ তহবিল আলাদা হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। হিসাব শাখা ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক হিসাব ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে। নতুন সহকর্মীদের অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত কাজে দক্ষ করে তোলা ও পুরাতন সহকর্মীদের হিসাব কাজে ত্রুটিমুক্ত থাকার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার ব্যবস্থা করে থাকে।

সিএ ফার্ম ও সরকারি অডিট দলের কার্যক্রম সমন্বয় এবং অডিট প্রতিবেদনে উল্লিখিত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ হিসাব বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ:

- পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পণ্য/সেবা ক্রয়ের বিপরীতে ৭.৯২ কোটি টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পরিশোধিত বিলের বিপরীতে ভ্যাট ও আয়কর খাতে যথাক্রমে ৪৫.৪৭ লক্ষ টাকা ৪৮.৫৩ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- পিডিবিএফ-এর প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৪০ জন অবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর চূড়ান্ত পাওনা (সিপিএফ ও গ্রাচুইটি) বাবদ ৪৯.০৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে;
- পিডিবিএফ-এর প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৩৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সিপিএফ ঋণ বাবদ ৭.৭৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চিকিৎসা বাবদ কল্যাণ তহবিল হতে ১.২৭ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন লিজিং কোম্পানীতে বিনিয়োগকৃত টাকা আদায়ের জন্য ১৫-১৫টি তাগিদপত্র প্রদান এবং ৩টি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- পিডিবিএফ-এর বিনিয়োগকৃত লিজিং কোম্পানী হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩০.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে;
- পিডিবিএফ-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক বিভিন্ন কার্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষায় উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে অর্থ বিভাগ হতে ০৪-০৭-২০২৩ হতে ০৪-০৪-২০২৪ পর্যন্ত মোট ২৭২টি অনুসৃতিপত্র (Followup)

মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইত:পূর্বে এ ধরনের কোন কার্যক্রম সূচনার ফলে আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক জবাব প্রমাণকসহ পাওয়া গেছে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে;

- পিডিবিএফ-এর কর্মী গ্রাচুইটি ও অন্যান্য তহবিলে পাওনা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে;
- পিডিবিএফ আইনের বিধান অনুসারে আর্থিক বছরের শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব বোর্ড সমীপে উপস্থাপন ও অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে; অনুমোদিত বাজেটের আলোকে কার্যালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয়ের রক্ষিত অলস তহবিল সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে ঋণ সহায়তা হিসেবে বিতরণ এবং অতিরিক্ত অর্থ অধিক মুনাফায় সরকারি ব্যাংকে বিনিয়োগ করা হয়েছে;
- পিডিবিএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে চাকরি প্রবিধানমালার আলোকে শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রদান করা হয়েছে;

২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ বিভাগের আর্থিক কার্যক্রম:

ক্রম	খাত	প্রদত্ত/পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
১	অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ	৩১৭.৯৬	
২	বেতন-ভাতা প্রদান	১৯০.৮১	
৩	ভ্রমণ বিল পরিশোধ	৯.৮৩	
৪	নতুন স্থায়ী আমানত	৬৪.০০	
৫	কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান প্রদান	১.২৭	২১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী
৬	সিপিএফ ঋণ প্রদান	৬.৭৬	৪৩৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী
৭	বিভিন্ন বিল পরিশোধ	২১.৮১	
৮	সঞ্চয় স্কীমের ব্যয়	৪২.৬২	
৯	মাঠ পর্যায় থেকে তহবিল প্রাপ্তি	১৮০.২৩	
১০	প্রধান কার্যালয় হতে মাঠ পর্যায়ে তহবিল প্রদান	৪৫.২৯	
১১	চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ (সিপিএফ ও গ্রাচ্যুইটি)	৪৯.০৫	১৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী
১২	লিজিং কোম্পানী হতে পাওনা অর্থ আদায়	০.৩০	
১৩	সরকারি কোষাগারে আয়কর ও ভ্যাট জমা	০.৯৪	
১৪	মৃত্যু বীমা পরিশোধ	০.৬১	

পিডিবিএফ-এর আর্থিক চিত্র ও অন্যান্য বিষয়াবলী:

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	পিডিবিএফ-এর শুরুতে	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত স্থিতি	জুন, ২০২৪ পর্যন্ত স্থিতি	মন্তব্য
সিড ক্যাপিটাল	৭০.৫৩	২৩৫.১৯	২৩৫.১৯	তহবিল
সদস্য সঞ্চয় আমানত	৩৮.৫৬	১,৪০০.৮৪	১৩২২.৯৫	
বিভিন্ন তহবিল ও প্রদেয়	২৬.১৩	৬২৩.২০	৪৯৯.৯১	
ক্যাশ ও ব্যাংক	৩০.৮৭	৩৫৪.১৩	১২২.৩০	সম্পদ
মাঠে পাওনা ঋণ (আসল)	৬৪.৫৩	১,৫৩৬.৭৬	১৪৮২.১৯	
প্ল্যান্ট, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি	০.৬৩	১১.৪৯	৩৮.১০	

স্থায়ী আমানত	৫১.১০	৪৪২.৩০	৭১৪.৫১	
বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ	২.৯৩	৩৪৪.৮৭	৩৩৪.৪৮	আয়-ব্যয়
বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ	৪.১৮	২৯০.৬৪	২৬৬.৪০	
আয়-ব্যয়ের উদ্বৃত্ত/ (ঘাটতি)	১.২৫	৫৪.২৩	৬৮.০৮	
ক্রমপুঞ্জিত উদ্বৃত্ত/ (ঘাটতি)	২৭.৭৬	১৩১.৫৭	১১০.১৭	
বহিঃনিরীক্ষা	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বহিঃনিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।			অন্যান্য
সরকারি নিরীক্ষা	২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।			
সরকারি নিরীক্ষায় উত্থাপিত অনিষ্পন্ন আপত্তি	-	২৫৫ টি	-	
কর্মী বেনিফিট (সিপিএফ, গ্রাচুইটি, মটরসাইকেল ও কল্যাণ তহবিলের স্থায়ী আমানত ও সঞ্চয়পত্র ক্রয়)	-	৫৬৫.৯৪	-	
কোভিড প্রনোদনা তহবিল প্রাপ্তি	-	৩০০	-	

পিডিবিএফ-এর নিজস্ব অর্থের স্থিতি:

তহবিলের উৎস (প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত)		**টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)**	**হার (%)**
০১	প্রতিষ্ঠাকালীন প্রাপ্ত মূলধন	৭০.৫৩	৩.০০ %
০২	প্রকল্প হতে প্রাপ্ত মূলধন	১৬৪.৬৬	৭.০০ %
০৩	কোভিড প্রণোদনা তহবিল হতে প্রাপ্ত তহবিল	৩০০.০০	১২.৭০ %
০৪	সদস্যদের নিকট হতে আহরিত সঞ্চয়	১,৩২২.৯৫	৫৬.১০ %
০৫	বিভিন্ন তহবিল ও প্রদেয়	৪৯৯.৯১	২১.২০ %
মোট		**২,৩৫৮.০৫**	**১০০ %**
তহবিল স্থিতি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)			
০১	ব্যাংক ও নগদ স্থিতি	১২২.৩০	৫.০৪ %
০২	প্লান্ট, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি	৩৮.০১	১.৫৭ %
০৩	মেয়াদী আমানত	৭১৪.৫১	২৯.৪৪%
০৪	মাঠে বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি	১,৪৮২.১৯	৬১.০৭%
০৫	অন্যান্য সম্পদ	৬৯.৮৭	২.৮৮ %
মোট		**২,৪২৬.৮৮**	**১০০ %**

৪.৫ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ:

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, দু:স্থ ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি এবং নারী-পুরুষের সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে সরকার ঘোষিত লক্ষ্য, কর্ম-কৌশল এবং বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত সুস্থায়ী উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) অনুসরণে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সু-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পরিকল্পনা বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

প্রবিধানমালা-নীতি প্রণয়ন:

- পিডিবিএফ-এর Service Regulation for the Position of Managing Director, 2023 প্রবিধানমালা প্রণয়ন, অনুমোদন ও গেজেট আকারে প্রকাশ।

পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স সভার আয়োজন ও সার্বিক সহায়তা প্রদান:

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালনা পর্ষদের সভা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে নথি পত্র সংরক্ষণসহ সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর ৯৪ থেকে ৯৮ তম সভার আলোচ্যসূচি (Agenda items) সম্পর্কিত স্মারকলিপি (Board memo) সহযোগে বোর্ড সভার কর্মপত্র (Working paper) প্রস্তুতকরণ;
- সকল স্মারকলিপি আনুষঙ্গিক কাগজপত্র/ প্রমাণকসহ গ্রন্থাকারে সংকলিত করা এবং সভায় উপস্থাপনের জন্য পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রস্তুতকরণ; এবং
- পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর ৯৪ থেকে ৯৮তম পর্যন্ত মোট ৫টি সভা অনুষ্ঠান এবং কার্যবিবরণী সংকলন ও অনুমোদন গ্রহণ;

প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদান:

- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ, সম্প্রসারণ এবং সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সময়োপযোগী নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা;
- সকল প্রকল্প প্রস্তাবনা (DPP) প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন, পুনর্গঠন এবং অনুমোদনের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরে প্রেরণ;
- পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, প্রত্যাশিত গুণগত মান ও পরিমাণ এবং সাশ্রয় ও সুনীতির উত্তম চর্চা নিশ্চিতকরণ;
- নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ ও বিভিন্ন ধরনের সভার প্রস্তুতি গ্রহণ;
- প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর অনুযায়ী ই-জিপি প্রক্রিয়ায় সম্পাদনের বিষয়ে নির্দেশনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)'র সভা আয়োজন;
- প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (PSC)'র সভা আয়োজন;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন;
- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- প্রকল্প সমাপনী পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (BIP) প্রণয়ন;
- মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র প্রণয়ন, সমন্বয় এবং সভায় অংশগ্রহণ;
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন, মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সভায় অংশগ্রহণ;

- ইন্ট্রিগ্রেটেড বাজেট একাউন্টিং সিস্টেম (আইবাস)-এর কার্যক্রম পরিচালনা;
- এডিপি/আরএডিপি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা;
- আইএমইডি-এর পিএমআইএস সফটওয়্যারে প্রকল্পের তথ্য প্রদান;
- উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যক্রমে প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশক্রমে প্রতিনিধিত্ব করা;
- প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রোফাইল প্রস্তুতসহ সম্ভাব্য প্রকল্প পরিচালক (PD) নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের দায়িত্বভার অর্পণ ও গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;
- মাসিক প্রতিবেদন (IMED-05) এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (IMED-02এবং 03) প্রস্তুতকরণ ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- চলমান ও প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের এডিপি ও আরএডিপি প্রণয়ন এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন।

পিডিবিএফ-এর সদ্য অনুমোদিত প্রকল্প:

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

জাতীয় সংসদে ২৩নং আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রাথমিকভাবে দেশের ১৭টি জেলার ২৫৭টি উপজেলা নিয়ে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ২০১২ সালে পিডিবিএফ-এর মূল কার্যক্রম এলাকা বহির্ভূত ১০০টি উপজেলায় "দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প ৩৩৪.২৯ কোটি (জিওবি: ২৬২.৭৯; নিজস্ব : ৭১.৫০) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, পিডিবিএফ বর্তমানে ০৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় ৪০৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় ১৩৫টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশের ৪৯২টি উপজেলায় পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়।

গত ১৩/০২/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত "পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি মোট ৫২৯.৬১ কোটি (পাঁচশত উনত্রিশ কোটি একষট্টি লক্ষ) (জিওবি ৩৯৭.২০৭৫ কোটি এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ১৩২.৪০২৫ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২৪ থেকে জুন, ২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

অনুমোদিত প্রকল্পের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

প্রকল্পের নাম	**: "পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প**
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	: জুলাই, ২০২৪ থেকে জুন, ২০২৭
প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	: মোট ৫২৯.৬১ কোটি (পাঁচশত উনত্রিশ কোটি একষট্টি লক্ষ) (জিওবি ৩৯৭.২০৭৫ কোটি এবং নিজস্ব অর্থায়ন ১৩২.৪০২৫ কোটি)
প্রকল্প এলাকা	: দেশের ০৭টি বিভাগের ২৫টি জেলার ১৩৫টি উপজেলা।

পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তাবিত ১৩৫টি উপজেলা কার্যালয়ের মধ্যে ১১০টি উপজেলা কার্যালয় নতুন ১০টি অঞ্চলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে এবং অবশিষ্ট (১৩৫ - ১১০) = ২৫টি উপজেলা কার্যালয় পিডিবিএফ-এর পুরাতন ০৯টি অঞ্চলে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে ইতপূর্বে পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স হতে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

মূল উদ্দেশ্য:

২০২৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ০৭টি বিভাগের ২৫টি জেলার ১৩৫টি উপজেলার ১,৭৯,৫৫০ জন গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ১৩৫টি উপজেলা অফিস ও ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন;
- ১,৭৯,৫৫০ জন সুফলভোগী সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- ২০,৭০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে চাহিদা ভিত্তিক আয় উৎসারী কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়নপ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- ৮,১০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা পালন;
- ৯২৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মদক্ষতা উন্নয়নকল্পে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- নিয়মিতভাবে ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে ৩৮.১৭ কোটি টাকা সঞ্চয় তহবিল গঠনের মাধ্যমে সুফলভোগী সদস্যদের সম্পদ সৃজনে সহায়তাকরণ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নিম্নরূপ ফলাফল পাওয়া যাবে:

- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করবে;
- ২০,৭০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে চাহিদা ভিত্তিক আয় উৎসারী কর্মকান্ডে 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' প্রদান করা সম্ভব হবে;
- ৮১০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে 'নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' প্রদান করা সম্ভব হবে;
- ৯২৭জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' প্রদান করা সম্ভব হবে;
- ১,৬২,০০০ জন সুফলভোগী সদস্য 'ক্ষুদ্র ঋণ' সুবিধা প্রাপ্য হবেন;
- 'উদ্যোক্তা ঋণ' প্রসারণের মাধ্যমে ১৭,৫৫০ জন নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে;
- ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে প্রায় ৩৮.১৭ কোটি টাকার নিজস্ব মূলধন সৃজন করা সম্ভব হবে;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৭.১৮ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে যার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সর্বপরি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লীর হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন, সংহতি দল গঠনের মাধ্যমে সামাজিক বিনির্মাণ, নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান, ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানর মাধ্যমে সক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় আহরণ ও নবসম্পদ সৃজনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করবে।

প্রকল্পের আওতায় ইতঃমধ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক সমন্বয় অনুবিভাগের একনেক শাখা-১ হতে ইতঃমধ্যে সরকারি আদেশ (GO) জারি হয়েছে;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি সম্পন্ন হয়েছে;

- প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পে "অর্থনৈতিক/প্রকল্প কোড" প্রদান করা হয়েছে;
- ১৩৫টি উপজেলার কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু এবং প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নকল্পে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ২/৩ কক্ষ বিশিষ্ট অফিস কক্ষ বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের পত্র দেয়া হয়েছে;
- উপজেলা চত্বরে অফিস বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে পিডিবিএফ-এর সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক ও উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তাগণ যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে;
- ১৩৫টি উপজেলার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের জন্য পিডিবিএফ-এর প্রশাসন বিভাগে কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- প্রকল্প পরিচালক ও উপপ্রকল্প পরিচালক প্রেষণে নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগকল্পে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ কমিটির সমন্বয়ে ইতঃমধ্যে মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে দ্রুত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হবে। প্রকল্প পরিচালক ও উপপ্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হলে প্রকল্পের নতুন অফিস চালুকরণ, প্রকল্প কার্যক্রম শুরু, অর্থছাড়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নসহ প্রকল্পের অন্যান্য অন্যান্য সকল কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করা হবে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন;
- ১৩৫টি উপজেলা কার্যালয় স্থাপন;
- ৬,৪৮০টি গ্রাম সংগঠন সৃজন;
- ২৮,৮০০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ৯২৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- ১,৬২,০০০ জন নারী সুফলভোগী সদস্যকে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা প্রদান;
- ১৭,৫৫০ জন উদ্যোক্তাকে ঋণ সুবিধা প্রদান;
- উপকারভোগী সদস্যদের ৩৮১৭.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি;
- প্রায় ৭.১৮ লক্ষ জনগোষ্ঠির কর্মসৃজনের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন, ইত্যাদি।

অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন:

- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সংস্থার সাথে যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন/তথ্যাদি প্রেরণ;
- মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র প্রণয়ন, তথ্যাদি প্রেরণ এবং সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, আন্ত:মন্ত্রণালয় এবং অপরাপর সংশ্লিষ্ট সংস্থাসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ;
- ই-জিপি এডমিন আইডি পরিচালনাসহ ই-জিপি কার্যক্রমে সহযোগিতাকরণ;
- সচিব সভার কার্যপত্র প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর জবাব প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং যোগাযোগ রক্ষা;
- প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বিভাগকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;
- সংস্থার বিভিন্ন কমিটিতে এ বিভাগের প্রতিনিধিত্ব রেখে কমিটির কার্যক্রমকে সহায়তাকরণ;
- পিডিবিএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report) প্রণয়ণে সহায়তা প্রদান; এবং
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যাবলী পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।

পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত সম্ভাব্য নতুন প্রকল্প:

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

০১) **প্রকল্পের নাম** : **"পিডিবিএফ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প**

মেয়াদ : জুলাই, ২০২৪ থেকে জুন, ২০২৭ পর্যন্ত

প্রাক্কলিত ব্যয় : মোট ব্যয় ৪৯৭০.৫০ লক্ষ টাকা

বর্তমান অবস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক প্রস্তাবিত "পিডিবিএফ এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় উচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে (সবুজ পাতায়) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের MAF সহ প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প যাচাই কমিটিতে "পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয় স্থাপনের জন্য ঢাকা শহরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়পূর্বক গণপূর্তের রেইট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন ও নকশা প্রণয়নপূর্বক ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে" মর্মে সিদ্ধান্ত রয়েছে। জমি ক্রয়/অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত জমি অধিগ্রহণ/ক্রয় সম্পন্ন করে গণপূর্তের রেইট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন ও নকশা প্রণয়নপূর্বক ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।

০২) **প্রকল্পের নাম** : **"ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।**

মেয়াদ : জুলাই, ২০২৪ থেকে জুন, ২০২৯ পর্যন্ত

প্রাক্কলিত ব্যয় : মোট ব্যয় ৭৪২৬৬.৭৪ লক্ষ টাকা

বর্তমান অবস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক প্রস্তাবিত "ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় উচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে (সবুজ পাতায়) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের MAF সহ প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা সম্পন্ন হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের প্রস্তাবিত জনবল অর্থবিভাগ হতে অনুমোদিত। প্রকল্প যাচাই কমিটিতে "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা অনুযায়ী সর্বশেষ এনইসি-একনেক অনুবিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত হালনাগাদ ফরমেট অনুযায়ী ৩য় পক্ষের মাধ্যমে প্রকল্প সম্ভাব্যতা জরিপটি সম্পন্ন করে পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।" মর্মে সিদ্ধান্ত রয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩য় পক্ষের মাধ্যমে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩য় পক্ষের মাধ্যমে প্রণয়নকৃত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা দ্রুত সম্পন্ন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।

নতুন প্রণয়নকৃত প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

০১) **প্রকল্পের নাম** : **প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদেও শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগীতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দুরীকরণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প।**

মেয়াদ : জুলাই, ২০২৫ থেকে ৩০ জুন, ২০৩০ পর্যন্ত

বর্তমান অবস্থা : ডিপিপি প্রণয়ণের কাজ চলমান, যা সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

০২) **প্রকল্পের নাম** : **"স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প।**

মেয়াদ : জুলাই, ২০২৫ থেকে ৩০ জুন, ২০৩০ পর্যন্ত

বর্তমান অবস্থা : ডিপিপি প্রণয়ণের কাজ চলমান, যা সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

০৩) প্রকল্পের নাম : **"পিডিবিএফ সুফলভোগী সদস্যদের আয়-উৎসারী ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান" শীর্ষক প্রকল্প**
মেয়াদ : জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০৩০ পর্যন্ত
বর্তমান অবস্থা : ডিপিপি প্রণয়ণের কাজ চলমান, যা সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

০৪) প্রকল্পের নাম : **"সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প**
মেয়াদ : জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০৩০ পর্যন্ত
বর্তমান অবস্থা : ডিপিপি প্রণয়ণের কাজ চলমান, যা সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে পিডিবিএফ কর্তৃক বিসিসিটি'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত চলমান প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

১) **প্রকল্পের নাম:** "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প।

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন : বিসিসিটি
প্রশাসনিক অনুমোদন : ১৭/০৯/২০২০ খ্রিঃ
প্রকল্প পরিচালক : **জনাব মোঃ রেজাউল করিম**, ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, পিডিবিএফ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য:

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশান, কমিউনিটি ক্লিনিক, গুচ্ছগ্রাম, হাটবাজার, রাস্তাঘাট এবং জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ আলোকিতকরণসহ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভূমিকা রাখা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- গ্রীন হাউজ গ্যাস বিশেষ করে কার্বনডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে রাস্তা আলোকিতকরণ;
- সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে CO_2 নির্গমন কমানো;
- সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর নির্ভশীলতা হ্রাস করণ;
- রাত্রিকালীন বাণিজ্য প্রসার ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে নাগরিক সুবিধা প্রদান; এবং
- নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের কর্মএলাকা:

বিভাগ	*জেলার নাম*	*উপজেলা*	*ইউনিয়ন*
খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	১. আলুকদিয়া ইউনিয়ন, ২. বেগমপুর ইউনিয়ন, ৩. কুতুবপুর ইউনিয়ন, ৪. মোমিনপুর ইউনিয়ন, ৫. পদ্মবিলা ইউনিয়ন, ৬. শংকরচন্দ ইউনিয়ন ও ৭. তিতুদহ ইউনিয়ন।
১টি	১টি	১টি	৭টি

৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি: শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৮৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

০২) প্রকল্পের নাম: "গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্গত জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলায় কার্বন নির্গমণ হ্রাস ও পরিবেশ উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প:

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
বাস্তবায়নকাল	: অক্টোবর, ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন	: বিসিসিটি
প্রশাসনিক অনুমোদন	: ২২/১০/২০২০ খ্রিঃ
প্রকল্প পরিচালক	: **জনাব মোঃ শরীফ উদ্দিন তালুকদার**, ভারপ্রাপ্ত যুগ্মপরিচালক, পিডিবিএফ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

মূল উদ্দেশ্য:

- গ্রীন হাউজ গ্যাস বিশেষ করে কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে রাস্তা আলোকিতকরণ;
- সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যেমে আর্থিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ও জনগণের উন্নয়ন করা; এবং
- জাতীয় গ্রিড বা বিদ্যুতের উপর চাপ কমানো।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

- সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর নির্ভশীলতা হ্রাস পাবে; এবং
- বিকল্প নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করা।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: জুড়ী ও বড়লেখা উপজেলা, মৌলভীবাজার।

৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি: জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৩৭৩টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৭৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

০৩) প্রকল্পের নাম: "গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালীপাড়া এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
বাস্তবায়নকাল	: জুলাই, ২০২০ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয়	: ২০০.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়ন	: বিসিসিটি
প্রশাসনিক অনুমোদন	: ২৭/১২/২০২০ খ্রিঃ
প্রকল্প পরিচালক	: **জনাব আব্দুল আউয়াল**, ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক, পিডিবিএফ

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

মূল উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে সকল রাস্তাসমূহ আলোকিতকরণসহ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভূমিকা রাখা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

- গ্রীন হাউজ গ্যাস বিশেষ করে কার্বনডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে রাস্তা আলোকিতকরণ;
- সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে CO_2 নির্গমন কমানো;
- সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর নির্ভশীলতা হ্রাস করণ;
- রাত্রিকালীন বাণিজ্য প্রসার ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে নাগরিক সুবিধা প্রদান; এবং
- নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের কর্মএলাকা:

বিভাগ	জেলার নাম	উপজেলা	ইউনিয়ন
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	১। জালালাবাদ, ২। বৌলতলী, ৩। শুকতাইল, ৪। চন্দ্রদিঘলীয়া, ৫। গোপীনাথপুর, ৬। পাইককান্দি, ৭। উরফি, ৮। রতিফপুর, ৯। সাতপাড়, ১০। সাহাপুর, ১১। হরিদাসপুর, ১২। উলপুর, ১৩। নিজড়া, ১৪। করপাড়া, ১৫। দুর্গাপুর, ১৬। কাজুলিয়া, ১৭। কাঠি, ১৮। মাঝিগাতী, ১৯। রঘুনাথপুর, ২০। গোবরা, ২১। বোড়াশী।
		টুঙ্গিপাড়া	১। কুশলি, ২। বর্ণি, ৩। গোপালপুর, ৪। পাটগাতি, ৫। ডুমুরিয়া।
		কোটালীপাড়া	১। কালিবাড়ী, ২। সদুল্লাপুর, ৩। রামশীল, ৪। বান্দাবাড়ী, ৫। কুশলা, ৭। হিরণ, ৮। ঘাঘর, ৯। আমতলি, ১০। গুয়াগ্রাম, ১১। পিঞ্জরী, ১২। কান্দি।
১টি	১টি	৩টি	৩৮টি

৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি: ১৫০ টি সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতির মধ্যে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মোট ১৫০টি সৌর স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের পূর্বে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের তথ্য
	এডিপিভুক্ত প্রকল্প	
০১	"দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প।	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩৩৪.২৯ কোটি টাকা **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৮ **অগ্রগতি:** আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
০২	"পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন-এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প।	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৮.৮০ কোটি টাকা **বাস্তবায়নকাল:** মার্চ, ২০১৪ থেকে মার্চ, ২০১৭ **অগ্রগতি:** আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৮৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
০৩	"প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ (প্রথম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট ৭০০৬.০০ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১ **অগ্রগতি:** আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৪৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯০.৯১%।
০৪	"হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্প।	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট ৩৯৬৭.৪৬ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১ **অগ্রগতি:** আর্থিক অগ্রগতি ৫৫.৩৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ৭৮.১৪%।

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নের তথ্য
০৫	"বাংলাদেশের বিদ্যুৎবিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট ৩৩০৮.৪২ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়নকাল:** মার্চ, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ **অগ্রগতি:** আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.০৯% ও বাস্তব অগ্রগতি ৮১.২২%।
০৬	"আলোকিত পল্লী সড়কবাতি" শীর্ষক প্রকল্প	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** মোট ৫১৫৮.৭৯ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই, ২০১৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত **অগ্রগতি:** আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৪৪% ও বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৬২%।
০৭	"সিলেট সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন শহরতলী ও সদর উপজেলাধীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ মার্কেট এবং ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে Solar Street Light স্থাপন" শীর্ষক কর্মসূচি।	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৮২০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি) **বাস্তবায়নকাল:** মে, ২০১৬ থেকে জুন, ২০১৭
	বিসিসিটিভুক্ত প্রকল্প	
০৮	"বাংলাদেশ জলবায়ু দূর্গত এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৯৫০.২৯ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়নকাল:** জানুয়ারি, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪
০৯	"ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প।	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** ২৪৯৫.২০ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৬
১০	"দক্ষিণাঞ্চলের উপকুলীয় এলাকায় সোলার এর মাধ্যমে বি-লবণীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১০০০.০০ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়নকাল:** অক্টোবর, ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬
১১	"জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের প্রাক্তন ছিটমহল এলাকায় সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ" শীর্ষক প্রকল্প	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩০০.০০ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই, ২০১৭ থেকে মার্চ, ২০১৯ **অগ্রগতি:** আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.০৩% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
১২	"জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য চিরিরবন্দর ও খানসামা উপজেলা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাস্তাসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধনী)" শীর্ষক প্রকল্প	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪০০.০০ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ **অগ্রগতি:** আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৫২% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
১৩	"জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য কুমারখালী ও খোকসা উপজেলা এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাস্তাসমূহে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধনী)" শীর্ষক প্রকল্প	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৯৯.৮৭ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২২ **অগ্রগতি:** আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৪৫% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।
১৪	"গ্রীনহাউস গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প	**প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১০০.০০ লক্ষ টাকা **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই, ২০২০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত **অগ্রগতি:** আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৭৪ % ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৬ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

মাঠ সমীক্ষা ও সারথি প্রকল্পসহ বিভিন্নমুখী কার্যক্রম সূচনার লক্ষ্যে বিগত ২০২০ সাল হতে পিডিবিএফ-এ "গবেষণা ও প্রশিক্ষণ" নামে একটি নতুন বিভাগ সংযোজিত হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ আয়োজনা করা এবং প্রতিষ্ঠানের সুফলভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন এবং তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নিজ উদ্যোগে এবং সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ এ বিভাগের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়ার্কশপ এবং সভা-সেমিনার আয়োজন করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ ।

ইতোমধ্যে ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২১ সময়কালে পিডিবিএফ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর সাথে যৌথভাবে "বিপন্ন হাওর: উন্নয়ন অন্বেষা" শীর্ষক একটি সরেজমিন গবেষণা পরিচালনা করে।

বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: আয় উৎসারী, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন:

- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং উপকারভোগীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি উপকারভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন, আয় উৎসারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর দক্ষতা উন্নয়ন ও প্যারাটেক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে; এবং
- এই প্রশিক্ষণের ফলে উপকারভোগীগণ দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তরিত হচ্ছে এবং ঋণের টাকা সঠিক খাতে ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে;

জুন, ২০২৪ পর্যন্ত পিডিবিএফ ৫.৮৪ লক্ষ উপকারভোগীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

এ বিভাগের কার্যক্রম:

- সুফলভোগী সদস্য এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র (এপিএ) আলোকে সুফলভোগী সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা;
- পিডিবিএফ-এর কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করা;
- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ (যেমন, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস/জাতীয় কন্যা দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস, উদযাপন);
- প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য পিডিবিএফ-এর বিভিন্ন বিভাগের এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রিসোর্স পারসন/ প্রশিক্ষক ও সহায়কগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন;
- পিডিবিএফ-এর কর্মীদের দেশী/ বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যোগাযোগ সংক্রান্ত চিঠি পত্র প্রস্তুত ও প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন তৈরী;
- উপ-পরিচালকের সম্মেলন, অন্যান্য মিটিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রেজুলেশন লেখা ও প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন;
- জেন্ডার, সামাজিক সচেতনতা, মানবিক উন্নয়ন ও আইনগত অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে কর্মী ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন করে তৎসংক্রান্ত মডিউল ও ক্যারিকুলাম প্রস্তুত করা;

- সুফলভোগী সদস্যদের সামাজিক উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম সহায়িকা তৈরী, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী ও বিতরণ;
- প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা;
- উন্নয়ন মেলাসহ বিভিন্ন মেলাতে সুবিধাভোগী সদস্যদের প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী প্রদর্শনীর আয়োজন করা; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনের উদ্যোগ গ্রহণ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কার্যক্রম:

ক্রম		কার্যক্রম	অর্জন
০১	**প্রশিক্ষণ**		
	১.১	সুফলভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৬৭৭৫
	১.২	সুফলভোগী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৪৬৩০
০২	**প্রশিক্ষণ ও সভা**		
	২.১	আঞ্চলিক প্রধান ও অডিট দল নেতাদের ভার্চুয়াল সভা	০৭ টি
	২.২	ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা	০৪ টি
	২.৩	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০২ টি
	২.৪	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা	০১ টি
	২.৫	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয় অবহিতকরণ সংক্রান্ত কর্মশালা	০১ টি
	২.৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ)	০১ টি
	২.৭	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আঞ্চলিক প্রধানবর্গ, পিডিবিএফ)	০১ টি
০৩	**বিভিন্ন দিবস উদযাপন**		
	৩.১	মহান বিজয় দিবস	০১ টি
	৩.২	শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস	০১ টি
	৩.৩	আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও জাতীয় কন্যা দিবসে প্রতিনিধি প্রেরণ	০১ টি
	৩.৪	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস	০১ টি

প্রায়োগিক গবেষণা: নবতর উদ্যোগ

- পিডিবিএফ সম্প্রতি "গবেষণা ও উন্নয়ন" নামে একটি নতুন বিভাগ গঠনের মাধ্যমে মাঠ সমীক্ষা ও সারথি প্রকল্পসহ বিভিন্নমুখী কার্যক্রম সূচনার উদ্যোগ নিয়েছে; এবং
- পিডিবিএফ গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০২১ সময়কালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এ সাথে যৌথভাবে "বিপন্ন হাওর: উন্নয়ন অন্বেষা" শীর্ষক একটি সরেজমিন গবেষণা পরিচালনা করে।

গবেষণার প্রক্ষেপণ:

- পিডিবিএফ-এ গবেষণার ফলাফলের নিরিখে দারিদ্র্যের মানচিত্র (Poverty Mapping) এবং দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও পর্যায় নিরূপণের (Poverty Tracking) মাধ্যমে বিশেষ ভৌগলিক এলাকা হিসেবে হাওর অঞ্চলে বিরাজমান ভিন্নতর আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করবে; এবং
- আগামীতে পিডিবিএফ বরেন্দ্র, চলনবিল, চরাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলের জন্য স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ও সম্পৃক্তির মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করে এলাকাভিত্তিক বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

০১। বাস্তবায়িত একক গবেষণা:

পিডিবিএফ-এর বিভাগীয় মামলার রায় বিশ্লেষণ: এ গবেষণায় ২১ ডিসেম্বর ২০২২ হতে ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত পিডিবিএফ-এর বিভাগীয় মামলার রায় বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতা, অপরাধ প্রবণ অঞ্চল, অপরাধের ধরণ, অপরাধের সাথে বয়স, চাকুরিকাল, গ্রেড, পদবীসহ অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্কের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও কারণ উদঘাটন করা হয়।

০২। বাস্তবায়িত যৌথ গবেষণা:

বিপন্ন হাওর: উন্নয়ন অন্বেষা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ও পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো আকস্মিক প্রাক-মৌসুমী বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করে হাওরের উন্নয়নের জন্য করণীয় সম্পর্কে সরকারের নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান এবং নির্দিষ্ট সময় পর হাওরের জন্য গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করা। গবেষক দল সংগ্রহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সুপারিশসহ খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে।

এ বিভাগ হতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার ও কর্মশালার জন্য নিম্নলিখিত কন্টেন্টসমূহ তৈরিতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে:

ক্রম	বিষয়	ধরন
০১	Human Resource Management Framework	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
০২	Time and Risk Management	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
০৩	Management Skills and Team Building	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
০৪	NIS in Achieving Good Governance	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
০৫	Leadership Behaviors and Practices and their Impact on Strategic Process	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
০৬	Principles of Strategic Planning for Leadership Teams	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
০৭	Self-Analysis	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
০৮	Align Stakeholders behind Vision	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
০৯	Building Trust and Maintaining it	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
১০	Co-creation with Stakeholders in Change Management	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
১১	Innovation in Strategic Planning	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
১২	Links Between Different Level of Strategy within an organization	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
১৩	Strategic Planning from vision to action and exercise	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
১৪	Vision of Bangabandhu for a corruption and exploitation free Bangladesh	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
১৫	Problem Solving and Decision Making in Public Organization	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
১৬	Tools, techniques, and processes that support and inform decision-making and policy.	প্রশিক্ষণ কন্টেন্ট
১৭	Management approaches in integrated rural development. The use of state-of-the-art technology in support of IRD	কর্মশালা কন্টেন্ট
	ফিনটেক: দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী অর্থায়নে চতুর্থ শিল্পবিপ-বের প্রযুক্তিসমূহ	কর্মশালা কন্টেন্ট
	পল্লী অর্থায়নে ইনোভেশন	কর্মশালা কন্টেন্ট
	চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচন: আগামীর পথরেখা	কর্মশালা কন্টেন্ট

অন্যান্য:

ক্রম	বিষয়	বর্ণনা
০১	পিডিবিএফ: দারিদ্র্য জয়ের অভিযাত্রা	পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্পর্কিত উপস্থাপনা
০২	পিডিবিএফ: কৌশলপত্র	পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম, ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষিত সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা
০৩	স্থিরচিত্রে কার্যক্রম পরিক্রমা	পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্পর্কিত সচিত্র উপস্থাপনা

৪.৭ নিরীক্ষা শাখা :

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা, সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দাপ্তরিক কাজে শৃংখলা প্রতিষ্ঠাসহ সার্বিক কার্যক্রমের ত্রুটি বিচ্যুতি হ্রাস করণের লক্ষ্যে পিডিবিএফ-এ একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং শক্তিশালী নিরীক্ষা শাখা রয়েছে। নিরীক্ষা শাখার আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে ১০টি আঞ্চলিক নিরীক্ষা দল রয়েছে। যার মাধ্যমে ধারাবাহিভাবে ৪০৩ টি উপজেলা/অনুশাখা কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়সহ ২৭ টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিয়মিত পঞ্চমাত্রিক নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

পিডিবিএফ-এ অভ্যন্তরীণ অডিট শাখার অধীন পঞ্চমাত্রিক অর্থাৎ ৫ ধরণের অডিট কার্যক্রম চালু রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় পিডিবিএফ-এ যোগদানের পর সার্বিক কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ আর্থিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং স্বীয় দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২ সালে নতুন কর্মসৃজন 'স্ব-নিরীক্ষা কার্যক্রম' শুরু করেন। পিডিবিএফ-এর ৪০৩টি উপজেলা/অনুশাখা কার্যালয় এবং ২৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়সহ ১০ টি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে নিয়মিতভাবে স্ব-নিরীক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রতি আর্থিক বছরে ০২ বার স্ব-নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখার লক্ষ্যে পিডিবিএফ-এর অভ্যন্তরীণ অডিট শাখা ১০ টি আঞ্চলিক অডিট টিমের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করছে।

নিরীক্ষা শাখা কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত বহুমাত্রিক নিরীক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ:

ক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	অগ্রগতি (সংখ্যা)
০১	উপজেলা, আঞ্চলিক এবং প্রধান কার্যালয়ে পূর্নাঙ্গ নিরীক্ষা সম্পাদন	১৩৪টি
০২	বিশেষ অডিট সম্পাদন	৩৭ টি
০৩	স্ব-নিরীক্ষা সম্পাদন	২৫১ টি
০৪	পূর্ণাঙ্গ ও বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট উপস্থাপন	১৭১ টি
০৫	পিডিবিএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অবসর কার্যকরকল্পে দায়-দেনা সংক্রান্ত নথির কার্যক্রম সম্পাদন	১০৪ টি
০৬	অভিযোগ এবং বিভাগীয় মামলার তদন্ত (যুগ্মপরিচালক কর্তৃক)	২০ টি
০৭	প্রধান কার্যালয়ে আর্থিক নথি পূর্ব নিরীক্ষা (Pre-audit) সম্পাদন	৯১৫ টি
০৮	পিডিবিএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত পূর্বনিরীক্ষা	৯৭ টি
০৯	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণী কার্যক্রম সম্পাদন	৫৪ টি
১০	বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিল পরিশোধ ও প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পূর্ব নিরীক্ষা সম্পন্ন	১৬ টি
১১	মাঠ পর্যায়সহ প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের ভ্রমণ বিল নথি পরীক্ষা	৫২০ টি
১২	মাঠ পর্যায়ে তহবিল প্রেরণ সংক্রান্ত নথির পূর্ব নিরীক্ষা সম্পন্ন	২৬ টি

নিরীক্ষা শাখার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন ও কর্মসাফল্য:

(ক) পিডিবিএফ-এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা, কার্যালয়ে সার্বিক কার্যক্রমে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও স্বীয় দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল কার্যালয়ে স্ব-নিরীক্ষা (Self audit) কার্যক্রম চালু রয়েছে;

(খ) আঞ্চলিক নিরীক্ষা দল (১০ টি) কর্তৃক মে এবং জুন/২০২৪ মাসে উপজেলা/অনুশাখা কার্যালয়ে খেলাপী ঋণ আদায়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন। মে এবং জুন/২০২৪ মাসে ২৪৪ টি উপজেলা/অনুশাখা কার্যালয় পরিদর্শন, ৩৯০ টি সমিতি পরিদর্শন এবং ২৬,৩৮,৯০৬/- টাকা খেলাপী আদায় করা হয়েছে।

(গ) সকল ধরণের আর্থিক নথির প্রি-অডিট, অবসরজনিত দায়-দেনা এবং চুড়ান্ত পাওনার বিষয়ে যথাসময়ে নিরীক্ষা শাখা কর্তৃক ১০০% কার্য সম্পন্ন।

স্ব-নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নঃ

পিডিবিএফ-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করা, প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দাপ্তরিক কাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও স্বীয় দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি, সার্বিক কার্যক্রমের ত্রুটি-বিচ্যুতি হ্রাস করা এবং চলমান নিরীক্ষা কার্যক্রমের সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের উদ্ভাবনশীল ধারণা হতেই ২০২১-২০২২ অর্থবছর থেকে প্রতিষ্ঠানে স্ব-নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও চলমান রয়েছে।

স্ব-নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুফলঃ

- সুফলভোগী সদস্যদের ঋণ বিতরণ ও তাদেও নিকট থেকে ঋণ আদায় এবং এ সংক্রান্ত নথিপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ, ঋণ আদায়ের গতি প্রকৃতি, বকেয়া ঋণের পরিস্থিতি এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে তা স্ব-নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উঠে আসে। স্ব-নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;

- সমিতির সদস্যগণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা ও প্রণোদনা ঋণ গ্রহীতাগণ পিডিবিএফ-এর বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় পরিকল্পের সাথে সম্পৃক্ত। সদস্যদো নিকট হতে গৃহীত সঞ্চয় জমা ও উত্তোলন সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ যথারীতি হিসাবভুক্ত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষাপূর্বক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হচ্ছে;

- স্ব-নিরীক্ষাকালে অফিসে ও মাঠকর্মীদের হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মাচার লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে তা বিবৃত হয়;

- ঘূর্ণায়মান ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, বিশেষত: বন্টন ও ব্যবহারের দ্বৈততা ও বৈষম্য পরিহার করা হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা, প্রতিষ্ঠান ও ঋণ গ্রহীতার স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ঋণ মঞ্জুর ও আদায় পদ্ধতি, ঋণের যথাযথ ব্যবহার তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষার অপরিহার্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে;
- প্রথাগত খাতের বাইরে বিভিন্ন খাতে/অণুশিল্পে ঋণ ব্যবহার উৎসাহিতকরণে কর্মীগণ কি ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করছে তা এ নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হচ্ছে;

- দীর্ঘদিনের মেয়াদ খেলাপী ঋণ আদায়ের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা ও কর্মীদের এ কার্যক্রমে সচেতন প্রচেষ্টা আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণপূর্বক মতামত প্রদান করা হচ্ছে;

- হিসাব সংরক্ষণের গুণগত মান ও এ সংক্রান্ত রেকর্ড ব্যবস্থাদি, যেমন, হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ পরীক্ষা, নগদান বহি, সাধারণ বহি, ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র, ঋণ চুক্তি সংক্রান্ত দলিলপত্র, বিল-ভাউচার পরীক্ষাপূর্বক অসঙ্গতি (যদি থাকে) চিহ্নিত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়; এবং

- স্ব-নিরীক্ষা কার্যক্রম কেবলমাত্র পিডিবিএফ-এর উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়ে নয়, বরং সকল আঞ্চলিক কার্যালয়, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ/শাখায় পরিব্যপ্ত করা হয়েছে। এটি নিয়মিত চর্চাভুক্তির মাধমে একটা কার্যকর পরিবীক্ষণ সহায়িকা (Effective monitoring tools) হিসেবে কাজ করছে।

সর্বোপরি, পল্লী ঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য যেমন প্রশিক্ষণ সহযোগে আয় উৎসারী কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ, স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারণ, পল্লী এলাকায় অর্থায়ন/বিনিয়োগ ও নবসম্পদ সৃজন, সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লীর জনগণ ও জনপদের উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য মোচনে কিভাবে ভূমিকা রাখছে তা স্ব-নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হচ্ছে।

নিরীক্ষা শাখার চ্যালেঞ্জসমুহঃ

- পিডিবিএফ-এর সকল স্তরের কার্যালয়সমূহে প্রতি বছরে অন্তত একবার নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা;
- উপজেলা/অনুশাখা কার্যালয়ে নিরীক্ষাকালীন সময়ে নিরীক্ষা দল কর্তৃক সকল প্রকার পাশবই ১০০% মিলকরণকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা, বিশেষত: অনুপস্থাপিত পাশবই উপস্থাপনে কার্যকর ভুমিকা পালন এবং পাশবই উপস্থাপন না করার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানপূর্বক অপ্রাপ্ত পাশবইয়ের বিষয়ে পরবর্তী করনীয় নির্ধারণ করা;
- উপজেলা/অনুশাখা কার্যালয়ে অর্থ আত্মসাৎ,তহবিল তছরুপ, আর্থিক অনিয়ম এবং অস্বাভাবিক খেলাপী বৃদ্ধি রোধকল্পে নিরীক্ষা কার্যক্রমকে আরও কার্যকরী ও শক্তিশালীকারণ করা ;

- বিগত সময়ে সম্পাদিত পূর্ণাঙ্গ অডিটের অনিষ্পন্ন আপত্তি সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিরীক্ষা অনুসৃতি (Follow up) পুনঃসচলীকরণের জন্য একটি অনুসৃতি ডেস্ক গঠন করে তার মাধ্যমে নিয়মিত নিরীক্ষা অনুসৃতি (Follow up) সম্পন্ন করা;
- প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষ শাখায় উপযুক্ত ও দক্ষ জনবল পদায়নসহ আঞ্চলিক নিরীক্ষা দলে ঘাটতি জনবল পদায়ন করা;
- নিরীক্ষা কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা; এবং
- আঞ্চলিক নিরীক্ষা দলের সকল কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

নিরীক্ষা শাখার সমস্যাসমূহ:

- নিরীক্ষা শাখার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার সংকট ব্যাপকভাবে বিদ্যমান;
- নিরীক্ষা শাখার কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট-এর ঘাটতি রয়েছে (যেমন: কম্পিউটার যন্ত্রপাতি, প্রিন্টার ইত্যাদি); এবং
- নিরীক্ষা শাখায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলমারি না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় নথিপত্রাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

নিরীক্ষা শাখার ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

- পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়ন, ঋণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠ হিসাব ব্যবস্থাপনা, সকল কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও সর্বোপরি সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বাতাবরণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি কার্যালয়ে স্ব-নিরীক্ষা (Self audit) কার্যধারা অব্যাহত রাখা;
- প্রধান কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিশেষ নিরীক্ষা সম্পাদন করা;
- পিডিবিএফ-এর সকল স্তরের কার্যালয়সমূহে অধিক সংখ্যক আকস্মিক নিরীক্ষা সম্পাদন করা;
- আর্থিক, প্রশাসনিক ও ঋণ শৃঙ্খলার ব্যত্যয় ঘটেছে এরূপ কার্যালয়সমূহে বিশেষ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা;
- পিডিবিএফ, সম্প্রসারণ প্রকল্প ২য় পর্যায় (অনুমোদিত) বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্ম এলাকা বিস্তৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় পূনর্বিন্যাসসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- আঞ্চলিক নিরীক্ষা দল পুনর্বিন্যাসকরণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিরীক্ষা কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক গতিশীলতা আনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- অনুসৃতি ডেস্কে (Follow up desk) জনবল বৃদ্ধি করে নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা;
- নিরীক্ষা কার্যক্রম ব্যয় সাশ্রয়ী, উৎপাদনশীল ও আধুনিকায়ন করা; এবং
- প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা শাখার কর্মকর্তাগণের এবং অঞ্চল পর্যায়ের নিরীক্ষা দলের সদস্যগণের স্ব-স্ব দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক কাজের বিবরণ (Job description) অধিকতর সুনির্দিষ্ট করা।

আঞ্চলিক অডিট টিমের কার্যক্রম:

পিডিবিএফ কর্তৃক জারিকৃত বিধি বিধান, সার্কুলার, বিভিন্ন প্রকার নির্দেশনা ইত্যাদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নিয়মিতভাবে অবহিত করা। এ লক্ষ্য সামনে রেখে পিডিবিএফ নিরীক্ষা শাখা প্রধান কার্যালয়, উপপরিচালকের কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয় পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা কার্যক্রম, আকস্মিক নিরীক্ষা বিষয়ভিত্তিক নিরীক্ষা, ফরমায়েশী/অভিযোগ নিরীক্ষা ও অনুসৃতি নিরীক্ষাসহ (Follow-up audit) পাঁচ ধরণের নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করে আসছে।

নিরীক্ষা কার্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা কার্যালয় ও উপপরিচালকের কার্যালয় সমূহে যে সকল কার্য সম্পাদন করা হয় তা হল: ঋণ অনুমোদন বিতরণ ও আদায় প্রক্রিয়া যাচাই, সমিতির সাংগঠনিক নথি ও ঋণের নথি সংরক্ষণ প্রক্রিয়া পরীক্ষা, সদস্যদের আমানত/সঞ্চয় আদায়, জমা ও ফেরত পরীক্ষা, সমিতি পরিদর্শনকালীণ আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণের ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ফোরাম বাস্তবায়নসহ সদস্য বাছাই প্রক্রিয়া যাচাই করা, সদস্যদের পাশবহি স্থিতি ও ডব্লিউসিএফ/আদায় বিবরণী স্থিতি মিলকরণ, আর্থিক আয়-ব্যয় ও বিল ভাউচার পরীক্ষা, বাজেট ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা, স্থায়ী সম্পদের

রেজিষ্টার-এর সাথে সরেজমিনে স্থায়ী সম্পদ পরীক্ষা করা। এছাড়াও নিরীক্ষাকালে কার্যালয়/শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ও তাদের ব্যবহার, উপজেলা অফিসের পাস-বহি রক্ষণাবেক্ষণ,

স্বয়ম্ভরতাসহ পূর্ববর্তী বছরের সাথে বর্তমান নিরীক্ষা বছরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ, মাঠ কর্মীওয়ারী কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর মতামত/সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

আঞ্চলিক অডিট টিমের কর্ম পরিসরঃ

ক্রম	*অডিট অঞ্চলের নাম*	*আওতাধীন অঞ্চলের নাম*	*আওতাধীন কার্যালয়ের সংখ্যা*
০১	কুমিল্লা	কুমিল্লা	৩০
০২	বগুড়া	বগুড়া, নাটোর, পাবনা ও টাঙ্গাইল	৬৫
০৩	নরসিংদী	নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ	৩৩
০৪	দিনাজপুর	দিনাজপুর, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও ও রংপুর	৬০
০৫	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও জামালপুর	৪৯
০৬	খুলনা	খুলনা, পিরোজপুর ও সাতক্ষীরা	৪৬
০৭	বরিশাল	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পটুয়াখালী	৪৮
০৮	মাগুরা	মাগুরা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া ও শরিয়তপুর	৫৫
০৯	ঢাকা	ঢাকা	২৪
১০	সিলেট	সিলেট	১৯
		মোট	**৪৩০**

সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখা নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করছে।

৫.০ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

(GPMS-Government Performance Management System)

৫.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA-Annual Performance Agreement):

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল। সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা, সেবা প্রদানের গতিশীলতা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় সরকার ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের সার্বিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (performance indicators) ও তা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা (targets) নির্ধারণপূর্বক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব ও পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অর্জন

সূচক	*লক্ষ্যমাত্রা*	*অর্জন*	*অর্জন*
সুফলভোগীর সংখ্যা	১.০৮	১.০৯৩	১০১%
অনানুষ্ঠানিক সমিতির সংখ্যা	৫০০	৫০১	১০০%
ঋণ বিতরণ (কোটি)	১৭১৮.০০	১৭৩৭.০১	১০১%
ঋণ আদায় (কোটি)	১৭১৮.০০	১৭৪৯.৯৫	১০১%
বার্ষিক ঋণ আদায়ের হার	৯৭%	৯৮%	১০১%
ঋণ গ্রহীতা	৩.১৮	৩.২১	১০১%
আত্ম-কর্মসংস্থানের আওতায় সুফলভোগীর সংখ্যা	২.১৫	২.১৭	১১১%
আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত গ্রামীণ মহিলাদের সংখ্যা	১.০২	১.০৫৪	১০৩%
ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত মূলধন (কোটি)	৩৫.০০	৩৫.৫৫	১০১%
আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান (লক্ষ)	০.০৪৬	০.০৪৬	১০০%
সুফলভোগী সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ (লক্ষ)	০.০৬৭	০.০৬৮	১০১%

৫.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS-National Integrity Strategy):

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) দুর্নীতির বিরুদ্ধে ***"শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি* (Zero Tolerance Policy)"** অনুসরণ এবং শুদ্ধতার বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠানটির নীতিগত অবস্থান প্রশংসিত হয়েছে। নীতি ও ন্যায্যতার শ্রেয় ধারণা ও অনুশীলনের (Better Ideas & Practices) প্রয়োগ প্রতিষ্ঠানটিকে ভিন্ন উচ্চতায় আসীন করেছে। পিডিবিএফ "শুদ্ধতায় পথ চলার" অনুশীলন অব্যাহত রেখেছে। যার ফলশ্রুতিতে পিডিবিএফ ২০২০-২১ এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিমাপকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে।

পিডিবিএফ দুর্নীতির তাৎপর্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনুধাবন করে পিডিবিএফ-এর কর্ম পরিসরে অসদাচরণ, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অর্থ/তহবিল/সম্পদ আত্মসাৎ, অর্থপাচার (Money Laundering), জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ আহরণ, অভ্যাসগত দুর্নীতি পরায়ণতা, উৎকোচ গ্রহণ, প্রতারণা, জালিয়াতি, যৌন হয়রানি, অসামাজিক কার্যকলাপ ও বিভিন্ন প্রকরণের নৈতিক স্খলন,

ক্ষমতার অপব্যবহার, কর্তব্যে অবহেলা, ইন্টারনেটের অপব্যবহার (Internet Misuse) ও সাইবার অপরাধ (Cyber Crime), এমনকি প্রতিষ্ঠানের সুনাম হানির মত ব্যত্যয়সূচক আচরণ ও তৎপরতা প্রতিরোধ ও এ সকল অপরাধে যথাযথ শাস্তি বিধানের জন্য কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে।

০১) পিডিবিএফ-এর প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন বিভাগের শৃঙ্খলা শাখার কাজ পুনর্বিন্যাস করে সকল প্রশাসনিক ব্যত্যয় পরিহারকল্পে পরিবীক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে বিভাগীয় প্রধান, মাঠ পরিচালন-এর নেতৃত্বে অপর একজন বিভাগীয় প্রধান ও একজন যুগ্মপরিচালক-এর সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি সক্রিয়ভাবে যথাযথ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

০২) পিডিবিএফ-এর সকল বিভাগীয় মামলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ডিসেম্বর ২০২০ হতে অক্টোবর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার বিবরণ চেয়ারপার্সন, পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স ও সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা বরাবরে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর বিবরণ হতে প্রতীয়মান হবে যে, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানে পিডিবিএফ অবিচল ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং এক্ষেত্রে সকল অন্যায় প্রভাব পরিহারে সক্ষম হয়েছে।

০৩) পিডিবিএফ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিধায় সকল ঘটনায় আর্থিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী দায়-দেনা নির্ধারণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিভাগীয় প্রধান, অর্থ-এর নেতৃত্বে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট 'দায়-দেনা কিমিটি' গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিও আত্মসাৎকৃত অর্থ উদ্ধারে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে দায়-দেনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে যথাযথ আদালতে সার্টিফিকেট মামলা, মানিস্যূট, এমনকি অন্যবিধ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা রুজু করা হচ্ছে।

০৪) সম্প্রতি পিডিবিএফ নিরীক্ষা কার্যক্রম নিবিড়তর করেছে। অভ্যন্তরীণ নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি উদ্ভাবনধর্মী উদ্যোগ নিয়ে সমগ্র পিডিবিএফ ব্যাপী ***'স্ব-নিরীক্ষা কার্যক্রম'*** প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে, পিডিবিএফ-এর সকল আঞ্চলিক ও উপজেলা কার্যালয়সমূহ শতভাগে অডিট কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। অডিট প্রতিবেদন দৃষ্টে সকল দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, সরকারি নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

০৫) পিডিবিএফ-এর মাঠ পরিচালন কার্যক্রমেও দুর্নীতি ও অনিয়ম পরিহারের লক্ষ্যে সম্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে। ঋণ বিতরণ ও আদায় এবং সঞ্চয় আহরণ ও এ সংক্রান্ত তথ্য ধারণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির সংশ্লেষ থাকলে সে বিষয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ***তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক পরিবীক্ষণ*** জোরদার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করার জন্যে একজন যুগ্মপরিচালক-কে খেলাপী প্রশাসকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

০৬) পিডিবিএফ সম্প্রতি প্রধান কার্যালয়ের ক্রয় ও সহায়ক সেবা শাখার কর্মপদ্ধতিতেও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্নীতি বিরোধী কর্মকৌশল অবলম্বন করেছে। পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর অনুসরণে প্রয়োজ্য সকল ক্ষেত্রে ই-জিপির মাধ্যমে অথবা সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে পণ্য ও সেবা সংগ্রহ এবং যথোপযুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মান পরীক্ষার বিষয়ে বিশেষভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে।

০৭) প্রতিষ্ঠানের সকল তহবিল ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়েছে। ইতোমধ্যেই তহবিলের সিংহভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়েছে। তহবিল ব্যবস্থাপনায় সকল দুর্নীতি ও অনিয়ম পরিহার করে সুশাসন নিশ্চিত করা হয়েছে। ***এখন পিডিবিএফ সকল তহবিল সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাংকে ও সর্বোত্তম হারে বিনিয়োগের নীতি অনুসরণ করছে।***

০৮) পিডিবিএফ-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও দুর্নীতি বিরোধী কর্মকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পণ্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রেও পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে ই-জিপির মাধ্যমে অথবা সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে পণ্য ও সেবা সংগ্রহ এবং যথোপযুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মান পরীক্ষার বিষয়েও একইভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়েছে।

৫.৩ সেবা প্রদান শ্রতিশ্রুতি (Citizen Charter):

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) নাগরিক এবং সেবা দাতাদের মধ্যকার একটি চুক্তি (agreement) যেখানে সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত থাকে। এই সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। তাছাড়া, সেবা সংক্রান্ত তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করা, সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহি বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম গ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর করার জন্য দেশের ৫৫টি জেলার ৩৫৭ উপজেলায় ৪০৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে পিডিবিএফ নিম্নরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বহুমাত্রিক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে:

- সংহতি দল ও সমিতির মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিনির্মাণ;
- নতুন নতুন ধারণার ভিত্তিতে গৃহীত সঞ্চয় পরিকল্পসমূহ বাস্তবায়ন;
- আর্থিক সক্ষমতা ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সপ্তাহভিত্তিতে পরিশোধযোগ্য ক্ষুদ্র ঋণ পরিসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ক্ষুদ্র ঋণের বিকশিত নারী উদ্যোক্তাদের অপেক্ষাকৃত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান;
- স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের চলতি মূলধন আকারে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- সুফলভোগী সদস্যদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন;
- সমিতির সদস্যদের আয় উৎসারি কর্মকাণ্ডে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন; এবং
- পল্লীর বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন ও পল্লীর জনপদ আলোকিতকরণের লক্ষ্যে সৌরবিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির নির্ধারিত কর্ম-পরিকল্পনা'র আলোকে যথাযথভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

পিডিবিএফ-এর প্রতিশ্রুত সেবাসমূহের ধরন:

সেবা গ্রহীতাদের সেবা গ্রহণে সঠিক নির্দেশনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুত সেবাসমূহকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

ক) নাগরিক সেবা;

খ) প্রাতিষ্ঠানিক সেবা; এবং

গ) অভ্যন্তরীণ সেবা

পিডিবিএফ-এর কতিপয় নাগরিক সেবাসমূহ:

- অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীদের সমিতি গঠনে সহায়তা প্রদান;
- সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা প্রদান;
- সঞ্চয় আহরণ ও সংহতি দল গঠনে সহায়তা প্রদান;
- ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তি ও পরিশোধে সহায়তা প্রদান;
- নারী উদ্যোক্তা উদ্দীপন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;
- উদ্যোক্তা উদ্দীপন ও ক্ষুদ উদ্যোক্তা ঋণ (সেলপ) প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;
- বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;
- আয় উৎসারী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন;
- সোলার হোম সিস্টেম বিতরণের মাধ্যমে আলোকিত পল্লী সৃজন;
- সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতির মাধ্যমে পল্লীর সড়ক আলোকিতকরণ;

- বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে আয়োজন;
- উন্নয়ন মেলা, তথ্য প্রযুক্তি মেলাসহ বিভিন্ন সরকারি মেলায় সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শণীতে সহায়তা প্রদান;
- জনগণের সুবিধার্থে পিডিবিএফ এর নাগরিক সেবা সম্পর্কিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ; এবং
- তথ্য অধিকার আইন-এর আওতায় তথ্য প্রদান।

পিডিবিএফ-এর কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক সেবাসমূহ:

- বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সম্মেলন;
- বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মাঠ পর্যায়ে ঋণের চাহিদার আলোকে ঋণ অনুমোদন;
- সুলভোগীদের ঋণ পরিশোধ কর্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- তহবিলের চাহিদাপত্র প্রস্তুতকরণে সহায়তা প্রদান;
- বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন;
- পিডিবিএফ-এর অডিট সম্পাদনে প্রক্রিয়াকরণে সহায়তা;
- অডিট আপত্তির ব্রডসীট জবাব প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ;
- সরকারের SDGs বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন;
- দেশী বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন;
- পল্লীর জনগণের জীবন ও জীবিকায়ন সম্পর্কিত সরেজমিন গবেষণা সম্পাদন ও গবেষণা কার্যক্রম উন্মুক্তকরণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন; এবং
- তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পল্লী পরিসেবা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

পিডিবিএফ-এর কতিপয় অভ্যন্তরীণ সেবাসমূহ:

- নিয়োগ;
- পদোন্নতি;
- সিপিএফ ঋণ;
- ছুটি;
- জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট;
- শিক্ষা সহায়ক ভাতা;
- বুনিয়াদি, রিফ্রেসার্স, ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- কর্মচারী কল্যাণ তহবিল।

৫.৪ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS-Grievance Redress System):

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য'। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যে কোন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হিসেবে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

সরকারি দপ্তরের প্রতিশ্রুত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং সেবা ও পণ্যের মান সম্পর্কে নাগরিকের অসন্তোষ বা ক্ষোভ প্রশমনের একটি কার্যকর ক্ষেত্র বা প্লাটফরম হল অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা। মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির একটি অংশ হচ্ছে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা। গুরুত্ব বিবেচনায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর অষ্টম অধ্যায়ে ২৬২ (১) ও (২) সংখ্যক নির্দেশে নাগরিকগণের মতামত গ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে অভিযোগসমূহের প্রতিকার প্রদান এবং সংরক্ষণের কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণের অনুশাসন দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য:

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, কম সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও ভোগান্তি ছাড়া সেবা প্রদান এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বপ্রণোদিতভাবে সেবা প্রদানের এগিয়ে আসার মনোবৃত্তির বিকাশ

অভিযোগের প্রকৃতি:

ক) নাগরিক অভিযোগ (Public Grievance);

খ) অভিযোগ (Staff Grievance); এবং

গ) দাপ্তরিক অভিযোগ (Official Grievance)।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার প্রধান ধাপসমূহ:

- অভিযোগ দাখিল;
- অনলাইন (www.grs.gov.bd);
- অফলাইন-ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে;
- অভিযোগ যাচাই-বাছাই (অনিক কর্তৃক);
- অভিযোগের তদন্ত;
- অভিযোগের নিষ্পত্তি; এবং
- অভিযোগকারীকে অবহিতকরণ।

অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) নিয়োগ পদ্ধতি:

সকল সরকারি দপ্তরে সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা প্রতিকারের জন্য নিম্নরূপভাবে একজন কর্মকর্তাকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) হিসেবে দায়িত্বরত থাকেন:

জেলা, বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ের দপ্তর এবং অধিদপ্তর/সংস্থা/স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য দপ্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা হবে দপ্তর প্রধান অথবা তাঁর মনোনীত একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দপ্তরসমূহের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ে একজন অনিক থাকবে না।

অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)-এর কার্যপরিধি:

- প্রাপ্ত অভিযোগ প্রতিকারের কার্যক্রম গ্রহণ;
- অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করে যে সকল অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে, সেগুলো চিহ্নিতকরণ;
- সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট আইন-বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনের সুপারিশ প্রদান;
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা সংশোধন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আদর্শমান প্রবর্তন সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান;
- প্রাপ্ত অভিযোগ এবং প্রতিকার সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত কোন সংবাদ, প্রতিবেদন বা চিঠিপত্রে অভিযোগের উপাদান থাকলে সেগুলো পরীক্ষান্তে প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ;
- অভিযোগকারীকে অভিযোগের ফলাফল সম্পর্কে অবহিতকরণ;
- অভিযোগের রেকর্ড সংরক্ষণ; এবং
- অভিযোগ প্রতিকারের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

- জিআরএস সংক্রান্ত অধিকতর কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- অভিযোগ সুনির্দিষ্টকরণ, অনুসন্ধান ও তা যথার্থ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ;
- অভিযোগের পুনরাবৃত্তিরোধে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার বার্ষিক মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন প্রকাশ; এবং
- মাঠ পর্যায়ে গণশুনানী কার্যক্রমকে তালিকাভুক্তকরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা।

৫.৫ তথ্য অধিকার (RTI-Right to Information):

তথ্য অধিকার কথাটি আমাদের দেশে একটি নতুন ধারনা হলেও উন্নত বিশ্বে এটি শত বছরেরও পুরনো। তথ্য প্রাপ্তিকে মানুষের অধিকার হিসাবে সর্বপ্রথম ১৭৬৬ সালে সুইডেনে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়। সেই থেকে এই পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ৮৮ টি দেশে তথ্য প্রাপ্তিকে মানুষের অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাশ হয়েছে। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে মহান জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) সরকারি নির্দেশনা ও বিধি-বিধানমত তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনগণকে প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদান প্রদান করে আসছে। কোনো নাগরিক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান পিডিবিএফ-এর নিকট তথ্য পাওয়ার অনুরোধ জানালে, চাহিত তথ্য প্রদানের জন্য পিডিবিএফ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা প্রদর্শন করে থাকে। বিশেষ কোন কারণে বা তথ্য অধিকার আইনের আওতায় যে তথ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ রয়েছে, সেই সকল তথ্য প্রদানে অপরাগ হলে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়। প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রতিটি কার্যালয়ে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) জনগণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সকল ধরনের কার্যক্রমের তথ্য প্রতিষ্ঠানে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। পিডিবিএফ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১৬ হাজার ঋণ গ্রহীতার তালিকা প্রকাশ করে স্বচ্ছতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

পিডিবিএফ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনগণের স্বার্থকে অক্ষুন্ন রেখে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, দুর্নীতি প্রতিহত করার মাধ্যমে জনগণের সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করতে চায়। সে লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের আইনের আওতায় জনগণের চাহিত তথ্য প্রদানে সর্বদা সক্রিয়। পিডিবিএফ-এর প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক, উপজেলা কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়সহ মোট ৪০৪টি তথ্য প্রদান ইউনিট রয়েছে। প্রতিটি তথ্য প্রদান ইউনিটে প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের চাহিত তথ্য সরবরাহের জন্য একজন তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা রয়েছে। প্রজাতন্ত্রের নাগরিকগণ পিডিবিএফ-এর প্রতিটি ইউনিট থেকে তাঁদের চাহিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় পিডিবিএফ থেকে তথ্য প্রাপ্তির উপায়:

প্রজাতন্ত্রের নাগরিক পিডিবিএফ-এর যে কোন ধরনের তথ্য প্রাপ্তির জন্য তথ্য কমিশনের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটসহ যে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী নির্ধারিত আবেদন ফরমে তাঁর নাম, ঠিকানা, কি ধরনের তথ্য পেতে চাচ্ছেন ইত্যাদি উল্লেখ করে পিডিবিএফ-এর দায়িত্ব প্রাপ্ত তথ্য প্রধানকারী কর্মকর্তার নিকট আবেদন করবেন। আবেদনকারী তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র দাখিল করার ক্ষেত্রে সরাসরি বা ই-মেইলসহ প্রচলিত যে কোন মাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন। পিডিবিএফ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন। অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কতৃর্পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবে। কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণপূর্বক উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন। সে মোতাবেক আবেদনকারী তাঁর চাহিত তথ্যের উপযুক্ত মূল্য ব্যাংকে জমাপূর্বক টাকা জমার রশিদ পিডিবিএফ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করবেন। বিশেষ কোন কারণে বা তথ্য অধিকার আইনের আওতায় চাহিত তথ্য বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত হলে পিডিবিএফ-এর তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের অপরাগতার উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পত্রের মাধ্যমে তা জানিয়ে দিবেন।

পিডিবিএফ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ না করেন, তাহলে আবেদনকারী তথ্য অধিকার আইনের ২৪-ধারা অনুসারে উক্ত সময় (২০ কার্যদিবস) পার হওয়ার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে আপীল করবেন। আপীল আবেদনের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যদি আপীলটি নিষ্পত্তি না হয়, বা তাঁর চাহিদাকৃত তথ্য না পান তবে এই সময় (১৫ দিন) শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করবেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সম্পর্কে তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

পিডিবিএফ-এর ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ:

শাখা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের কার্যালয়ের উপপরিচালক, উপপরিচালকের কার্যালয়ের ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ পিডিবিএফ-এর প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ হলো চেয়ারপার্সন, পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স।

তথ্য অধিকার আইনের ২৪-ধারা অনুসারে পিডিবিএফ-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে শাখা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের কার্যালয়ের উপপরিচালক-এর নিকট, উপপরিচালকের কার্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর নিকট এবং প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে চেয়ারপার্সন, পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এর নিকট আপিল আবেদন করতে হবে।

তথ্য প্রাপ্তি কেন্দ্র:

কোন অফিস থেকে তথ্য চাওয়ার আগে আবেদনকারীকে অবশ্যই উক্ত অফিসের কোন শাখা থেকে তাঁর কাঙ্খিত তথ্য পেতে পারেন তা জানতে হবে। এই বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনের ২(ঘ)-ধারায় বলা হয়েছে "সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয়ের সাথে সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধীদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়, অথবা কোন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় থেকে জনসাধারণ তথ্য নিতে পারবে।" এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি যখন কোন অফিসে তথ্য চাইবেন তখন অবশ্যই বাংলাদেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে তথ্য চাইবেন, কোন পেশাজীবী হিসাবে নয় এবং তিনি কেন তথ্য সংগ্রহ করছেন সে ব্যাপারে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই বা ব্যাখ্যা করতে তিনি বাধ্য নন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

তথ্য অধিকার আইন-এর আওতায় প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের চাহিত তথ্য প্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন:

কর্তৃপক্ষ/ দপ্তরের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও অপারগতার কারণসমূহ (ধারা উল্লেখসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
২০২৩-২৪	১	১	-	-	-	-	-	-
ক্রমপুঞ্জিত	১৯	১৯	-	০২	০২	-	১১৯৫/- টাকা	-

৫.৬ উদ্ভাবন (Innovation):

কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন সংহতকরণে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। পল্লীর দরিদ্র্য মানুষের মাঝে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে দাপ্তরিক কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিডিবিএফ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন চর্চা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

পিডিবিএফ কর্তৃক উদ্ভাবনকৃত সেবাসমূহ:

বিগত অর্থবছরে পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- সারা দেশের সহকর্মীদের সহায়তায় স্বল্পতম সময়ে প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থাগার স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে;
- গুগল সীট ব্যবহার করে সারা দেশের প্রতিটি উপজেলা ও জেলা কার্যালয়ের প্রতিদিনের ঋণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং তাৎক্ষণিক তথ্য সমন্বিতকরণ ও বিশ্লেষণপূর্বক দিকনির্দেশনা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

- গুগল শীট ব্যবহার করে ঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত মাঠ কর্মী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের কার্যক্রম তদারকী করা সম্ভব হচ্ছে।
- Anydesk App ব্যবহার করে প্রধান কার্যালয় হতে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ব্যবহৃত কম্পিউটারের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে।

উদ্ভাবন কার্যক্রম সংক্রান্ত ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

- দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভবনা সমূহের ব্যবহার সম্পর্কিত কর্মকৌশল প্রণয়নে সমীক্ষা (Study) পরিচালনা;
- পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ;
- পল্লী অঞ্চলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী আয়বৃদ্ধিমূলক (IGA) কার্যক্রম বাছাইকরণ এবং সংশ্লিষ্ট খাতে ঋণ বিতরণ;
- ডাটা সংরক্ষণ ও Data Driven Public Policy/Decision এর চর্চা সূচনাকরণ; এবং
- উপযুক্ত কর্মকর্তাদের চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের Frontier Technology সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬.০ দিবস উদ্‌যাপন

৬.১ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

৯ জুলাই, ২০২৩ তারিখ পিডিবিএফ-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা অঞ্চলের কর্মকর্তা/কর্মচারীবর্গ। সভায় পিডিবিএফ-এর অঞ্চলিক পর্যায়ের উপপরিচালক ও অডিট দলনেতা ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জুমে সংযুক্ত ছিলেন

৬.৬ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: ২১ ফেব্রুয়ারি

'অমর একুশে' এখন পৃথিবীর জনমানুষের ভাষা ও কৃষ্টি লালনের অমিত প্রেরণা, বাঙ্গালীর শোক, শক্তি ও মহিমার প্রতীক। ভাষা শহীদদের প্রতি অনন্ত শ্রদ্ধা। সুগভীর শ্রদ্ধা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি, তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অগ্রদিশারী।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রভাতে জাতীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছেন
পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে প্রভাতে জাতীয় শহিদ দিবস উপলক্ষে জাতীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ শেষে দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন শহিদদের সম্মান প্রদর্শন করছেন পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সরকারের সাবেক সচিব জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার ।

৬.৯ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসঃ

২৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে "স্বাধীনতা ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রত্যয়" শীর্ষক আলোচনা সভা

৭.০ সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় পিডিবিএফ

সাল	সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রা
জুলাই, ১৯৮৪	বিশ্ব ব্যাংকসহ কনসোর্টিয়াম ফান্ডের মাধ্যমে গৃহীত ও পরিচালিত আরডি-২ প্রকল্প
জুন, ১৯৮৮	বিশ্ব ব্যাংকসহ কনসোর্টিয়াম ফান্ডের মাধ্যমে গৃহীত ও পরিচালিত আরডি-২ প্রকল্প শেষ
জুলাই, ১৯৮৮	কনসোর্টিয়াম ফান্ডের অন্যতম অংশীদার কানাডিয়ান সিডা কর্তৃক দেশের ১৭টি জেলার ১৩৯ টি উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি)-১২ শুভ সূচনা
জুন, ১৯৯৬	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি)-১২ কার্যক্রম সমাপ্ত
জুলাই, ১৯৯৬	পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী (পবিক) প্রকল্পের কার্যক্রম সূচনা
জুন, ১৯৯৯	পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী (পবিক) প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্ত
জুলাই, ১৯৯৯	পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী (পবিক) প্রকল্পের Transition Period শুরু
৯ নভে, ১৯৯৯	মহান জাতীয় সংসদে ২৩নং আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-১৯৯৯ বিল পাশ
৯ জুলাই, ২০০০	প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন
৯ জুলাই, ২০১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পিডিবিএফ-এর 'এগিয়ে চলার এক যুগ' পূর্তি অনুষ্ঠানমালা উদযাপন
জুলাই, ২০১২	সরকার কর্তৃক পিডিবিএফ-এর কর্মএলাকা বহির্ভুত নতুন ১০০টি উপজেলায় পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-২য় সংশোধিত (৩৩৪.২৯ কোটি) অনুমাদন
মার্চ, ২০১৪	পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৮.৮০ কোটি) সরকার কর্তৃক অনুমোদন
জুলাই, ২০১৬	পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরকরণ প্রকল্প (৭০.০৬ কোটি) সরকার কর্তৃক অনুমোদন
জুলাই, ২০১৬	পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (৩৯.৬৭ কোটি) সরকার কর্তৃক অনুমোদন
মার্চ, ২০১৮	পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত বিদ্যুৎ বিহীন এবং চর এলাকায় সৌর শক্তি উন্নয়ন প্রকল্প (৩৩.০৮ কোটি) সরকার কর্তৃক অনুমোদন
জুলাই, ২০১৯	পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাবিত আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প (৪৮.৪৬ কোটি) সরকার কর্তৃক অনুমোদন
মার্চ, ২০২১	ঘোষিত কোভিড প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিডিবিএফ-এর অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা ঋণ তহবিল বরাদ্দ।
২৫ জুন, ২০২৩	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিমাপকে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-কে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি স্বরূপ পিডিবিএফ-এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার-কে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে ক্রেষ্ট, সম্মাননা সনদ এবং এক মাসের মূল বেতনের সমতুল্য সম্মানি প্রদান করা হয়।
ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	গত ১৩/০২/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় পিডিবিএফ কর্তৃক প্রস্তাাবিত "পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি মোট ৫২৯.৬১ কোটি (পাঁচশত উনত্রিশ কোটি একষট্টি লক্ষ) (জিওবি ৩৯৭.২০৭৫ কোটি এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ১৩২.৪০২৫ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২৪ থেকে জুন, ২০২৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

৮.০ একনজরে পিডিবিএফ

ক্রম	বিষয়		একক	পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম শুরুর সময়	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অগ্রগতি	শুরু থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১.০	**প্রশাসনিক জেলা ও কার্যালয়**					
	১.১	প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা	সংখ্যা	০৪	০৮	০৮
	১.২	প্রশাসনিক জেলার সংখ্যা	সংখ্যা	১৭	৫৫	৫৫
	১.৩	আঞ্চলিক কার্যালয়ের সংখ্যা	সংখ্যা	১০	২৭	২৭
	১.৪	প্রশাসনিক উপজেলার সংখ্যা	সংখ্যা	১৩৯	৩৫৭	৩৫৭
	১.৫	উপজেলা/শাখা কার্যালয়ের সংখ্যা	সংখ্যা	১৩৯	৪০৩	৪০৩
২.০	কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা		সংখ্যা	২৬০০	৩৮৯৩	৬,৮৬০
৩.০	সমিতির সংখ্যা		সংখ্যা	১২,১০৯	৩১,৯০০	৫০,৭৮৮
৪.০	সুফলভোগী অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা				১,৩৫,১৫৮	৩৩,৮২,৮৯১
	৪.১	ক্ষুদ্র ঋণ	সংখ্যা	-	১,০১,০৬১	৩১,২৬,২২৪
	৪.২	ক্ষুদ উদ্যোক্তা ঋণ	সংখ্যা	-	৯,৩৮৫	১,২৭,৯৩৫
	৪.৩	নারী উদ্যোক্তা ঋণ	সংখ্যা	-	১৬,৫৪২	১,০৪,৩২৩
	৪.৪	প্রণোদনা ঋণ	সংখ্যা	-	৭,৫৫০	২৩,৭২৫
	৪.৫	কৃষি জীবিকায়ন ঋণ	সংখ্যা	-	৬২০	৬৮৪
৫.০	সুফলভোগীর সংখ্যা					
	৫.১	ক্ষুদ্র ঋণ	সংখ্যা	২,৯৩,১০৫	১১,৭৩,৩৬৩	৩১,২৬,২২৪
	৫.২	ক্ষুদ উদ্যোক্তা ঋণ	সংখ্যা	-	৪৩,৫৪৫	১,২৭,৯৩৫
	৫.৩	নারী উদ্যোক্তা ঋণ	সংখ্যা	-	৪৭,৮৯৪	১,০৪,৩২৩
	৫.৪	প্রণোদনা ঋণ	সংখ্যা	-	৯,৩৫৩	২৩,৭২৫
	৫.৫	কৃষি জীবিকায়ন ঋণ	সংখ্যা		৬৫৫	৬৮৪
	মোট		সংখ্যা	**২,৯৩,১০৫**	**১২,৭৪,৮১০**	৩৩,৮২,৮৯১
৫.০	**ঋণ সহায়তা প্রদান**					
	৫.১	ক্ষুদ্র ঋণ	কোটি টাকা	৬৬০.৭৪	৯৫১.৪৭	১৬,১৮৭.২৩
	৫.২	ক্ষুদ উদ্যোক্তা ঋণ	কোটি টাকা	-	৪৮৪.০৬	৬,২৫০.৯৭
	৫.৩	নারী উদ্যোক্তা ঋণ	কোটি টাকা	-	৩১৭.৫৮	১,৫৪৮.৩৩
	৫.৪	প্রণোদনা ঋণ	কোটি টাকা	-	১৬১.৬২	৪৯৫.৬৫
	৫.৫	কৃষি জীবিকায়ন ঋণ	কোটি টাকা		৯.৫০	১০.২৮
	মোট		কোটি টাকা	**৬৬০.৭৪**	**১,৯২৪.২৩**	**২৪,৪৯২.৪৬**
৬.০	**ঋণ আদায়**					
	৬.১	ক্ষুদ্র ঋণ	কোটি টাকা	-	১,১১৮.৩৫	১৬,৪৯০.৪৮
	৬.২	ক্ষুদ উদ্যোক্তা ঋণ	কোটি টাকা	-	৬২৩.৬৪	৬,৫৯২.৫৮
	৬.৩	নারী উদ্যোক্তা ঋণ	কোটি টাকা	-	৪০৫.০৯	১,৫৫৮.৮৫
	৬.৪	প্রণোদনা ঋণ	কোটি টাকা	-	১৬৬.৪৯	৪০৩.০৫
	৬.৫	কৃষি জীবিকায়ন ঋণ	কোটি টাকা		৫.৪৩	৫.৪৩
	মোট		কোটি টাকা	**-**	**২,৩১৯.০০**	**২৫,০৫০.৩৯**
৭.০	**ঋণ আদায় হার**					
	৭.১	ক্ষুদ্র ঋণ	(%)	৯০	৯৭	৯৯
	৭.২	ক্ষুদ উদ্যোক্তা ঋণ	(%)	-	৯৮	৯৯

	৭.৩	নারী উদ্যোক্তা ঋণ	(%)	-	৯৭	৯৮
	৭.৪	প্রণোদনা ঋণ	(%)	-	৯৯	৯৯
	৭.৫	কৃষি জীবিকায়ন ঋণ	(%)	-	৯৮	৯৮
৮.০	**মাঠে পাওনা ঋণ মাঠে পাওনা ঋণ**					
	৮.১	ক্ষুদ্র ঋণ	কোটি টাকা	৬৪.৫৩	৭৪৭.৯৪	৭৪৭.৯৪
	৮.২	ক্ষুদ উদ্যোক্তা ঋণ	কোটি টাকা	-	৫২১.৮৪	৫২১.৮৪
	৮.৩	নারী উদ্যোক্তা ঋণ	কোটি টাকা	-	২৩৯.১১	২৩৯.১১
	৮.৪	প্রণোদনা ঋণ	কোটি টাকা	-	১৫৫.৫২	১৫৫.৫২
	৮.৫	কৃষি জীবিকায়ন ঋণ	কোটি টাকা		৫.৪৩	৫.৪৩
	মোট		কোটি টাকা	৬৪.৫৩	**১,৬৬৯.৮৪**	**১,৬৬৯.৮৪**
৯.০	**সুফলভোগীদের নব সম্পদ সৃজন (সঞ্চয়)(কোটি টাকা)**					
	৯.১	সাধারণ সঞ্চয়	কোটি টাকা	৩৯.১১	৩৬৭.৪৩	৩৬৭.৪৩
	৯.২	সোনালী সঞ্চয়	কোটি টাকা	-	২৫২.৯২	২৫২.৯২
	৯.৩	মেয়াদী সঞ্চয়	কোটি টাকা	-	১৭৭.০৪	১৭৭.০৪
	৯.৪	লাখ টাকা সঞ্চয়	কোটি টাকা	-	২৬৩.৯৬	২৬৩.৯৬
	৯.৫	নবজাতক সঞ্চয়	কোটি টাকা	-	২৩৪.৯০	২৩৪.৯০
	৯.৬	নিরাপত্তা সঞ্চয়	কোটি টাকা	-	০.০১	০.০১
	৯.৭	সাধারণ সঞ্চয় (প্রণোদনা ও কৃষি)	কোটি টাকা	-	৬.৫৫	৬.৫৫
	৯.৮	নব সৃজন সঞ্চয় (প্রণোদনা ও কৃষি)	কোটি টাকা	-	১০.০৬	১০.০৬
	৯.৯	সুরক্ষা সঞ্চয় (প্রণোদনা ও কৃষি)	কোটি টাকা	-	১০.০৮	১০.০৮
	মোট			**৩৯.১১**	**১,৩২২.৯৫**	**১,৩২২.৯৫**
১০.০	**সুফলভোগীদের সামাজিক ও আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান**					
	১০.১	নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	সংখ্যা		৬,৭৭৫	৪,৫০,০৫৮
	১০.২	আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা		৪,৬৩০	১,৩৪,৫৬৯
	১০.৩	সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম	সংখ্যা	সুফলভোগীদের সাপ্তাহিক সভায় বছরে ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান		
	১০.৪	কর্মী প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	**২,৬০০**	২,৮৫০	৬৯,৯২৯
১১.০	**সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন**					
	১১.১	পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প	সংখ্যা	-	-	৪৩,৬০০
	১১.২	টিআর/কাবিটা কর্মসূচি	সংখ্যা	-	-	৬,৪৫৩
	১১.৩	"বাংলাদেশের বিদ্যুৎবিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	সংখ্যা	-	-	১০,১৮৫
	১১.৪	"ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম স্থাপন" প্রকল্প	সংখ্যা	-	-	৩,২০৮
১২.০	**সৌরবিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন**					
	১২.১	টিআর/কাবিটা কর্মসূচির মাধ্যমে	সংখ্যা	-	-	১,৮৮৯
	১২.২	বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন	সংখ্যা	-	১৮০	৯,০৪৪
১৩.০	**পিডিবিএফ-এর স্বয়ম্ভরতা**					
	১৩.১	পিডিবিএফ-এর স্বয়ম্ভরতার হার	%	-	১২৬	-

৯.০ সুফলভোগীদের সাফল্যের আলেখ্য

সফল নারী উদ্যোক্তা আরজু

পরিচিতি:

জনাব মোছাঃ হোসনেয়ারা আরজু, সদস্য কোড-০১ পিডিবিএফ পাবনা অঞ্চলাধীন পাবনা সদর কার্যালয়ের একজন নারী উদ্যোক্তা। তার স্বামীর নাম মোঃ নজরুল ইসলাম এবং মাতার নাম মোছাঃ হাছিনা বেগম, গ্রাম: রাধানগর, ডাকঘর: বাগানপাড়া, উপজেলা: পাবনা সদর, জেলা: পাবনা, মোবাইল নম্বর: ০১৭৩০-১৯৪৭৯৯। ০১ ছেলে ও ০১ মেয়ে, স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে তার পরিবার।

সাফল্যের আলেখ্য:

জনাব আরজু ২০১৬ সালে পিডিবিএফ পাবনা অঞ্চলাধীন পাবনা সদর কার্যালয়ের বাগানপাড়া মহিলা সমিতির একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। ২০১৬ সালে আরজু যখন পিডিবিএফ-এর সদস্য হিসেবে যোগদান করেন, তখন তিনি ছিলেন শুধুই একজন গৃহিনী। সংসারে স্বচ্ছলতা ছিল না। সন্তানদের লেখা-পড়া, পরিবারের ভরণপোষণ করা ছিল কষ্টসাধ্য। অসুস্থ হলে ভালো চিকিৎসার গ্রহণ করতে পাতেন না। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ছিল না পর্যাপ্ত পুঁজি।

এ পরিস্থিতিতে আরজু তার গ্রামের পিডিবিএফ-এর সমিতিতে ভর্তি হন এবং অল্প অল্প সঞ্চয় করতে থাকেন। সংসার চালাতে তার স্বামীকে সহায়তা করার জন্য তিনি পিডিবিএফ থেকে ট্রেলারিং-এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রথম দফায় ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। এ সেলাই মেশিন দিয়ে সে বাড়িতে বসে মহিলা ও শিশুদের পোষাক তৈরীর কাজ শুরু করে। ধীরে ধীরে সে সফলতা দেখতে শুরু করে। আরজু ২য় দফায় পুনরায় ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ৩য় দফায় ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা, ৪র্থ দফায় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা, ৫ম দফায় ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা এবং ৬ষ্ঠ দফায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেন। এ সকল ঋণ নিয়ে নিজের বাড়িতে ব্যবসা প্রসারিত করেন এবং বাজার থেকে কাপড় এনে এলাকার লোকের চাহিদা মত পোষাক তৈরী করতে থাকেন। তিনি ব্যবসা আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা এবং পরবর্তীতে ৫,০০,০০০/- টাকা কোভিড প্রণোদনা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে কয়েক দফা ক্ষুদ্র ঋণ ও কোভিড প্রণোদনা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তার ট্রেলারিং ব্যবসা বড় করেন, আয় বৃদ্ধি করেন নিয়মিত পিডিবিএফ-এর কিস্তি পরিশোধ করেন। বর্তমানে তার সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৭৫,৬০০/- টাকা।

জনাব আরজু তার সংসারের আয় বাড়াতে ও স্বামীকে সহযোগিতা করতে এক পর্যায়ে পিডিবিএফ-এর সমিতিতে ভর্তি হন। এক পর্যায়ে সে পিডিবিএফ থেকে ট্রেলারিং-এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং প্রথম দফায় ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। শুরু হয় মারুফার ভাগ্য বদলের গল্প। পর্যায়ক্রমে তিনি কয়েক দফায় পিডিবিএফ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন এবং ব্যবসার পুঁজি বৃদ্ধি এবং ব্যবসার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করেন। তিনি নকশীকাঁথা, মহিলাদের পোষাক তৈরীর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিজের, স্বামীর ও এলকার অসহায় দরিদ্র নারীদের সেলাই, বাটিক, নবশীকাঁথা শিল্পে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রায় ১৫-২০ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। ফলে তার দৈনন্দিন বেচা-কেনা বৃদ্ধি পায় এবং আয়ের পরিমাণও বাড়তে থাকে। তিনি একজন সাধারণ গৃহিনী থেকে একজন সফল নারী উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন। তিনি নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এলাকার দরিদ্র অসহায় নারীদের সংগঠিত করে সমিতির নেতৃত্ব দান করছেন এবং এ নেতৃত্ব থেকে সারা বাংলাদেশে পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের মধ্য থেকে স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্মানিত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্নর্স-এ প্রতিনিধি করছেন। তিনি একজন দরিদ্র জয়ী সংগ্রামী নারী।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভবিষ্যতে আরজু তার ট্রেলারিং ব্যবসা ট্রেনিং সেন্টার আরো বড় করতে চান। দরিদ্র ও অসহায় নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত করে তুলতে বিষয়ে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী। এ কাজে তিনি পিডিবিএফ-এর সহায়তা কামনা করেন এবং তিনি পিডিবিএফ পাশে থাকতে চান।

পিডিবিএফ সম্পর্কে সুফলভোগীর মন্তব্য:

জনাব আরজু বলেন, “পিডিবিএফ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠারেন মধ্যে একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান। সুফলভোগীদের প্রতি এ প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গী সেবামূলক আচরণ ও মনোভাব প্রসংশনীয়। দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।”

দারিদ্র্যে বিরুদ্ধে শেফালীর সংগ্রাম

পরিচিতি:

জনাব শেফালী রানী দাস, সদস্য কোড-৫৭ পিডিবিএফ ফরিদপুর অঞ্চলাধীন ফরিদপুর সদর কার্যালয়ের একজন নারী উদ্যোক্তা। তার স্বামীর নাম গৌতম রবি দাস, মাতার নাম গীতা রানী দাস, গ্রাম: মুজিব সড়ক, পোষ্ট: ফরিদপুর, উপজেলা: ফরিদপুর সদর, জেলা: ফরিদপুর। মোবাইল নম্বর: ০১৭৫৪-৯২২২১ । তিন মেয়ে ও স্বামী-স্ত্রী মিলে তার পরিবার।

সাফল্যের আলেখ্য:

জনাব শেফালী ২০১৯ সালে পিডিবিএফ ফরিদপুর অঞ্চলাধীন বালিয়াকান্দি কার্যালয়ের দক্ষিণ আলিপুর মহিলা সমিতি ভর্তি হন। শেফালী ২০১৯ সালে যখন পিডিবিএফ-এর সদস্য হিসেবে যোগদান করেন তখন তিনি ছিলেন শুধুই একজন গৃহিনী। স্বামীর সামান্য আয়ের অতি কষ্টে তার সংসার চলতো। পরিবারের স্বচ্ছলতা ছিলনা। পরিবারের সুচিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন করতে পারতো না। অতঃপর ২০১৯ সালে তিনি পিডিবিএফ-এ সদস্য হিসেবে অন্তভুক্তি হন।

তার স্বামী রাস্তার ধারে জুতা সেলাই ও কালি করার কাজ করত এবং নিজে ছিলেন একজন গৃহিনী। তিনি পিডিবিএফ থেকে প্রথম ধাপে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র পরিসরে স্বামী সাথে চামড়ার জুতা স্যান্ডেল তৈরীর কাজ শুরু করেন। স্বামী রাস্তার ধারে জুতা-স্যান্ডেল সেলাই-কালি করার পাশাপাশি নিজের তৈরী জুতা স্যান্ডেল বিক্রি করে যে আয় হত তা দিয়ে সংসার চালানোসহ পিডিবিএফ-এর কিস্তি পরিশোদ করতে থাকেন। সে দ্বিতীয় ধাপে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে তার জুতা-স্যান্ডেল তৈরীর কাজে বিনিয়োগ করেন। পরবর্তী সে তার ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধির জন্য ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা এবং ৪র্থ দফায় ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা নারী উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে বাজারে একটি জুতার দোকান নেন। তার বাড়িতে জুতা-স্যান্ডেল তৈরীর জন্য ২ জন কর্মচারী কাজ করে। ইতোমধ্যে তার তৈরীকৃত জুতা-স্যান্ডেল এলাকার লোকের নজর কেড়েছে। তার দৈনিক বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পিডিবিএফ এ তার জমাকৃত মোট ১১,৫০০ টাকা সঞ্চয় জমা আছে ।

শেফালী দাস স্বামীর সাথে কাধ কাধ মিলিয়ে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পিডিবিএফ সহায়তায় নিজেকে একজন গৃহিনী থেকে নারী উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছেন। তিনি এখন জুতা-স্যান্ডেল বিক্রি করে লাভের টাকায় সংসারের খরচ নির্বাহ এবং নিয়মিত পিডিবিএফ-এর কিস্তি পরিশোধ করছেন। বর্তমানে তার বাজার একটি জুতার দোকান হয়েছে এবং দোকানে নিজের তৈরী জুতা-স্যান্ডেল বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন। নিজের সংসারের স্বচ্ছলতা আসতে শুরু করেছে এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছেন। বর্তমান সে একজন নারী উদ্যোক্তা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। মেয়েদের লেখা-পড়া করাচ্ছেন, কুড়ে ঘর থেকে টিন সেডের পাঁকা বাড়ি করেছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করেন। বর্তমানে তার সংসারে সুখী দিন আসতে শুরু করেছে। অসুস্থ হলে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করছেন ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভবিষ্যতে শেফালী দাস পিডিবিএফ-এর সহায়তায় জুতার ব্যবসা বড় করতে চান। এলাকার বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাসহ পর্যাপ্ত সহায়তা পেলে তিনি জুতা-স্যান্ডেল তৈরীর কারখানা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

পিডিবিএফ সম্পর্কে সুফলভোগীর মন্তব্য:

শিউলী বলেন, “পিড্িবিএফ-এর সহায়তায় আমি উন্নতির পথ পেয়েছি, সংসারের স্বচ্ছলতা এসেছে, মেয়েদের লেখা-পড়া করাতে পারছি। সে জন্য এ প্রতিষ্ঠানের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ ফজলুল হক রুবেলের দিন বদলের গল্প

পরিচিতি:

জনাব মোঃ ফজলুল হক, সদস্য কোড-০৫৯ পিডিবিএফ ফরিদপুর অঞ্চলাধীন ভাঙ্গা কার্যালয়ের একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। তার পিতার নাম মৃত মোঃ নুরুল হক মাতুব্বর, মাতার নাম খোদেজা বেগম, গ্রাম: মাঝিকান্দা, পোষ্ট: মুনসুরাবাদ, উপজেলা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৯-১৭৭৭৭৬ । তিন ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে তার পরিবার।

সাফল্যের আলেখ্য:

জনাব ফজলুল হক ২০১৬ সালে পিডিবিএফ ফরিদপুর অঞ্চলাধীন ফরিদপুর সদর কার্যালয়ের একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। তিনি তার বাবা-মার বড় ছেলে। তার বাবার সংসারেও স্বচ্ছলতা ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবে সংসারের পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার উপর এসে পড়ে। সে সংসারের হাল ধরতে ডিগ্রী পাশ করার পর আর পড়া লেখা চালিয়ে যেতে পারেনি। তিনি ডিগ্রী পাশ করে এক প্রকার বেকার জীবন যাপন করছিলেন। তখন তিনি নিজেদের জমিতে ক্ষুদ্র পরিসরে ফলদ বৃক্ষের চাষ করতেন। ব্যবসার করার মত যথেষ্ট পুঁজিও ছিলনা। তিনি তার জমিতে ফলের চাষ বৃদ্ধিসহ টার্কি মুরগী পালনের জন্য পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

ফজলুল হক পিডিবিএফ থেকে প্রথম পর্যায়ে ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে টার্কি মুরগীর খামার তৈরী করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে সংসার চালানো, মুরগী লালন-পালন ও পিডিবিএফ-এর কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। তিনি তার মুরগীর খামারের পরিসর বৃদ্ধি এবং গবাদি পশুর খামার ও বিভিন্ন প্রজাতির পাখি পালনের জন্য ২য় দফায় ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা, ৩য় দফায় ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা, ৪র্থ দফায় ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা, ৫ম দফায় ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং সর্বশেষ দফায় ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে পিডিবিএফ ভাংগা কার্যালয়ে মোট ২১,৫০০ টাকা সঞ্চয় জমা আছে ।

ফজলুল হক কঠোর পরিশ্রম দৃঢ় মনোবল ও পিডিবিএফ সহায়তায় একজন বেকার যুবক থেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি পিডিবিএফ থেকে তিনি কয়েক দফায় ঋণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফলের বাগান চাষ, গবাদি পশু পালন, টার্কি মুরগী, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি পালন করছেন। তিনিসহ তার পরিবারের মা, ভাই বোন, স্ত্রী ও দু'জন কর্মচারী সেগুলো দেখা শুনা করেন। তার মুরগী ও পাখি ক্রয় করতে দেশে বিভিন্ন স্থান থেকে লোক আসে এবং অনলাইনেও এ গুলো বিক্রি হয়। এ সকল ফল, মুরগী ও পাখি বিক্রি করে তার লাভের টাকায় খুব ভালোভাবে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করাতে পারছেন। ইতোমধ্যে তার বিদেশী মুরগীর ও পাখি পালন দেশের বিভিন্ন এলাকায় পরিচিতি পেতে শুরু করছে এবং আয়ের পরিমাণ বাড়ছে। তিনি নিজে বেকারত্ব দূর করেছেন এবং অন্য বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। তাকে দেখে এলাকার অনেক বেকার যুবক এ ধরনের পেশায় মনোযোগী হচ্ছে। বর্তমানে তার মাসিক নীট আয় প্রায় ৫০,০০০/- টাকা। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আর্থিক সক্ষমতা ও সমাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভবিষ্যতে ফজলুল হক পিডিবিএফ-এর সহায়তা তার মুরগী ও পাখির খামার আরো বড় করতে চান এবং এলাকার বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ইচ্ছা পোষণ করেন।

পিডিবিএফ সম্পর্কে সুফলভোগীর মন্তব্য:

তার প্রয়োজনের সময় পিডিবিএফ তাকে সহায়তা করায় তিনি পিডিবিএফ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অভাবের বিরুদ্ধে আফরোজার সংগ্রাম

পরিচিতি:

জনাব আফরোজা বেগম, সদস্য কোড-৩৪ পিডিবিএফ বরিশাল অঞ্চলাধীন বরিশাল সদর কার্যালয়ের একজন সংগ্রামী নারী। তার স্বামীর নাম জনাব কামাল হোসেন হাওলাদার, মাতার নাম কুলসুম বেগম, গ্রাম: হরিপাশা, পোষ্ট: কাশিপুর, উপজেলা: বরিশাল সদর, জেলা: বরিশাল। দুই ছেলে, এক মেয়ে ও স্বামী নিয়ে তার পরিবার।

সাফল্যের আলেখ্য:

জনাব আফরোজা ২০০৬ সালে পিডিবিএফ বরিশাল অঞ্চলাধীন আগৈলঝাড়া কার্যালয়ের হরিপাশা মহিলা সমিতির একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। আফরোজা ২০০৬ সালে যখন পিডিবিএফ-এর সদস্য হিসেবে যোগদান করেন তখন তিনি ছিলেন শুধুই একজন গৃহিনী। স্বামী ছিল দিনমজুর। স্বামীর সামান্য আয়ের দিয়ে অতি কষ্টে সংসার চলতো। পরিবারের স্বচ্ছলতা ছিলনা। পরিবারের সুচিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন করতে পারতো না। সংসারের স্বচ্ছলতা আনতে সে পিডিবিএফ-এর সমিতিতে অন্তভুক্তি হন।

সে ছিল দরিদ্র পরিবারের গৃহিনী। স্বামী ছিল দিনমজুর। তার সামান্য আয়ে অর্ধাহারে অনাহারে তাদের দিন অতিবাহিত হত। সে পরিবারে স্বচ্ছলতার কথা চিন্ত করে তার গ্রামের পিডিবিএফ-এর সমিতিতে ভর্তি হয়। তিনি কয়েক সপ্তাহ সমিতিতে সঞ্চয় করেন। পরবর্তীতে সে পিডিবিএফ থেকে প্রথম ধাপে ১৭,০০০/- (সতের হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেন এবং একটি সেলাই মেশিন ও কিছু কাপড় ক্রয় করে দর্জির কাজ শুরু করেন। দিনে দিনে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সে ২য় দফায় ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে বাজার থেকে কাপড় ক্রয় করেন। সে গ্রামের মানুষের বিশেষ করে মহিলা ও শিশু পোষাক তৈরীতে পারদর্শিতার অর্জন করেন। সে তার ব্যবসা ও স্বামীর কর্মসংস্থানের কথা চিন্ত করে ৩য় দফায় ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা, ৪র্থ দফায় ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকাসহ পর্যায়ক্রমে সর্বশেষ ১৭তম দফায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে স্বামীকে মুদির দোকান তৈরী করে দিয়েছেন। মাঠে ধান চাষ এবং বাড়ির পাশে শাক সবজির চাষ করছেন। এ থেকে যে আয় হচ্ছে তা দিয়ে স্বাচ্ছন্দে সংসার চালাচ্ছেন এবং নিয়মিত পিডিবিএফ-এর কিস্তি পরিশোধ করছেন। সমিতিতে তার সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৪৬,৭০০/- টাকা।

প্রবল ইচ্ছা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আফরোজার পিডিবিএফ সহায়তায় নিজের জীবনে সফলতার পথ তেরী করেছেন। একদিকে সে দর্জির কাজ করে আয় করছেন, অন্যদিকে মাঠের ধান ও শাক-সবজির আবাদ থেকে নিজেদের খাওনা বিক্রি করে আয় বৃদ্ধি করছেন। তার মানুষিক মনোবল ও পরিশ্রমের ফলে নিজের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সংসারে এখন কোন অভাব নেই। ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া করাচ্ছেন, বড় ছেলেকে মাস্টার্স পাশ করিয়েছে। তার আর্থিক অবস্থা মজবুত হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে সামাজিক মর্যাদা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভবিষ্যতে আফরোজা পিডিবিএফ-এর সহায়তা তার দর্জির কাজ প্রসারিত করে বড় একটি কাপড়ের দোকান দেওয়া। সেখানে এলাকার দরিদ্র মহিলাদের দর্জির কাজে নিয়োজিত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা। স্বামীর মুদির ব্যবসাকে আরো বড় করা এবং ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষিত করা।

পিডিবিএফ সম্পর্কে সুফলভোগীর মন্তব্য:

পিডিবিএফ-এর সহায়তায় আফরোজা তার সংসারের অভাব দূর করেছেন। নিজের ও স্বামীর আয়ের উপায় তৈরী করেছেন। সন্তানদের ভালোভাবে লেখা-পড়া করাতে পারছেন, তার আর্থিক সক্ষমতাসহ পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, এ জন্য পিডিবিএফ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পারুলের দারিদ্র্য জয়ের গল্প

পরিচিতি:

জনাব পারুল, সদস্য কোড-১৮৬ পিডিবিএফ বরিশাল অঞ্চলাধীন গৌরনদী কার্যালয়ের একজন নারী উদ্যোক্তা। তার স্বামীর নাম মোঃ মনির হাওলাদার এবং মাতার নাম মৃত আনোয়ারা, গ্রাম: পূর্ব গরাঙ্গাল, পোষ্ট: পিংলাকাঠী, উপজেলা: গৌরনদী, জেলা: বরিশাল, মোবাইল নম্বর: ০১৭২৮১৩৮৮২৯। এক ছেলে, স্বামী নিয়ে তার পরিবার।

সাফল্যের আলেখ্য:

জনাব পারুল ২০১৯ সালে পিডিবিএফ বরিশাল অঞ্চলাধীন গৌরনদী কার্যালয়ের একজন ক্ষুদ্র ঋণের সদস্য হিসেবে গরাঙ্গাল বোরাদী রূপালী মহিলা সমিতিতে যোগদান করেন। পারুল ২০১৯ সালে যখন পিডিবিএফ-এর সদস্য হিসেবে যোগদান করেন তখন তার সংসারে তেমন স্বচ্ছলতা ছিল না,
আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে তার সংসারে খরচ নির্বাহ করতে হতো। সংসারের যাবতীয় খরচ চালানো খুবই কষ্টকর ছিল। সে কারণে ২০১৯ সালে পারুল ক্ষুদ্র ঋণের সদস্য হিসেবে সমিতিতে ভর্তি হন।

তিনি ছিলেন একজন গৃহিনী। সমিতি থেকে থেকে প্রথম পর্যায়ে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে খুব স্বল্প পরিসরে মাত্র ১০০ মুরগির বাচ্চা নিয়ে মুরগীর লালন পালন শুরু করেন। প্রথম পর্যালো মুরগী লালন পালন করে কিছু লাভের মুখ দেখেন। পরবর্তীতে দফায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা নারী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন তিনি তার ফার্মে মুরগীর বাচ্চা ক্রয় করেন এবং খামার বড় করেন। ধীরে ধীরে তার মুরগীর খামারে মুরগী বড় হয়ে ডিম দিতে শুরু করে এবং ডিম বিক্রির টাকায় সংসার চালান ও নিয়মিত পিডিবিএফ-এর মাসিক কিস্তি পরিশোধ করেন। মুরগীর ফার্মের পরিসর আরো বৃদ্ধির জন্য জন্য তিনি ৩য় দফায় পুনরায় ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা, ৪র্থ দফায় ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, ৫ম দফায় ১,৪০,০০০/- (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা দফায় নারী উদ্যোক্তা ঋণ ঋণ গ্রহণ করেন। সমিতিতে তার সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৪০,০০০/- টাকা।

পিডিবিএফ সহায়তায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম মাধ্যমে পারূর মুরগীর খামারে সফলতার মুখ দেখেতে থাকেন। পিডিবিএফ থেকে কয়েক দফায় গৃহীত ঋণ ও মুরগী পালনের লাভ থেকে তিনি পর্যায়ক্রমে ঋণ গ্রহণ খামারে মুরগীর সংখ্যা বাড়াতে থাকে। বর্তমানে তার মুরগীর খামারে প্রায় ২,০০০ টি মুরগী রয়েছে। তিনি প্রতিদিন প্রায় ১৫০০ ডিম পান, যার বাজার মূল্য প্রায় ১২,০০০/- টাকা। মুরগী পালন করে তার বর্তমান মাসিক গড় আয় প্রায় ২০০,০০০/- টাকা। এ মুরগী পালনের মাধ্যমে তার সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরছে। মুরগী পালনের মাধম্যে পারুল নিজে আত্ম-নির্ভরশীল হয়েছে, সংসারের স্বচ্ছলতা আনায়নে বড় ভূমিকা রাখছেন। তিনি টিন সেডের একটি পাঁকা বাড়ি করেছেন এবং সুস্থ্য ও সুন্দর জীবন যাপনের সক্ষমতা অর্জন করেছেন। তিনি এখন একজন প্রতিষ্ঠিত নারী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তার আর্থিক সক্ষমতা ও সমাজের তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

পারুল পিডিবিএফ-এর সহযোগিতায় মুরগরীর খামারকে আরো বড় করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আয়ের পরিমাণ আরো বাড়াতে ইচ্ছা পোষণ করেন।

পিডিবিএফ সম্পর্কে সুফলভোগীর মন্তব্য:

পিডিবিএফ তাকে আত্ম-নির্ভরশীল নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা করেছেন, এ জন্য তিনি পিডিবিএফ-এর সহকর্মীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

আত্ন প্রত্যয়ী রেখা বেগম

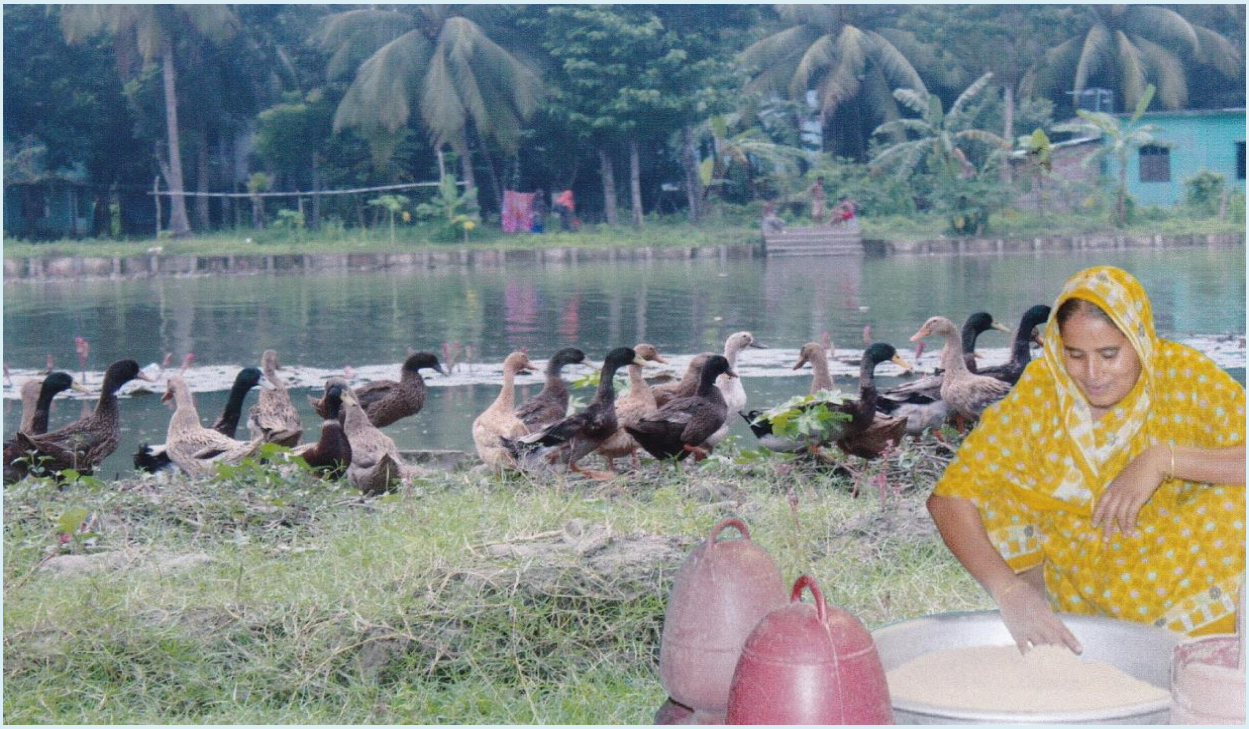

রেখা বেগম জন্ম হয়েছিল দরিদ্র পরিবারে। স্বপ্ন ছিল বড় হবার। কিন্তু অল্প বয়সেই যেতে হয়েছিল স্বামী জামাল হওলাদারের ঘরে । স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে গেল। অল্প বযসেই জীবন যুদ্ধে নেমে গেল রেখা বেগম। অভাব গ্রস্ত স্বামীর পরিবার দিন আনে দিন খায় যে দিন কাজ পায় সেদিন খাবার জুটে, না হলে অনাহারে দিন কাটাতে হয়। কিন্তু রেখা বেগমের আত্নবিশ্বাস এবং মনোবল ছিল অটুট। কি করে নিজের পায়ে দাড়িয়ে স্বাবলম্বী হওয়া যায়, নিজের অবস্থার পরিবর্তন করা যায় সে পরিকল্পনা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ৩ সন্তানের জননী হয় রেখা বেগম। স্বামী বেকার হয়ে পড়ে অভাব যেন তাকে আরো চারিদিক থেকে তাড়িযে বেড়ায়। দিন চলে যায়, ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে অতি কষ্টে মানুষের সাহায্য নিয়ে ছেলে মেয়ের লেখা পড়া চালিযে যাচ্ছে। বিভিন্ন অফিসে ও ঘুরেছে সে। একদিন উপজেলায় এসে পিডিবিএফ এর অফিসে ঢুকে পড়ে সে জিজ্ঞাসা করে এখানে কি হয় । উপজেলা দারিদ্র বিমোচন কর্মকর্তা বিস্তারিত জানালে তার চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে । তিনি পিডিবিএফ এর সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন্ উপজেলা দারিদ্র বিমোচন কর্মকর্তা তাকে মঙ্গল হাটা মহিলা সমিতির সভানেত্রির সাথে যোগাযোগ করতে বলেন । সত্যি রেখা বেগমের কাছে মনে হয়েছিল মহান আল্লাহ যেন তাকে পথ দেখিয়েছেন। ১০/০৯/২০১৭ ইং তারিখ সভানেত্রী এবং মাঠ কর্মকর্তা স্বপন কুমার রায় এর সাহয্যে পিডিবিএফ এর মঙ্গল হাটা মহিলা সমিতিতে ভর্তি হন স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি প্রথম বার ২০০০০/= ঋন গ্রহন করে ৫০টি হাসের বাচ্চা ক্রয় করে। প্রতিদিনের আয় থেকে কিস্তি পরিশোধ করেন এবং সংসার চালান।ইতিমধ্যে তিনি পিডিবিএফ অফিস থেকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন নেন। তারপর আর পিছনে ফিরতে হয় নি রেখা বেগমের। পিডিবিএফ তাকে দার খুলে দিয়েছে। মনোবল আরো বেড়ে যায় তার। এবার সে নারী উদ্যোক্তা ঋন গ্রহন করে ৫০০০০/= টাকা এবং একটি ছোট খাট হাঁসের খামার করে ৪০০ টি হাসের বাচ্চা ক্রয় করে ছয় মাস বড় করার পরে ৪০০ হাস তিনি ১৪০০০০/= টাকা বিক্রি করেন। আবার ৪০০ হাসের বাচ্চা ক্রয় করেন ।আত্ন বিশ্বাস তাকে এতটাই সাহস দিয়েছে যে তিনি যে কাজ করেন সেটাই সাফল্য আসে। আবার তিনি পিডিবিএফ অফিস থেকে ১০০০০০/= নারী উদ্যোক্তা ঋন গ্রহন করে । টিনের ঘর থেকে এখন তিনি এখন নিজের ভিটায় দালান করে বসবাস করছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আসে। হাঁসের খামার টি আরো বড় করেন ,৩ ধাপে তিনি হাস পালন করেন। ইতিমধ্যে তিনি একটি রাইস মিল ক্রয় করেন । সেখান খেকে যে ধানের কুড়া আসে তা হাসের খাবার হিসেবে ব্যবহার করে। রেখা বেগমের সাহস যেমন ছিল তেমনি সুচিন্তাও ছিল প্রখর । নিজের খামারের কাজ তিনি তার পরিবারের ছেলে মেয়ে এবং স্বামীকে নিয়ে করতেন যাতে বাড়তি খরচ না হয়। ছেলে মেয়ে দের ভাল বাবে লেখাপড়া করাচ্ছেন। তার দেখাদেখি অনেকে পিডিবিএফ এর সদস্য হন। স্বামী সন্তান নিয়ে এখন তিনি সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছেন। মহান আল্লাহ এবং পিডিবিএফ এর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আত্ন বিশ্বাস এবং সাহস থাকলে মানুষ যে উন্নতির চরম শিখরে পৌছাতে পারে তারই জলন্ত উদাহরন রেখা বেগম।

মুরগী ও মাছ ছাষে আব্দুর রবের ভাগ্য বদল

পরিচিতি:

জনাব মোঃ আব্দুর রব, সদস্য কোড-৪০ পিডিবিএফ সাতক্ষীরা অঞ্চলাধীন দেবহাটা কার্যালয়ের একজন ক্ষুদ্র ঋণের সদস্য। তার পিতার নাম মোঃ রমজান আলী এবং মাতার নাম মৃত রমিছা খাতুন, গ্রাম: চন্ডীপুর, ডাকঘর: দেবহাটা, উপজেলা: দেবহাটা, জেলা: সাতক্ষীরা, মোবাইল নম্বর: ০১৭৫৬-৬০৯৮৬১। ০২ মেয়ে, স্ত্রীক মা-বাবা নিয়ে তার পরিবার।

সাফল্যের আলেখ্য:

জনাব আব্দুর রব ২০০৬ সালে পিডিবিএফ সাতক্ষীরা অঞ্চলাধীন দেবহাটা কার্যালয়ের চন্ডীপুর পুরুষ সমিতির একজন ক্ষুদ্র ঋণের সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। আব্দুর রব ২০০৬ সালে যখন পিডিবিএফ-এর সদস্য হিসেবে যোগদান করেন তখন তিনি ছেলেন বেকার। তখন তার কোন আয় ছিল না। পিতার রেখে যাওয়া সামান্য সম্পতির উপর নির্ভর করে অতি কষ্টে সংসার চালাতে হত। মেয়ে লেখা পড়া করানো ও স্ত্রীকে সময়মত পরিধানের জন্য পোষাক কিনে দিতে পারতেন না।

জনাব রব নিজের আর্থিক অবস্থা উন্নতির জন্য পিডিবিএফ সমিতিতে ভথি হন। পিডিবিএফ থেকে প্রথম দফায় মাছের চাষের জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি মাছের চাষের পরিসরে বৃদ্ধির জন্য পিডিবিএফ থেকে পর্যায়ক্রমে ২য় দফায় ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা, ৩য় দফায় ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা, ৩য় দফায় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং কয়েক দফায় ঋণ গ্রহণ করেন এবং মাছের চাষ বাড়াতে থাকে। পরবর্তীতে তিনি আরো কয়েক দফা ঋণ গ্রহণ করেন এবং মাছের চাষের পুকুরের উপর মুরগীর খামার তৈরী করেন। তিনি সর্বশেষ ১৭তম দফাসহ কয়েক দফায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং ধীরে ধীরে ব্যবসা বড় করেছেন এবং নিয়মিত পিডিবিএফ-এর কিস্তি পরিশোধ করেছেন। বর্তমানে তার সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৪০,০০০/- টাকা।

জনাব রব পিডিবিএফ-এর সহায়তায় ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে নিজেদের পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে পিডিবিএফ থেকে ১৭ দফায় ঋণ গ্রহণ করে মাছের চাষ বৃদ্ধি করেছেন, পাশাপাশি মুরগীর খামার গড়ে তুলেছেন। তিনি মাছের চাষ ও মুরগীর খামার থেকে যে আয় করছেন তা দিয়ে স্বাচ্ছন্দে সংসার চালাচ্ছেন, মেয়ের লেখা-পড়া, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করেছেন এবং নিয়মিত পিডিবিএফ কিস্তি পরিশোধ করছেন। বর্তমানে তার মাসিক আয় ৩০,০০০/- টাকা। নিজের সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরেছেন। তিনি একজন আত্ম-নির্ভরশীল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

জনাব রব তার মাছের ঘের ও মুরগীর খামার আরো বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে। মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে চান।

পিডিবিএফ সম্পর্কে সুফলভোগীর মন্তব্য:

পিডিবিএফ-এর সহায়তা তিনি তার বেকারত্ব দূর করেছেন এবং তার সংসারের অভাব দূর করেছেন, আর্থিক ও সামাজিক ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন এ জন তিনি পিডিবিএফ-কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বাঁশ ও বেত শিল্পে সফল অঞ্জলি দাশ

পরিচিতি:

জনাব অঞ্জলি দাশ, সদস্য কোড-৪৭ পিডিবিএফ সাতক্ষীরা অঞ্চলাধীন দেবহাটা কার্যালয়ের একজন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা। তার স্বামীর নাম সুভাষ দাশ এবং মাতার নাম মিনতি দাশ, গ্রাম: কোডা দাশপাড়া, ডাকঘর: দেবহাটা, উপজেলা: দেবহাটা, জেলা: সাতক্ষীরা, মোবাইল নম্বর: ০১৭৩৬৩০৩৮৭১। ০১ ছেলে ০১ মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে তার পরিবার।

সাফল্যের আলেখ্য:

অঞ্জলি দাশ ২০১৯ সালে পিডিবিএফ সাতক্ষীরা অঞ্চলাধীন দেবহাটা কার্যালয়ের কোড দাসপাড়া মহিলা সমিতির একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। অঞ্জলি ২০১৯ সালে যখন পিডিবিএফ-এর সদস্য হিসেবে যোগদান করেন তখন তিনি পুঁজির অভাবে বাঁশ ও বেতের প্রয়োজনমত পন্য উৎপাদন করতে পারছিলেন না। তখন তার মাসিক আয় ছিল প্রায় ৬,০০০/- টাকা। সামান্য আয়ে অতি কষ্টে তাদের সংসার চালাতে হত। ছেলে-মেয়ের লেখা পড়া করানো কষ্টসাধ্য ছিল। বসবাসের জন্য ভালো থাকার জায়গা ছিল না। ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পাতেন না।

অঞ্চলি ব্যবসার পুঁজি বাড়িয়ে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সংসারের অভাব দূর করার জন্য পিডিবিএফ-এর সমিতিতে ভর্তি হন। পিডিবিএফ থেকে প্রথম দফায় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, খাচাসহ বিভিন্ন ধরনে দ্রব্য সামগ্রী তৈরীর কাজে লাগান। তিনি বাঁশ ও বেতের উৎপাদিত পণ্যের পরিসরে বৃদ্ধির জন্য পিডিবিএফ থেকে পর্যায়ক্রমে ২য় দফায় ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা, ৩য় দফায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, ৪র্থ দফায় ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা এবং ৫ম দ দফায় ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি ৫ দফায় মোট ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন ব্যবসার পুঁজি বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তার সঞ্চয় জমার পরিমাণ ২৫,৫০০/- টাকা।

অঞ্জলি দাশ পিডিবিএফ-এর থেকে নারী উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে তার বাঁশ ও বেতের উৎপদন বৃদ্ধির জন্য কাঁচামাল ক্রয়ের পুঁজি পান। তা দিয়ে তার কাজের পরিসর বৃদ্ধি করেন এবং নিজে ও স্বামী মিলে কাজ করে সংসারের আয় বাড়াতে থাকেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে পিডিবিএফ থেকে কয়েক দফায় ঋণ গ্রহণ করে পর্যাপ্ত বাঁশ ও বেত ক্রয় করে স্বামী-স্ত্রী ও আরো ৫ জন কর্মী মিলে ঝুজি, খাচাসহ বিভিন্ন ধরনের পন্য তৈরী করে বাজারে বিক্রি করে সংসারের আয় বৃদ্ধি করেন এবং নিয়মিত পিডিবিএফ কিস্তি পরিশোধ করছেন। তিনি একটি ভ্যান ক্রয় করেছেন এবং মালামাল রাখার জন্য একটি গোডাউন ভাড়া নিয়েছে। বর্তমানে তার মাসিক আয় ২০,০০০/- টাকা। অঞ্জলি স্বামীর সাথে সংসারের আয়ে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। বসবাসের জন্য থাকার ঘর মজবুত করেছে, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট তৈরী করেছেন। আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন এবং তিনি একজন আত্ম-নির্ভরশীল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

অঞ্জলি দাশ তার ব্যবসা আরো বড় করার পরিকল্পনা রয়েছে। ছেলে-মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে চান। জমি কিনে পাঁকা ঘর করতে চান।

পিডিবিএফ সম্পর্কে সুফলভোগীর মন্তব্য:

পিডিবিএফ-এর সহায়তা তিনি তার ব্যবসার পুঁজি পেয়েছেন এবং তার সংসারের অভাব দূর করেছেন, আর্থিক ও সামাজিক ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন এ জন তিনি পিডিবিএফ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বেকারী ব্যবসায় আসমা খতুনের ভাগ্য বদল

পরিচিতি:

জনাব আসমা খাতুন, সদস্য কোড-৩৫ পিডিবিএফ সাতক্ষীরা অঞ্চলাধীন দেবহাটা কার্যালয়ের একজন নারী উদ্যোক্তা। তার স্বামীর নাম মকবুল হোসেন এবং মাতার নাম রোকেয়া খাতুন, গ্রাম: গুরুগ্রাম, ডাকঘর: দেবহাটা, উপজেলা: দেবহাটা, জেলা: সাতক্ষীরা, মোবাইল নম্বর: ০১৭৮৬৬৪৫৫৫৫। ০১ ছেলে ০১ মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে তার পরিবার।

সাফল্যের আলেখ্য:

আসমা খাতুন ২০১৭ সালে পিডিবিএফ সাতক্ষীরা অঞ্চলাধীন দেবহাটা কার্যালয়ের কুলিয়া গাং আটিম মহিলা সমিতির একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। ২০১৯ সালে আসমা খাতুন যখন পিডিবিএফ-এর সদস্য হিসেবে যোগদান করেন তখন তিনি ও তার স্বামী ছিল অন্য একটি বেকারীর কর্মচারী। বেকারী থেকে দু'জনের সামান্য আয় থেকে সংসার চালানো, ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়া, ভরণপোষণ করা ছিল কষ্টসাধ্য। পুঁজির অভাবে ব্যবসাও করতে পারছিলেন না। তখন তাদের সংসারের মাসিক মাসিক আয় ছিল প্রায় ৬,০০০/- টাকা। সামান্য আয়ে অতি কষ্টে তাদের সংসার চালাতে হত। তাদের বসবাসের জন্য ভালো থাকার জায়গা ছিল না। অসুস্থ হলে ভালো চিকিৎসার গ্রহণ করতে পাতেন না।

আসমা খাতুন ও তার স্বামী একটি বেকারীতে কর্মচারী হিসেবে কাজ করত। পরবর্তীতে সে পিডিবিএফ থেকে প্রথম দফায় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে ছোট আকারে বেকারী ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ও তার স্বামী মিলে পাউরুটি ও অন্যান্য বেকারী সামগ্রী উৎপাদন করে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাতে থাকে এবং পিডিবিএফ-এর কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। তার বেকারীর ব্যবসা বড় করার জন্য পিডিবিএফ থেকে ২য় দফায় ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা, ৩য় দফায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তার ব্যবসা যখন পরিচিতি লাভ করে এবং ব্যবসায় লাভের পরিমাণ বাড়তে থাকে তখন তিনি পিডিবিএফ থেকে ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা নারী উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করেন। সর্বশেষ তিনি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা নারী উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি করেছেন। তিনি ৫ দফায় পিডিবিএফ থেকে মোট ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন ব্যবসার পুঁজি বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তার সঞ্চয় জমার পরিমাণ ২২,৪০০/- টাকা।

আসমা খাতুন পিডিবিএফ-এর থেকে প্রথমে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে তার বেকারী ব্যবসা শুরু করেন। প্রথম দিকে ব্যবসা থেকে আয়ের পরিমাণ কম হলেও আস্তে আস্তে ব্যবসার পরিচিতি লাভ করতে থাকে এবং লাভের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তিনি পর্যায়ক্রমে পিডিবিএফ থেকে কয়েক দফায় ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসার পুঁজি বৃদ্ধি ও ব্যবসার পরিসর বড় করেন। বেকারীতে ১০ জন কর্মচারী রাখেন। তাদের দিয়ে বেকারীতে কাজে নিয়োজিত করেন এবং কয়েক জনকে বেকারীর উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার কাজে নিয়োগ করেন। ব্যবসা থেকে আয় দিয়ে তিনি একটি জমি ক্রয় করে সেখানে বেকারী ব্যবসা করছেন। নিজে ও স্বামী মিলে বেকারীর বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করেন। বাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্যে ব্যাপক চাহিদা তৈরী হয়। ব্যবসারের লাভের টাকা দিয়ে স্বাচ্ছন্দে সংসার চালাচ্ছেন, নিয়মিত পিডিবিএফ কিস্তি পরিশোধ করছেন। ইত্যবসরে তিনি বসবাসের জন্য একটি পাঁকা ঘর করেছে। কর্মচারীর বেতন ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়ে বর্তমানে তার মাসিক আয় ৫০,০০০/- টাকা। আসমা খাতুন নিজের ও স্বামীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, এলাকার দরিদ্র বেকার ১০ জন্য ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। নিজের সংসার থেকে অভাব দূর করেছেন এবং অন্য ১০ পরিবারের সংসার চালানো ব্যবস্থা করেছেন। ছেলে-মেয়েকে সুবিধামত লেখা-পড়া করাতে পারছেন, বসবাসের জন্য থাকার ঘর মজবুত করেছে, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট তৈরী করেছেন এবং অসুস্থ হলে সুচিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন। আসমা খাতুন একজন আত্ম-নির্ভরশীল সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

আসমা খাতুন তার ব্যবসার পরিসর আরো বড় করতে চান, আরো বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চান। আরো জমি ক্রয় করা এবং ছেলে-মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো পরিকল্পনা রয়েছে।

পিডিবিএফ সম্পর্কে সুফলভোগীর মন্তব্য:

পিডিবিএফ-এর সহায়তা তিনি তার ব্যবসার পুঁজি পেয়েছেন, ব্যবসার বড় করেছেন, নিজের সংসারের অভাব দূর করেছেন, অন্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, আর্থিক ও সামাজিক ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন এ জন তিনি পিডিবিএফ-কে ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

সংগ্রামী রহিমা বেগমের সাফল্যের গল্প

পরিচিতি:

জনাব রহিমা বেগম, সদস্য কোড-০৬ পিডিবিএফ সাতক্ষীরা অঞ্চলাধীন শ্যামনগর কার্যালয়ের একজন সংগ্রামী নারী। তার পিতার নাম কোমর উদ্দীন গাজী এবং মাতার নাম মৃত সুমতি বিবি, গ্রাম: + পোষ্ট: ঈশ্বরীপুর, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা, মোবাইল নম্বর: ০১৭২৯-৭৪৫২৫৫।

সাফল্যের আলেখ্য:

জনাব রহিমা বেগম ২০০৮ সালে পিডিবিএফ সাতক্ষীরা অঞ্চলাধীন শ্যামনগর কার্যালয়ের একজন ক্ষুদ্র ঋণের সদস্য হিসেবে ঈশ্বরীপুর দক্ষিণ পাড়া মহিলা সমিতিতে যোগদান করেন। রহিমা ২০০৮ সালে যখন পিডিবিএফ-এর সদস্য হিসেবে যোগদান করেন তখন তিনি ছিলেন একজন স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা। পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসহায়। বাবার সংসারে থাকতেন বোঝা হয়ে। স্বামী পরিত্যক্তার অভিশাপ মাথায় নিয়ে সমাজে পরিবারে অবহেলিত একজন অপয়া নারী হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন।

তিনি ছিলেন একজন স্বামী পরিত্যাক্তা নারী। পিডিবিএফ এ অন্তর্ভুক্তির পূর্বে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসহায়। বাবার সংসারে থাকতেন বোঝা হয়ে। স্বামী পরিত্যক্তার অভিশাপ মাথায় নিয়ে সমাজে পরিবারে অবহেলিত একজন অপয়া নারী হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। তিনি যার সামনে জেতেন সবাই ঘৃনার চোখে দেখতেন। বাড়ীঘর তেমন কিছুই ছিল না। বাবা- মার মৃত্যুর পরে তিনি পড়েন একেবারেই অসহায় অবস্থায়। এক পর্যায়ে সে পিডিবিএফ-এর সমিতিতে ভর্তি হয়। সে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে এবং যে সামান্য টাকা পেত তা সমিতিতে সঞ্চয় হিসেবে জমা করতো। রহিমা এক দিন সাহস করে পিডিবিএফ থেকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে ৩টি ছাগলের বাচ্চা ক্রয় করে। এ ছাগল পালন করতে থাকে এবং অন্যের বাড়িতে কাজ করে পিডিবিএফ-এর কিস্তি পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ছাগল বিক্রির টাকা ও পিডিবিএফ থেকে পর্যায়ক্রমে ১০,০০০/-, ১৫,০০০/-, ২০,০০০/-, ২৫,০০০/-, ৩০,০০০/-, ৪০,০০০/-, ৫০,০০০/- করে কয়েক দফা ঋণ গ্রহণ করেন এবং ছাগলের বাচ্চা, গরুর বাছুর, রাজহাঁস-মুরগী ইত্যাদি ক্রয় করে সেগুলো লালন পালন করে বড় করেন এবং বাজারে বিক্রি করে যে লাভ হয় তা দিয়ে নিজের সংসার চালন ও পিডিবিএফ-এর কিস্তি দেন। বর্তমানে ১৬তম দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। সমিতিতে তার সঞ্চয় জমার পরিমাণ ১৪,৫৭০/- টাকা।

জনাব রহিমা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে পিডিবিএফ সহায়তায় গরু-ছাগল হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে অসহায় জীবন থেকে সফলতা অর্জন করেন। ছাগল পালনের পাশাপাশি তিনি গরু ও হাঁস-মুরগী পালন করতে থাকেন। বর্তমানে তার এখন রহিমার ১৫টি ছাগল, ৩টি গরু, ১০টি রাজহাঁস ও বেশকিছু মুরগী পালন করছেন। দুধ, ছাগল ও হাঁস-মুরগী বিক্রি থেকে আয় থেকে স্বচ্ছন্দে সংসার চালান এবং নিয়মিত পিডিবিএফ-এর কিস্তি পরিশোধ করেন। তার বর্তমান মাসিক নীট আয় প্রায় ২০,০০০/- টাকা। এখন তার সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরেছে, টিনের ছাউনি দেয়া পাকা বাড়ী ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বানিয়েছেন। তার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেশীদের নিকট মর্যাদা ও সম্মান বেড়েছে। তিনি এখন অভাবের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে সুখের মুখ দেখেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

রহিমা পিডিবিএফ থেকে আরো ঋণ নিয়ে ছাগল ও গরুর বড় খামার দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তার ভাইয়ের সন্তানদের সহযোগিতা করবেন এবং গ্রামের অসহায় নারীদের অসায়ত্ব দূর করার জন্য তিনি তাদের কর্মসংস্থানসহ সার্বিক সহযোগিতা করার ইচ্ছা পোষণ করেন।

পিডিবিএফ সম্পর্কে সুফলভোগীর মন্তব্য:

রহিমা বলেন, “জীবনের অন্ধকার দিনে যখন কেউ পাশে দাঁড়াতে চাইনি, সবাই যখন অবহেলা করেছে, পিডিবিএফ তখন আমার পাশে এস দাঁড়িয়েছে, আমাকে অর্থ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহাযোগিতা করেছে। আমি কোন দিন পিডিবিএফ-এর এ ঋণ শোধ করতে পারবো না। আমি যত দিন বেঁচে আছি ততদিন পিডিবিএফ-এর সাথে থাকবো।”

১০.০ পিডিবিএফ-এর কৌশলগত পরিকল্পনা অনুশীলন (Strategic Plan Exercise) এবং ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল

১০.১ পিডিবিএফ-এর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভবনা ও শংকা (A SWOT Anasysis of PDBF)

সামর্থ্য (Strengths):

- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, সংবিধিবদ্ধ, স্ব-শাসিত, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিডিবিএফ-এর প্রতি জনগণের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা;
- পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রকল্পকালীন অভিজ্ঞতাসহ দীর্ঘ তিন দশকের অধিককালের ঐতিহ্য এবং দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং ক্রান্তিকালে সেবা প্রদানে সক্ষম কর্মোদ্দীপ্ত জনবল;
- সেবামূল্য হতে উপার্জিত অর্থে, কোন বহিঃসহায়তা ছাড়াই প্রতিষ্ঠানটি ২২ বছর যাবৎ পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করছে;
- সরকারি ও বহিঃসহায়তায় গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা; এবং
- মূলধারার কার্যক্রমের সমান্তরালে পল্লীর দুস্থ জনগণের গৃহ অঙ্গন ও জনপদ আলোকিতকরণে সহায়ক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা, বিশেষতঃ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

দূর্বলতা (Weaknesses):

- সূচনালগ্ন হতে অপ্রতুল তহবিল নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে আসছে;
- প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয়সহ প্রায় সকল কার্যালয় ভাড়াকৃত ভবন হতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি বা স্থায়ী অবকাঠামো বলতে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই;
- আয় স্তরের সর্বনিম্ন পর্যায়ের সুফলভোগীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে। ব্যাপক পরিভোগ চাহিদার কারণে তাঁদের পক্ষে ঋণ পরিশোধ দুরূহ, ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রবল ঋণ খেলাপী ঝুঁকি মোকাবিলা করতে হয়;
- বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও এ ফাউন্ডেশন পরিচালন ব্যয় বা তদ্রুপ কোন আর্থিক সমর্থন পায় না;
- কোভিডকালীন সময়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আর্থিক সমর্থন পেলেও বিত্তহীনদের এ প্রতিষ্ঠানটি কোভিড প্রণোদনা ঋণ তহবিল ব্যতীত অন্য কোন আর্থিক সহায়তা পায়নি;
- তহবিলের অভাবে প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহ্যবাহী বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে;
- প্রতিষ্ঠানটি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন; বিশেষ করে মেধাবী পেশাজীবীদের আকৃষ্ট করা এবং প্রার্থীদের যথাসময়ে পদোন্নতি দিয়ে নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যা দৃশ্যমান;
- পিডিবিএফ আইন ১৯৯৯-এর বিধানাবলীতে কর্মচারীদের পেনশনসহ চাকুরির বিভিন্ন সুবিধার উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা নিশ্চিত না করায় কর্মীদের মধ্যে প্রবল হতাশা ও আশংকা বিরাজ করছে; এবং

সম্ভবনা (Opportunities):

- প্রস্তাবিত পিডিবিএফ-এর সম্প্রসারণ প্রকল্প গৃহীত হলে অবশিষ্ট ৯টি জেলা ও ১৩৫টি উপজেলা সহযোগে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় পিডিবিএফ-এর পল্লী পরিসেবা বিস্তৃত হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি দারিদ্র্য বিমোচনে দেশব্যাপী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে;
- পিডিবিএফ-কে অটোমেশনের আওতায় আনা হলে উন্নততর প্রযুক্তিগত সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;
- সদস্যদের সঞ্চয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আপত অভাবিত বীমা ও পুনঃবীমা প্রবর্তন করা হলে তা তহবিল ব্যবস্থাপনায় সহায়ক হবে;
- পিডিবিএফ-এর বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পল্লী বিপণী সৃজন ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন কৌশল বা ই-কমার্সের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পণ্য/সেবা বিপণনের সুযোগ প্রসারিত করা যেতে পারে;
- কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচির মত নবতর কর্মসূচির মাধ্যমে অণুশিল্প-নির্ভর দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম প্রসারণ করা যেতে পারে;
- পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচনে পিডিবিএফ সরকারের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমন্বয়সূচক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং দারিদ্র্যের মানচিত্র রচনা ও দারিদ্র্য নিরূপণে কার্যকর অবদান রাখতে পারে; এবং
- কোভিড পরিস্থিতির সাম্প্রতিক প্রশমনদৃষ্টে নববিনিয়োগ কার্যক্রমের উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে পূর্ণঙ্গ জনবল বিন্যাস সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানের পরিসেবার ক্ষেত্র প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

শংকা (Threats):

- পল্লীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু তাঁদের জীবন ও জীবিকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ যেকোন অভিঘাত এ কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে;
- ঋণ পরিচালন ও সঞ্চয় আহরণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসাধু তৎপরতা কেবল কর্মসূচি নয়, প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে তুলতে পারে;
- বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে সেবামূল্য আহরণ ক্ষতিগ্রস্থ হলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নিজস্ব আয় দ্বারা ব্যয় সংকুলান করা দুঃসাধ্য প্রতিপন্ন হতে পারে;
- পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমে সরকারি বরাদ্দ বা সীড ক্যাপিটাল-এর সমর্থন ব্যতীত সেবামূল্যের হার 'এক অঙ্কে' নির্ধারণ করা হলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে;
- প্রতিষ্ঠানের কর্মভারহীন জনবল পুনর্বিন্যাস করা না হলে বিনাশ্রমে পারিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভিত্তি যেমন ভেঙ্গে পড়বে, তেমনি প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলাও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে; এবং
- প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে শুন্য পদের বিপরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগ না হলে উৎপাদনশীলতা বাধাগ্রস্থ হতে পারে। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নে বিলম্ব হলে পিডিবিএফ-এর সেবাবলয় প্রসারণ কার্যক্রমও বিলম্বিত ও বিঘ্নিত হবে।

১০.২ পিডিবিএফ-এর ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল:

- পিডিবিএফ-এর প্রস্তাবিত সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় পল্লী পরিসেবা বিস্তৃত করবে এবং প্রতিষ্ঠানটি দারিদ্র্য বিমোচনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করবে;
- পিডিবিএফ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সীড ক্যাপিটাল এবং প্রকল্পের আওতায় তহবিল স্বরূপ অতিরিক্ত অর্থের বরাদ্দের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে;
- পিডিবিএফ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলবে;
- পিডিবিএফ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সহায়তা ও নিজস্ব উদ্যোগে অটোমেশন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সর্বোত্তম সেবা সুনিশ্চিত করবে;
- হতদরিদ্র সুফলভোগীরা যাতে আপৎকালিন পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ঋণের অর্থ পরিভোগে (Consumption) ব্যবহার না করে সে জন্য পিডিবিএফ সরকারের নিকট থেকে অনুদান গ্রহণ ও বিতরণের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি প্রস্তাব করবে;
- পিডিবিএফ বিশেষ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে;
- পিডিবিএফ ঋণের সুরক্ষার স্বার্থে বীমা ও পুনঃবীমার সুবিধা আহরণ এবং সর্বোত্তম তদারকি নিশ্চিত করবে;
- পিডিবিএফ নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে পল্লী বিপণী সৃজন ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন কৌশল বা ই-কমার্সের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পণ্য/সেবা বিপণনের সুযোগ প্রসারিত করবে;
- কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচির মত নবতর কর্মসূচির মাধ্যমে অণুশিল্প ও নবসম্পদ-নির্ভর দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম প্রসারণ করবে;
- পিডিবিএফ মেধাবী পেশাজীবীদের আকৃষ্ট করা এবং প্রার্থীদের যথাসময়ে পদোন্নতি দিয়ে নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্র তৈরী করবে এবং প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি সুবিন্যস্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করবে;
- পিডিবিএফ আইন ১৯৯৯-এর বিধানাবলীর অনুসরণে কর্মচারীদের পেনশনসহ চাকুরির বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রবিধান প্রণয়নসহ অর্থ সংস্থানের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;
- পিডিবিএফ প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার রক্ষায় বিদ্যমান বিধানাবলী অনুসরণ এবং যথাযথ আঙ্গিকে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করবে;
- পিডিবিএফ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমন্বয়সূচক ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং দারিদ্র্যের মানচিত্র (Poverty Maping) রচনা ও দারিদ্র্য নিরূপণে (Poverty Tracking) কার্যকর অবদান রাখবে।